



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2023

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে নিজেরই তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে পবিত্র বানানোর সার্ভিস করতে হবে, এই ভারতকে মায়া রাবণের থেকে লিবারেট (মুক্ত) করতে হবে”

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা দেহী-অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করে, তারা কোন্ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়?

*উত্তর:- এই পুরানো শরীরের কর্মভোগ যা প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন রূপে ভোগ করতে হয়, হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করতে হয়, এইসব চিন্তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে যায়, কেননা তাদের বুদ্ধিতে থাকে - এখন তো আমাদেরকে পুরানো হিসেব নিকেশ পরিশোধ করে কর্মভোগ হতে হবে। পুনরায় অর্ধেক কল্পের জন্য কোনও রোগ আমাদের কাছে আসতে পারবে না। বাবা এইরকমই ফার্স্ট ক্লাস নেচার কিওর (প্রাকৃতিক শুশ্রূষা) করেন, যাতে অসুখের নাম-চিহ্নই থাকবে না।

*গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। বাচ্চারা জানে যে আমরা পতিত-পাবন মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি। পতিত ভারতকে পাবন বানানোর জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলছে, কেননা তোমরা বাচ্চারা এখন তোমাদের নিজের পরমপিতা পরমাত্মার সার্ভিসে তৎপর আছে। বাবাও এই সার্ভিসে রয়েছেন। এটা তো বাচ্চারা স্পষ্টভাবে জানে যে ভারত একসময় পবিত্র ভূমি ছিল। এখন পতিত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর আগে পবিত্র দুনিয়া ছিল। জগৎবাসী এইসব কথা কিছুই জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে তন-মন-ধন দিয়ে ভারতের সেবা করছো। ভারতকে মায়া রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে রামরাজ্য স্থাপন করছো। এটা তো তোমরা যেকাউকে বোঝাতে পারো। আমরা পতিত ভারতকে পাবন বানাতে এসেছি, তারজন্য অবশ্যই নিজেকে পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতার কারণেই ঝগড়া হয়। কোনও না কোনও কারণে কষ্ট হয়েই থাকে। তাদের হলো হিংসক লড়াই, তোমাদের লড়াই হল ৫ বিকার রূপী রাবণের সাথে। তোমরা এটাও জেনে গেছো যে কল্প কল্প আমরা শ্রীমত অনুসারে চলছি। এইসময় সমগ্র দুনিয়ার মানুষ রাবণের মতে চলছে। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা দৈবী মত অনুসরণকারী দেবতা হচ্ছে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছো। তোমরা সমগ্র দুনিয়াকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছে। অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদের কাছে আসেন। বাচ্চারা বলে যে আমরা তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজ্য বানাই কেননা ভারত সত্যযুগের আদিতে রাজস্থান ছিল। এখন আমরা দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। যেরকম বাপু গান্ধীজি তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করেছিলেন। জেলে গিয়েছিলেন, তো তন দিয়ে সেবা হল তাই না। মনও তাতে লেগে ছিল। এখন তোমরা জানো যে বাবা মায়া রাবণ থেকে লিবারেট করেছেন। ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা আর তিনি ভারতের বাপুজি ছিলেন। সব জায়গার বাপুজি ছিলেন না। এমনিতেও বয়স্ক মানুষকে বাপুজি বলা হয়। মেয়রকেও বাপুজি (পৌরপিতা) বলা হয়। ফাদার্স তো অনেক আছে। তোমাদের ফাদার হলেন এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। অসীম জগতের বাবা হলেন এক শিববাবা, তিনি ভারতকে পাবন বানানোর সেবাতে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্যই কোনও শরীরের আধার নিয়ে এসেছিলেন। সাথে সহায়ক-ও থাকবে। একলা তো থাকবেন না। তোমরা হলে শিব-শক্তি সেনা। তোমরা খুব সহজেই বোঝতে পারবে। তারা ভারতকে স্বাধীন করতে কতকিছু সহ্য করেছেন। অবলা নারীরাও জেলে গেছে। বেশী দুঃখ পুরুষরা বর্ণ করেছিল। মাতারা, বিশ্বের কারণে এখন পুনরায় তোমাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে।

তোমরা বোঝাতে পারো যে বাবা এসে গেছেন নতুন সৃষ্টি রচনা করার জন্য। তাই সবার আগে ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রাহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ, পুনরায় তোমরা দৈবী অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলীতে আসবে। এটা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা বাবার সাথে সহায়তাকারী হয়েছি। শ্রীমৎ অনুসারে সহস্রাধিক লক্ষাধিক মানুষকে চলতে হবে। বাপুজিরও অনেক সেনা ছিল। তাদের মধ্যে কেউ খুব সুপরিচিত ছিল আবার কেউ সাধারণ ছিল। সেই বাপুজি বিদেশীদের থেকে মুক্ত করেছেন। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে রাবণ শত্রুর থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন। যেরকম সেই বাপুজি বলতেন - আমরা স্বরাজ্য স্থাপন করছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা শ্রীমতে চলে দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। প্রতি কদমে শ্রীমৎ নিতে হবে। শ্রীমতে চলেই শ্রেষ্ঠ হবে। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন হল নিজস্ব। কর্মভোগ অবস্থাতে আসার জন্য অল্পিম সময় পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে। কর্মভোগ অবস্থা এখনও আসেনি। এখনও অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। কর্মভোগ অবস্থা হলো সেই স্থিতি যখন শরীরের কোনও দুঃখ অনুভব হবে না। পুরানো শরীরে তো

অন্তিম সময় পর্যন্ত দুঃখ হতেই থাকে। এমন নয় যে সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কর্মভোগ ভুগতেই হবে। কর্মভীত অবস্থা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ মায়ার তুফান, কর্মের হিসেব নিকেশের ভোগ চলেই আসবে। তার চিন্তা করবে না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন দেহী-অভিমानी ভব। এই শব্দ এখনকারই, যেটা গাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ তো জানে না যে এর অর্থ কী? এখন তোমরা জানো যে সোল কনশাসের দ্বারা আমরা একলা হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে পারি। এখন সোল কনশাস (আত্মাভিমानी) হতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে - আমি হলাম আত্মা, বাবাকে স্মরণ করছি। সর্বব্যাপী বললে আমরা কাকে স্মরণ করবো? বাবা বুঝিয়েছেন শান্তিলাভের জন্য কোথাও যেতে হবে না। কর্ম তো করতেই হবে। অশরীরী হয়ে থাকতে হবে। আমি হলাম আত্মা, এসব হল আমার অর্গ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়)। আত্মার স্বধর্মই হল শান্ত। আমরা (খোল করতাল ইত্যাদির) বাজনা বাজাই না। সেই সন্ন্যাসীরা তো হঠযোগ ইত্যাদি করে, প্রাণায়াম করে। তারা অনেক প্রয়াস করে, গুহার মধ্যে গিয়ে প্রয়াস করে। এখানে হঠযোগের কোনো কথাই নেই। কেবল নলেজকে বুঝতে হবে। গড ফাদারের নলেজ কেউ জানে না। এরা তো বলে দেয় যে গড হলেন সর্বব্যাপী। একেই বলা হয় মিথ্যা জ্ঞান। তোমরা এখন ফাদারকে জেনে গেছো। সকলের ফাদার হলেন এক। তিনিই এসে সৃষ্টিকে পতিত থেকে পাবন বানান। তোমরা হলে বাবার সহায়ক। পতিত থেকে পাবন হয়ে পুনরায় পাবন দুনিয়াতে যাবে। সেখানে পাবন দৈবী রাজ্য পরিচালিত হয়। পাবন দুনিয়ার জন্য তোমরা রাজযোগ শিখছো। পুনরায় টিচার হয়ে তোমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান প্রদান করেন। যার দ্বারা তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা রানী হবে। ঘর-গৃহস্থ থেকে এই স্থিতিকে পরিপক্ব করতে হবে। তোমাদেরকে কতোই না সহ্য করতে হয়! মার খাও, এই যজ্ঞে অসুরদের দ্বারা অনেক বিঘ্ন আসে! অবলাদের উপরে অত্যাচার হয় - বিকারের কারণে। কংগ্রেসীরা সেখানকার জেলে যেত আর তোমরা কংস-জরাসন্ধীদের জেলের বন্ধনে রয়েছো। একটু তো সহ্য করতে হয়। পবিত্র থাকার বিষয়ে তোমাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। হ্যাঁ, কিছু দুর্বল পুরুষ আছে, যাদের জন্য স্ত্রীদের সহ্য করতে হয়। না হলে তো ভারতবর্ষের একটা ভালো নিয়ম হলো ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্থ অবস্থাকে ধারণ করে। তারপর গৃহ ত্যাগ করে বাড়ির চাচি বাম্বাদের দিয়ে দেয়, ঘর সংসার সামলানোর জন্য। সুপুত্র বাম্বারা খুব ভালো ভাবে দেখাশোনা করে। বাবা, সেবা করে বড় করেছেন, তাই বাম্বাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো তার দেখাশোনা করা। বাম্বারা বলে যে - আপনি সংসঙ্গ ইত্যাদি করুন, আমরা দেখাশোনা করবো। আজকাল তো বাম্বারাও শত্রু হয়ে গেছে। বাম্বারা, তোমাদের যুদ্ধ হলো মায়া রাবণের সাথে। গান্ধীজির মতে চলে তারা ভারতবাসীকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করেছে।

তোমাদের উপরে মায়া রাবণ ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছে। এই মায়া বড়ই বলবান। তাদের তো মুক্ত হতে ৪০ - ৫০ বছর লেগে গেছে। পরিশ্রম লাগে। এখানেও তোমরা শ্রীমৎ এর আধারে বিজয় প্রাপ্ত করো। রাবণ হলো তোমাদের অনেক পুরানো শত্রু। তোমাদেরকে তো গুলি মারতে থাকে শত্রু মায়া। সবচেয়ে বড় বম্ব হলো কাম। মায়ার থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা যত স্মরণ করবে ততই খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হতে থাকবে। তোমরা জানো যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। শ্রীমতের দ্বারা স্বরাজ্য স্থাপন করে থাকি - ২১ জন্মের জন্য। কংগ্রেসীরা স্বরাজ্য নিয়েছিল অল্পকালের জন্য। সেটা কোনো স্বরাজ্য নয়, আরও সমস্যার। বরং তোমরা জানো যে, মৃগতৃষ্ণা সম রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে। কংগ্রেস কীভাবে গঠিত হয়েছে - এ কোনো গীতা - ভাগবতে লিখিত নেই। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, তারা তো আসলে কিছুই পায়নি। বড়জোর এম. পি. ইত্যাদি হয়েছে, তাও অল্পকালের জন্য ক্ষণভঙ্গুর। এখন তো হলো সকলে দুঃখী। আমরা স্বর্গের স্থাপনা করছি। ড্রামাতে তো তোমাদের বিজয় নির্ধারিত রয়েছে। তোমরা রাজযোগ শিখছো। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশী হবো। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা সূর্যবংশী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো নাকি চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য? তখন তোমরা বলো যে, আমরা সূর্যবংশী হওয়ার জন্য করছি। যারা মাম্মা-বাবা বলে, তারা অবশ্যই সূর্যবংশী হবে। তোমাদেরকে বলা হয় ফলো ফাদার - মাদার। মাতা পিতা তাঁরা। এনারা সূর্যবংশী মহারাজা - মহারানী হন। এটা তো সকলের ১০০ পার্সেন্ট নিশ্চয় রয়েছে। মাতা - পিতা বাম্বাদেরকে বলেন, তোমাদেরও পুরুষার্থ করে সিংহাসনে আসীন হওয়া উচিত। পুরুষার্থ করে ফলো করা উচিত।

কেউ শুভ কথা বললে বলা হয় - আচ্ছা, তোমার মুখে গোলাপ। আরে, সূর্যবংশী হওয়া কোনো কম কথা নাকি! কতো কতো হীরে জহরত খচিত মহল হবে! কতো উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে! এই সব কথা ভাবলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বাবা আমাদেরকে কতো উচ্চ বানিয়ে তোলেন! আমরা তো কিছুই জানতাম না। গায়ের ছাওয়াল বলা হয় না! গায়ের ছাওয়াল কৃষ্ণ ছিলেন না। এখানে অনেক গ্রামের মানুষ উপস্থিত আছেন। গরীবদেরই তো হলো সৌভাগ্য। বড়লোকদের তো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি তো হলাম দীননাথ। দেখতেই তো পাচ্ছো যে কারা কার আসছে উত্তরাধিকার নিতে। কারো সাথে দেখা হলেই বলো, আমরা ভারতের সার্ভিসে রয়েছি। তন - মন - ধন নিয়োজিত করে ভারতকে সেবা করবার

সার্ভিসে রয়েছে আমরা। তন - মন - ধন দিয়ে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করছি। তো যে কোনো ইনকাম ট্যাক্স অফিসারই তোমাদেরকে সাথে সাথে মারফ করে দেবে। ওই গভর্নমেন্টের অধীনে তো অনেক টাকা পয়সা বরবাদ হতে থাকে। তোমাদের টাকা পয়সা তো ভারতকে আবাদ করে তোলে। কতখানি তফাৎ! যাকে বোঝাবে সে চমকে যাবে যে - ওহো! এ তো অনেক বিরাট বড় সার্ভিস করছে এরা! এই রকম সার্ভিস করো। অত্যন্ত মিষ্টি মধুর হও। সত্য সাহেবের প্রতি সত্য হয়ে থাকতে হবে। সত্য সাহেবকে স্মরণও করতে হবে। সত্য খন্ডের মালিক যদি হতে হয়, তবে সত্য পিতাকে নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করো। স্মরণ করতে করতে সুখ অনুভব করতে থাকো। এমন কেউই নেই যাদের কলহ বিবাদ মিটে গেছে। কিছু না কিছু অসুখ বিসুখ ইত্যাদি হতেই থাকে। সেখানে তোমাদের এ'সব কিছুই হবে না। বাবা এই রকম নেচার কিওর করে দেন যে তোমরা কখনোই রোগী হবে না। ২১ জন্ম তোমরা নিরোগী হয়ে যাও। তো এতখানি নেশাতে থাকা উচিত। তুলনা করে বুঝিয়ে দাও -- পান্ডব - কৌরব কী কী করেছে...। সেই বাপুজী কী করেছিলেন, এই অসীম জগতের বাপুজী কী করছেন? বাবা তোমাদেরকে রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করেন। সেই বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি হলেন বাবাও, টিচারও, সদ্গুরুও। জন্ম জন্মান্তরের পাপ মাথার উপরে রয়েছে। তার থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় হলো একটিই। ওই জলের গঙ্গা কাউকেই পবিত্র বানাতে পারে না। এই বাবার স্মরণই পবিত্র বানায়। এমন নয় যে নেষ্ঠা বা ধ্যানে বসো। হ্যাঁ বসটাও অবশ্যই ভালো। একে অপরের বল এ বসে যেতে পারবে। কিন্তু বাবা বলেন - যেভাবেই বসো, চলতে ফিরতে কাজকর্ম করতে করতেও স্মরণ তো করতেই হবে। ওই স্কুলে টিচার যখন পড়ায়, তো স্টুডেন্টদেরকে তো টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা বসে যাওয়া উচিত যে, আমাদেরকে বাবা পড়ান। এই রকম কেউই নেই যে বাবাকে টিচারকে স্মরণ করে না। তোমরা তো জানো যে, এখন ফিরে যেতে হবে, তাই সদ্গুরুকেও স্মরণ করতে হয়। তোমরা ওয়ান্ডারফুল সব কথা শুনিye থাকো। আমাদের বাবা, টিচার, সদ্গুরু - সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্য গুরু। সত্যের সঙ্গই উপরে ওঠায় অর্থাৎ মুক্তি - জীবনমুক্তিতে নিয়ে যায়। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে সবাই ফিরে যাবো। তারপর এসে নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করবো। তোমাদের এটা হলো রেস, অসীম জগতের ঘোরদৌড়। প্রত্যেকে বলে আমি আগে পৌঁছাবো। তার জন্য স্মরণ করতে হবে। স্টুডেন্টকে রেস করানো হয়। যত বেশী পুরুষার্থ করবে ততই বিজয় মালাতে গাথা পড়বে। আচ্ছা!

মাতা - পিতা বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিক ভালবাসার সাথে স্মরণের স্নেহ-সুমন। তোমরা অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠো। আমরাই সেই (হম সো) পূজ্য দেবী দেবতা ছিলাম, তারপর আমরা পূজ্য দুই কলা কম ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশী, হয়ে যাই। তারপর আমরা পূজারী বৈশ্য বংশী, শূদ্রবংশী হই। এখন পুনরায় আমরা পূজারীর থেকে পূজ্য হচ্ছি শ্রীমতের আধারে। এই চক্র বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে। আচ্ছা - আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভারতকে সমৃদ্ধশালী (আবাদ) বানাতে নিজেদের তন - মন - ধন সব সফল করতে হবে। অত্যন্ত মিষ্টি মধুর হয়ে সেবা করতে হবে। সত্য খন্ড স্থাপন করবার জন্য সত্য থাকতে হবে।

২) বিজয় মালাতে গাথা হওয়ার জন্য রেস করতে হবে। চলতে ফিরতে কাজকর্ম করতে করতে বাবা - টিচার - সদ্গুরুকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- ত্যাগ আর তপস্যার সহযোগের দ্বারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্তকারী নিরন্তর তপস্বী-মূর্তি ভব সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগ আর তপস্যা-মূর্তি। ত্যাগ আর তপস্যা এই দুইয়ের সহযোগের দ্বারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত হয়। তপস্যা হলোই এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এটাই নিরন্তর তপস্যা করতে থাকো তাহলে তোমাদের সেবাস্থান তপস্যাকুণ্ড হয়ে যাবে। এই রকম তপস্যাকুণ্ড তৈরী করো, তবে বহিঃপতঙ্গরা আপনিই আসবে। মন্সা সেবার দ্বারা শক্তিশালী আত্মারা প্রত্যক্ষ হবে। এখন মন্সার দ্বারা ধরনীকে পরিবর্তন করো - এটাই হলো বুদ্ধি করবার বিধি।

স্নোগান:- নম্রতা আর ধৈর্যের শক্তির দ্বারা ক্রোধাগ্নিকে শান্ত বানিয়ে দাও।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের

অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রহ্মা বাবার আরও দুই কদম - আঞ্জাকারী (ফরমানবরদার)-বিশ্বস্ত"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের স্নেহী আর সহযোগী বাচ্চাদেরকে এবং শক্তিশালী সমান বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সকল বাচ্চারাই স্নেহী, কিন্তু শক্তিশালী হলো যথাশক্তি (যার যেমন শক্তি সেই অনুসারে)। স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন পদম গুণ স্নেহ আর সহযোগ প্রাপ্ত হয়। শক্তিশালী সমান বাচ্চাদেরকে সদা সহজে বিজয়ী ভব'র রিটার্ন প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত সকলেরই হয়। স্নেহী বাচ্চারা যথাশক্তি হওয়ার কারণে সদা সহজ বিজয়ের অনুভব করতে পারে না। কখনো সহজ, কখনো পরিশ্রমের। বাপদাদা স্নেহী বাচ্চাদেরকেও পরিশ্রমকে সহজ করার সহযোগ দিয়ে থাকেন। কেননা স্নেহী আত্মারা সহযোগীও হয়েই থাকে। তো সহযোগের রিটার্নে বাপদাদা সহযোগ অবশ্যই দেন, কিন্তু যথার্থ যোগ না হওয়ার কারণে সহযোগ পেলেও প্রাপ্তির অনুভব করতে পারে না। যোগের দ্বারাই সহযোগের অনুভব হয়ে থাকে আর শক্তিশালী সমান বাচ্চারা হলো সদা যোগযুক্ত। সেইজন্য সহযোগের অনুভব করে সহজেই বিজয়ী হয়ে যায়। কিন্তু বাবার দুই ধরনের বাচ্চারাই প্রিয়। ভালোবাসা আর সদা বিজয়ী হওয়ার শুভ ইচ্ছা সব বাচ্চাদের মধ্যেই থাকে, কিন্তু শক্তি কম হওয়ার কারণে সময় মতো অন্য সব শক্তি গুলিকে কাজে লাগাতে পারে না। বাবা অবিনাশী সম্পদের অধিকারের ক্ষেত্রে সর্ব শক্তির অধিকার সকল বাচ্চাদেরকেই দিয়ে থাকেন, অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বাপদাদা কোনো প্রভেদ করেন না, সকলকেই সম্পূর্ণ অধিকারী বানান, কিন্তু নেওয়ার সময় নম্বরক্রমে হয়ে যায়। বাপদাদা কাউকে স্পেশাল, কাউকে আলাদা টিউশন দেন কি? দেন না। পড়াশোনা সকলের এক, পালনা সকলের এক। পালনবদের আলাদা পালনা, শক্তিদেবের আলাদা - এই রকম কী? সকলের এক রকম পালনা আর পড়াশোনা। কিন্তু নেওয়ার ক্ষেত্রে, রেজাল্টে তফাৎ হয়ে যায়! কোথায় অষ্ট রত্ন আর কোথায় ১৬ হাজার ১০৮ রত্ন - কতখানি তফাৎ! এই রকম তফাৎ কেন হলো? পড়াশোনা আর পালনকে, বরদান গুলিকে ধারণ করা আর কাজে লাগানো - এতেই তফাৎ হয়ে যায়। কোনো কোনো বাচ্চা ধারণাও করে ফেলতে পারে, কিন্তু সময় অনুসারে কাজে লাগাতে পারে না। বুদ্ধি পর্যন্ত ভালোই ভরপুর, কিন্তু কর্মে তা প্রতিফলিত করতে পারে না।

ব্রহ্মা বাবা নম্বর ওয়ান কেন হয়েছিলেন? সেই দুই কদমের কথা আগেই বলেছি না! তৃতীয় - সদা বাবা, শিক্ষক আর সঙ্গুর আঞ্জাকারী (ফরমানবরদার) হয়েছিলেন। প্রতিটি ফরমানকে 'জী হাজির' করেছিলেন। বাবার ফরমান হলো - সদা সকল খাজানার উত্তরাধিকারে সম্পন্ন হওয়া এবং অন্যদেরকে বানানো। তো প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছো যে - জ্ঞান, শক্তি, গুণ, শ্রেষ্ঠ সময়, শ্রেষ্ঠ সংকল্প গুলির খাজানা প্রথম দিন থেকে লাস্ট দিন পর্যন্ত কার্যে ব্যবহার করেছিলেন। লাস্ট দিনও সময়, সংকল্প, বাচ্চাদের জন্যই নিয়োজিত করেছিলেন। জ্ঞানের খাজানা, স্মরণের শক্তি আর সহনশীলতার গুণের স্বরূপ - এই সব খাজানাকে লাস্ট সময় পর্যন্ত, শরীরকে ভুলে গিয়ে সেবায় প্র্যাকটিক্যাল লাগিয়ে দেখিয়েছিলেন। তো একে বলা হয় আঞ্জাকারী নম্বর ওয়ান বাচ্চা। কেননা বাবার বিশেষ ফরমান হলো এটাই যে, স্মরণ আর সেবায় সর্বদা বাবার সমান থাকো। তো আদি থেকে শুরু করে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দুটি ফরমানকেই প্র্যাকটিক্যাল তোমরা দেখেছো না? স্নেহের চিহ্ন হলো ফলো করা। সুতরাং চেক করো - আদি থেকে এখন পর্যন্ত সকল খাজানাকে স্ব এর সাথে সাথে সেবাতেও লাগিয়েছি? বাবার ফরমান হলো একটিও শ্বাস বা সংকল্প, এক সেকেন্ডের জন্যও ব্যর্থ নষ্ট করবে না। তো সারাদিনে এই ফরমানকেই প্র্যাকটিক্যাল এনেছো? নাকি কখনো এনেছো, কখনো আনোনি। যদি কখনো কখনো আঞ্জাকারী হয়েছো আবার কখনো কখনো হওনি, তবে কোন্ লিস্টে যাবে? বাপদাদা যদি আঞ্জাকারীর (ফরমানবরদার) লিস্ট বের করেন, তবে তুমি কোন্ লিস্টে থাকবে? নিজেকে তো নিজে জানো, তাই না? কারণ তোমরা সবাই তো হলে সর্ব খাজানার ট্রাস্টি, মালিক তোমরা। সুতরাং একটি সংকল্পও বাবার বরদান ছাড়া তোমরা ইউজ করতে পারো না। নাকি মনে করো যে, আমরা তো বালক তথা মালিক, সেইজন্য ব্যর্থ নষ্ট করলাম কি যেটাই করলাম, তাতে বাবার কী এসে যাবে! বাবা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন, এখন হিসাব নিচ্ছেন কেন? না। তোমরা প্রতিদিন বাবার কাছে বলে থাকো যে, সব কিছু তোমার, কিছুই আমার নয়। বলো কিনা? নাকি কোনো সময়ে আমার আবার কোনো সময়ে তোমার! আমাদের যখন তখন তো আমার, এমনিতে হলো তোমার... এই রকমের চাতুরী ক'রো না তো? ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে - নিজের আরামের সময়ও বিচার সাগর মন্থন করে বাচ্চাদের জন্য সময়কে নিয়োজিত করেছিলেন। রাত্রিকালেও রাত জেগে বাচ্চাদেরকে যোগের শক্তি দিতে থাকতেন। ব্রহ্মা বাবার চরিত্রের এই বর্ণনা তো নিশ্চয়ই শুনে থাকবে? ব্রহ্মার কাহিনী শুনেছো তো তোমরা নিশ্চয়ই? ফলো ফাদার করেছো নাকি কেবল শুনেছো? শোনা অর্থাৎ করা।

তো তৃতীয় কদম হলো সদা 'জী হাজির', সদা 'হজুর হাজির আর নাজির' (তিনি দেখছেনও)। কখনো ব্রহ্মা বাবার থেকে শিব বাবা আলাদা হননি, 'হাজির - নাজির' ছিলেন যে! বাচ্চারা বলেছে বাবা আর বাবা বলেছেন মিষ্টি বাচ্চারা। তো মনের স্থিতিতে সদা হাজির আর নাজির অনুভব করেছেন (উপস্থিতও আছেন আর দেখছেনও)। সেবাতে সদা 'জী হাজির' করেছেন। দিনে হোক, রাতে হোক, সেবার ডায়রেকশন পেলেন আর প্র্যাকটিক্যাল করলেন এবং কর্মে সদা 'যথা আশ্রিত' করেছেন। 'যথা আশ্রিত'র পাঠ পড়িয়েছেন না? তো তোমরা ফলো ফাদার করছো? কখনো হ্যাঁ আশ্রিত, কখনো না আশ্রিত করো না তো? তাহলে ভালোবাসার প্রমাণ দেখাও। এই রকম ভেবো না যে, বাবার সাথে আমার যতখানি ভালোবাসা রয়েছে আর কারও নেই। আমার হৃদয়ে দেখো, কী দেখাবো, কী শুনাবো... বাচ্চারা এই রকম গীত গেয়ে থাকে। কিন্তু প্রমাণ দেখাও। প্রমাণ হলো ফলো ফাদার। অতএব চেক করো - স্থিতিতে, সেবাতে, কর্ম অর্থাৎ সম্বন্ধ - সম্পর্কে (সম্বন্ধ ও সম্পর্কে আসাই হলো কর্ম) তিনটিতেই সদা ফলো ফাদার করছো? সব ফরমান (আদেশ) কেবল বুদ্ধি পর্যন্তই থাকে নাকি কর্মেও আসে? রেজাল্টে দেখা যায় যে, যদি বুদ্ধিতে আর বাণীতে ১০০ টা কথা থাকে তবে কর্মে আসে ৫০ টা। তবে তাদেরকে কি ফলো ফাদার বলবে? অসম্পূর্ণ রেজাল্ট থাকলে তাদেরকে কি ফলো ফাদারের লিস্টে রাখবো? তোমরা কি মনে করো? তারা কি আশ্রিতকারী (ফরমানবরদার)? নাকি তোমরা অর্ধেকই রাজি আছো? অল্প অল্প তফাৎ থাকলেও চলবে তোমাদের? প্রথম দিকে মালাও বানানো হতো গোন্ডেন - সিলভারের লিস্ট বানানো হতো। তো এখন আবার লিস্ট বের করবো? নাকি সিলভারে নাম আছে দেখে কপার হয়ে যাবে?

সময়ের সূচনা বাবা তো দিচ্ছেনই, কিন্তু প্রকৃতিও দিচ্ছে। প্রকৃতিও চ্যালেঞ্জ করছে, তো সময়ের কথা সামনে রেখে তোমরা অন্যদেরকেও সূচনা দিয়ে চলেছো। ভাষণের মাধ্যমে সবাইকে তোমরা বলছো যে, সময় এসে গেছে, সময় এসে গেছে। তো নিজেকেও সেটা বলে থাকো নাকি কেবল অন্যদেরকেই বলে থাকো? অন্যদেরকে বলাটা তো সহজ তাই না? তো নিজেও এই চ্যালেঞ্জকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো। সময় অনুসারে নিজের পুরুষার্থের গতি কেমন? বাপদাদা একটি কথায় মনে মনে মৃদু মৃদু হাসেন। কোন্ কথায় হাসেন জানো? একদিকে মেজরিটি বাচ্চারা কখনো কখনো এক সেকেন্ড এটা ভাবে যে, সময়ের কথা মাথায় রেখে পুরুষার্থে তীব্রতা হওয়া উচিত আর অন্য দিকে যখন মায়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেলে তখন পর মুহূর্তেই এটা ভাবে যে, 'এসব তো চলেই, এ তো মহারথীদের থেকেও পরম্পরায় চলে আসছে। তো বাপদাদা কী করবেন? রাগ তো করবেন না, তাই না? মৃদু মৃদু হাসবেন। আর এর বিশেষ কারণ হলো যে, সময়ে সময়ে পুরুষার্থকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে, ইজি করে নিয়েছে। স্বভাবকে ইজি করছে না, স্বভাবে টাইটই রয়েছে আর পুরুষার্থে ইজি হয়ে যায়। তারপর ভাবতে থাকে সহজ যোগ না! কিন্তু জীবনে, পুরুষার্থে ইজি থাকা - একে সহজ যোগ বলা হয় না। কারণ ইজি থাকলে শক্তি গুলি মার্জ হয়ে যায়, ইমার্জ হয় না। তোমরা সবাই নিজেদের ব্রাহ্মণ জীবনের আদি সময়কে স্মরণ করো। সেই সময় কেমন পুরুষার্থ ছিল? ইজি পুরুষার্থ ছিল নাকি অ্যাটেনশন যুক্ত পুরুষার্থ ছিল? অ্যাটেনশন যুক্ত ছিল, উৎসাহ-উদ্দীপনাদীপ্ত ছিল আর এখন অমনোযোগিতার ডানলপের বালিশ আর বিছানা পেয়ে গেছো। সাধন গুলি বেশি করে আরামপ্রিয় বানিয়ে দিয়েছে। তো নিজের আদি কালের পুরুষার্থ, আদি কালের সেবা আর আদি কালের উৎসাহ-উদ্দীপনা গুলিকে চেক করো - কেমন ছিল? আরামপ্রিয় ছিলে? (না) আর এখন একটু একটু হয়েছে? সাধন গুলি হলো সেবার জন্য, সাধন নিজেকে আরামপ্রিয় বানানোর জন্য নয়। তো এখন ডানলপের বালিশ আর বিছানাকে সরো। পটরানী, পটরানা (পট = মেঝে) হও। পালঙ্কেও যদি ঘুমাও তবুও স্থিতি যেন হয় পটরানী- পটরানা'র। দেখো, আদিতে সেবার সময়ে সাধন ছিল না, কিন্তু সাধনা কতো শ্রেষ্ঠ ছিল, যে আদির সাধনার ফলে এত এত বৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং সাধনার বীজকে বিস্তারে লুকিয়ে যেতে দিও না। বিস্তার যখন হয়, তখন বীজ লুকিয়ে যায়। তো সাধনা হলো বীজ, সাধন হলো বিস্তার। তো সাধনার বীজকে লুকিয়ে যেতে দিও না, এখন আবারও বীজকে প্রত্যক্ষ করাও।

বাপদাদা এই সীজনে কাজ দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ক'রোনি। স্মরণে আছে কি দিয়েছিলাম? নাকি খাতাতেই রয়েছে! কাজ দিয়েছিলাম যে, অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বিষয়ে নিজেও চিন্তা ভাবনা করো আর নিজেদের মধ্যেও চর্চা করো এবং প্র্যাকটিক্যালে এই সাধনার বীজকে প্রত্যক্ষ করাও। তাহলে করেছো? নাকি কেবল একদিন ডিবেট করে নিলে, ওয়ার্কশপ তো হয়ে গেল, কিন্তু ওয়ার্কে সেটা এলো না। তো বর্তমান সময়ানুসারে এখন নিজের সেবা বা সেবা স্থানের দিনচর্যা অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বানাও। এখন আরামের দিনচর্যা মিস্স হয়ে গেছে। এই অমনোযোগিতা শরীরের ছোট খাটো শরীর খারাপকেও বাহানা বানিয়ে নেয়। আগেও তো অসুখবিসুখ হতো তো না? কিন্তু সেবার উৎসাহ অসুস্থতাকে মার্জ করে দিতো। যখন মনের মতো কোনো সেবা চলে তখন কি শরীর খারাপের কথা মনে থাকে? যদি তোমাকে তোমার ইনচার্জ দিদি বলেন যে - না, তোমার শরীর ঠিক নেই, অন্য কেউ করে দেবে, তো করতে দাও কি? সেই সময় জ্বর কিন্বা মাথার যন্ত্রণা যেটাই থাকুক চলে যায় তাই তো? আর যখন সেটা পছন্দের কাজ না হয় তখন কী হবে?

মাথার যন্ত্রণাও চলে আসবে, পেটে ব্যথাও চলে আসবে। আগেও বলেছিলাম না যে, স্বপ্নের অজুহাত দেখালে তখন টিচার বলবে যে, থার্মোমিটার লাগাও, কিন্তু পেটে ব্যথার, মাথার যন্ত্রণার তো আর থার্মোমিটার নেই। মুড ঠিক না থাকলে তখন বলে দেয় যে, পেটে ব্যথা করছে। তো এ'সব হলো অমনোযোগিতার বাহানা। অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি মার্জ হয়ে গেছে আর বাহানাবাজি ইমার্জ হয়ে গেছে।

বাপদাদা দেখছিলেন যে, সকল বাচ্চারা অত্যন্ত স্নেহের সাথে মধুবনে পৌঁছে গেছে। তো স্নেহ তো দেখিয়েছে, তার জন্য অভিনন্দন তোমাদেরকে। বাপদাদারও বাচ্চাদের খুশী দেখে খুশী হয়। কিন্তু এরপর কী করতে হবে? কেবলমাত্র মধুবন পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে নাকি স্নেহের প্রমাণ দেখানোর জন্য ফরিস্তা রূপে সূক্ষ্মলোকে (বতনে) পৌঁছাতে হবে? কী করবে? মধুবনে পৌঁছে গেছো তার জন্য তো অভিনন্দন কিন্তু ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্মলোকে কখন পৌঁছাবে? চলতে ফিরতে তোমাদেরকে সকলে যেন ফরিস্তাই দেখে। কথাবার্তা, ওঠাবসা সবতেই ফরিস্তা হয়ে যাও। আর ফরিস্তার অর্থই হলো ডবল লাইট। তো দিনচর্যাতে লাইট হয়ো না, বরং সম্বন্ধ-সম্পর্কে, স্থিতিতে লাইট। তো লাইট হতে জানো নাকি বোঝা গুলোই তোমাকে টানছে? বাপদাদা স্নেহের প্রমাণ দেখতে চান আর যখন স্নেহের প্রমাণ দেবে তখন করতালি দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না, বরং মায়াও তখন হাততালি দেবে - বাঃ বিজয়ী বাঃ, প্রকৃতিও হাততালি দেবে। তো এখন কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসো।

এখন নিজেকে স্নেহের সাথে সাথে শক্তিশালী বানাও। নিজের পরিবর্তনে শক্তিরূপ হও। সহজ যোগী, সহজযোগী বলে উদাসীনতাকে নিয়ে এসো না। বাপদাদা দেখেছেন যে, নিজের প্রতি হোক, সেবার প্রতি হোক কিন্তু অন্যদের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা বা অমনোযোগিতা বেশী পরিমাণে চলে এসেছে। এই রকমটা ভেবো না যে সব চলে। একে অপরকে কপি ক'রো না, বাবাকে কপি করো। অন্যদেরকে দেখার অভ্যাস একটু বেশী হয়ে গেছে। নিজেকে দেখার ব্যাপারে অমনোযোগিতা এসে গেছে। বাপদাদা বলেছিলেন না যে কাছের দৃষ্টি (Short-sight) দুর্বল হয়ে গেছে আর দূরের দৃষ্টি (Long-sight) প্রখর হয়ে গেছে। তাহলে এখন কী করবে? সীজনের ফল কী দেবে? নাকি কেবল বাবা এলেন, মিলন হলো, মিলিত হলো, মুরলী শুনলাম - এটাই কি ফল? এক একটা সীজনের এক একটা ফল হয়ে থাকে না? তো এই সীজনের ফল বাপদাদাকে ভোগে কী নিবেদন করবে? যখন ভোগ নিবেদন করো তখন তাতে ফলও তো রাখো তাই না? সেগুলো তো বাজারেই পাওয়া যায়, সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। এখন এই সীজনের কী ফল ভেট করবে যেটাকে ভোগে নিবেদন করবে? নিবেদন করবে নাকি পারা কঠিন? তাহলে দেখবো নম্বর ওয়ান ভোগ কোথা থেকে আসছে। খুব ভালো ভালো প্রতিজ্ঞা তো করে যাও, কখনো না করো না তোমরা তার জন্য, সব সময় হ্যাঁ-ই করে থাকো। খুশী করে দিয়ে থাকো। কিন্তু এখন কী করবে? টিচার নম্বর ওয়ান ভোগ লাগাবে তো না? সব সেন্টারের ভোগ দেখবো। প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে তারা ভোগ নিবেদন করে থাকো তো? নাকি নিজেই খেয়ে নাও? তো এটা ভেবো না যে, কেবল সেন্টারে যারা থাকে এটা তাদেরই কাজ? সকলের কাজ। তো আঞ্জাকারীর (ফরমানবরদার) কদমকে প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আসতে হবে।

চতুর্থ কদম হলো - বিশ্বস্ত। কখনোই মন থেকে বা বুদ্ধিতে, সংকল্পেও বাবার অবিশ্বস্ত হয়ো না। বিশ্বস্তের অর্থই হলো সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। সংকল্পেও যেন দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের পদার্থ বা কোনো দেহধারী ব্যক্তি আকর্ষণ না করে। যেমন যখন স্বামী - স্ত্রী পরস্পরের বিশ্বস্ত হয়, তখন স্বপ্নেও যদি দ্বিতীয় কারো কথা মনে পড়ে যায়, তবে তাকে বিশ্বস্ত বলা যাবে না। তো ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, সংকল্প পর্যন্তও অন্য কোনো দিকে যেত না। একমাত্র বাবাই হলেন সব কিছু। একেই বলা হয় বিশ্বস্ত। যদি পদার্থের প্রতিও আকর্ষণ রয়েছে, সাধন (সুযোগ সুবিধার উপকরণ) গুলির প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, তবে সাধনা খন্ডিত হয়ে যায়, বিশ্বস্ততা খন্ডিত হয়ে যায়। আর খন্ডিত কখনোই সম্পন্ন, পূজ্য বলে গণ্য হয় না। সুতরাং চেক করো যে, সংকল্পেও কোনো আকর্ষণ অবিশ্বস্ত বানিয়ে দিচ্ছে না তো? যদি এতটুকুও কারো দিকে বিশেষ টান অনুভব হয়, সামান্যও পার্সোনাল টান থাকে, তার গুণের প্রতি হোক, কিন্তু সেবার প্রতি, ভালো সংস্কারের প্রতিও যদি এক্সট্রা প্রভাবিত হয়ে যাও, তবে বিশ্বস্ত বলা যাবে না। সকলের বিশেষত্বের প্রতি, অসীম জগতের বিশেষত্বের প্রতি আকর্ষণ থাকা সেটা হলো অন্য ব্যাপার। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি আকর্ষণ থাকলে তবে বিশ্বস্ততার লিস্ট থেকে খন্ডিত হয়ে যাবে। অতএব চেক করো যে, খন্ডিত মূর্তি নই তো? পূজ্য হতে পেরেছি? কোথাও এক্সট্রা আকর্ষণ বা টান নেই তো? সংকল্পেও যেন টান না থাকে। বাচা - কর্মণার কথা তো বাদই দাও। কিন্তু সংকল্পেও যদি রয়েছে, তবে খন্ডিত'র লিস্টে চলে যাবে। তো চেক করতে পারো তো না? আচ্ছা।

বরদান:-

সাক্ষী ভাবের স্থিতির দ্বারা হীরোর ভূমিকা পালনকারী সহজ পুরুষার্থী ভব

সাক্ষী ভাবের স্থিতি ড্রামার মধ্যে হীরোর ভূমিকা পালন করতে সহযোগী হয়ে থাকে। যদি সাক্ষী ভাব না থাকে, তবে হীরোর পার্ট প্লে করতে পারবে না। সাক্ষী ভাব অর্থাৎ দেহ থেকে ডিট্যাচ, আত্মা মালিক ভাবের

স্টেজে স্থিত থাকবে। এমনকি নিজের দেহের প্রতিও সাক্ষী, মালিক। এই দেহকে দিয়ে কর্ম করাবে, এই রকম সাক্ষী স্থিতিই সহজ পুরুষার্থের অনুভব করায়। কেননা এই স্থিতিতে কোনো প্রকারেরই বিঘ্ন কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে না। এটাই হলো মূল অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারাই লাষ্টে বিজয়ী হবে।

স্লোগান:- ফরিস্তা হতে হলে নিজের সকল রিস্তে অর্থাৎ সম্বন্ধ এক প্রভুর সাথে জুড়ে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসের নতুন নতুন ইনভেনশন (কৌশল) বের করো, সেবার বিস্তার করো, সেবাক্ষেত্রে মাতাদেরকে সামনে এগিয়ে দেওয়াই হলো সফলতার সাধন”

- *প্রশ্ন:- কিরকম ম্যানার্সের (আচরণ) সাথে কথা বললে তোমরা তোমাদের অথোরিটি (প্রাধিকার) সিদ্ধ (প্রমাণ) করতে পারবে?
- *উত্তর:- যখন কোনও গুরুজনের সাথে কথা বলবে তখন ‘আপনি-আপ্তে’ করে কথা বলবে। তুই-তুই করে নয়। এটাই হলো ম্যানার্স (ভদ্র-আচরণ)। তোমরা তোমাদের অথোরিটি বজায় রেখে কথা বলবে কিন্তু সম্মান অবশ্যই দেবে। স্কুলেও এই ম্যানার্স শেখানো হয়। ২ - কখনো অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কথা বলবে না। জ্ঞানের নেশায় ভরপুর হয়ে সর্বদা হাসি-খুশিতে থাকো। হাসি-খুশি চেহারাও অনেক সেবা করে।
- *গীত:- আজকের এই মানুষের এ কী হয়ে গেছে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের এটা বোঝানো হয়েছে যে সমস্ত আত্মাই এখন অত্যন্ত পাপী হয়ে গেছে। ভালো ভালো বাচ্চারা আহ্বান করে বলে যে পাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাপের কারণেই মানুষ পতিত হয়ে যায়। স্মরণও করতে থাকে যে পাপ আত্মাদেরকে পুণ্য আত্মা বানানোর জন্য হে পতিত-পাবন এসো। এটা যদি পতিত দুনিয়া হয় তাহলে অবশ্যই কোনো পাবন দুনিয়াও আছে। নিরাকারী দুনিয়াকে পাবন দুনিয়া বলা যায় না। সেটা হলো শান্তিধাম। পতিত আর পাবন দুনিয়া হলো মানুষের জন্য। কলিযুগী দুনিয়া হল পতিত আর সত্যযুগী দুনিয়া হল পাবন। পতিত-পাবন বাবা-ই পাবন দুনিয়া স্থাপন করেন। বিদ্বান-পন্ডিতেরা শাস্ত্র বানিয়েছে, নাম রেখে দিয়েছে ব্যাসের। যিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার নাম তো চাই, তাই না। সাধারণ মানুষ তো জানেই না যে শাস্ত্র কবে বানানো হয়েছে? এটা তোমরা বাচ্চারাই জানো যে সত্যযুগ ত্রেতাতে শাস্ত্র ইত্যাদি থাকবে না। সেখানে ভক্তি মার্গের কোনও চিহ্ন নেই। বাবা জ্ঞানের দ্বারা জিন্দাবাদ করেছেন। জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্ম জিন্দাবাদ হবে, পুনরায় মায়া এসে মৃত (মুর্দা) বানিয়ে দেয়। এটা হলো মৃতদের দুনিয়া, যাকে কবরখানা বলা যায়। এই সময় এই দুনিয়া হলো ঘোর কবরখানা। সকলেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারে। মহাভারতের যুদ্ধে সম্পূর্ণ কবরস্থান হয়ে যায়। অন্যান্য যুদ্ধে এইরকম হয় না। ভাগবতে লেখা আছে - জ্ঞান সাগরের সকল বাচ্চারাই কবরস্থ হয়ে যায়। মায়া কাম চিতাতে বসিয়ে সবাইকে ভল্লীভূত করে দিয়েছে। সবাই এখন কবরস্থ হয়ে গেছে। মুসলমানদের কোরানেতে লেখা আছে - সবাই কবরস্থ হয়ে যায়। যখন বিনাশের সময় আসে, তখন তাদেরকে জাগানোর জন্য আল্লাহ আসেন। কবরস্থানকে পুনরায় পরিস্থান বানাতে আসেন। বাবা বলেছেন যে বিড়লা মন্দিরেও লেখা আছে যে - তিনি এসে দিল্লিকে পরিস্থান বানিয়েছিলেন। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ কবরস্থানকে পরিস্থান বানিয়ে ছিলেন। প্রলয় তো হবেনা, কিন্তু অনেকেই মারা যাবে। সত্যযুগে অনেক কম মানুষ থাকে। একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম থাকে। আজকে যে গান শুনলে, সেখানে এই রকম অবস্থা হবে না। স্বর্গে কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না। এখানে তো কত দুঃখ দেয়। একে-অপরকে খুন করে দেয়। বাবার কাছে সমাচার তো আসে, তাই না। কোনো ব্যক্তি অন্যের স্ত্রী-র প্রতি আসক্ত হলে নিজের স্ত্রীকে শেষ করে দেয়। বিষ খাইয়ে দেয়। এটা হলই পতিত দুনিয়া, তবেই তো গাইতে থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। কিন্তু নিজেকে পতিত মনে করে না। কাউকে যদি বলে যে তুমি হলে পতিত, তাহলে সে মর্মাহত হবে। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমরাও পতিত ছিলাম। বাবা পাবন বানাচ্ছেন। এখন এটা সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে বলতে হবে যে শিব বাবা পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাচ্ছেন। যাঁর জয়ন্তী তোমরা পালন করে থাকো, তিনি এসে গেছেন। আসলে আগে যেটা নিয়ম ছিল - নতুন কিছু ইনভেনশন করা হলে সেটা আগে রাজাকে বলা হত। তিনি সেই বিষয়টাকে গ্রহণ করে দেখতেন। এখন তো রাজা নেই। এই ইনভেনশন সবাইকে বলতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা রেজ্যুলেশন পাশ করে, সহস্রাধিক মানুষের সহি নিয়ে গভর্নেন্টকে জানাতে হবে। ইনভেনশনকে জন-সমক্ষে প্রচার করার জন্য হাইয়েস্ট অথোরিটিকু (সর্বোচ্চ আধিকারিকের) জানাতে হয়। তারপর তারা তার ব্যবস্থা করে। তো তোমাদেরকেও এইরকম করতে হবে। সামনে যার জন্মদিন আসছে, তার সম্বন্ধে বোঝাও। যেদিন যার উৎসব আছে, সেই দিন তার বিষয়ে বোঝাও তাহলে সবাই বুঝবে। তখন তাদের কাছে এই কথা গুলি স্পষ্টতঃই সঠিক মনে হবে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে বাবা এসেছিলেন। ভারত, যা উষ্ণ থেকেও উষ্ণতম ছিল, সোনার পাখি ছিল, সেই ভারত এখন কড়ি-সম হয়ে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মা পুনরায় এই ভারতকে হিরের মত বানাচ্ছেন।। ব্রহ্মার দ্বারা এই জ্ঞান প্রদান করছেন।

তোমরা বোঝাতে পারো যে - বাস্তবে প্রত্যেক মানুষ হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। সারনেম (উপাধি) হলো এটা। ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা হয়। তারপর দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এই সকল বংশতালিকা তৈরি হয়ে যায়। তো তোমরা এই সকল উৎসব গুলির উপরে ভালোভাবে বোঝাতে পারো। দীপাবলী আসে। এটা তোমরা জানো যে এখন প্রত্যেক ঘরে-ঘরে ঘোর অন্ধকার ছেয়ে গেছে। জ্ঞান সূর্য প্রকটিত হলে অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হবে। এখন স্পষ্টতঃই হল ঘর অন্ধকার। বাবাকে জেনে গেলেই সকলের জ্যোতি জাগ্রত হয়ে যায়। তাঁকে বহিঃ বলা হয়। তো এইরকম মুখ্য পর্বের উপরে তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। তোমরা গভর্নেন্টকেও বোঝাতে পারো। মুখ্যতঃ তোমাদেরকেই এখন এগিয়ে যেতে হবে। মাতাদেরকে সামনে রাখতে হবে। এতে পুরুষদের যেন লজ্জা না আসে। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কিভাবে অন্যদেরকে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগাবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সকলের সাক্ষর সংগ্রহ করে তারপরে বোঝাও। বাস্তবে তোমরা সকলেই হলে শিবের সন্তান। এমন নয় যে তোমরা সবাই হলে শিব! বাবা তো হলেন এক। তিনি হলেন রচয়িতা, পতিতদেরকে পাবন বানান। একটা মেমোরেন্ডাম (স্মারকলিপি) বানাতে হবে। তোমাদের মধ্যে যিনি বড় এবং মুখ্য, তাকে বলতে হবে। তোমরা তো সাধারণ মানুষকে অজ্ঞান অন্ধকার থেকে জাগাচ্ছে, সাধারণ মানুষ মনে করে যে গঙ্গাতে স্নান করলে পাবন হওয়া যায়। কিন্তু গঙ্গা তো পতিত-পাবনী নয়। পতিত-পাবন হলেন এক নিরাকার। জ্ঞানের বর্ষণকারী তিনি হলেন জ্ঞান সাগর, বাদবাকি এসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। বাচ্চারা এখন তোমাদের অথোরিটি প্রাপ্ত হয়েছে। শাস্ত্রে লেখা আছে কুমারীদের দ্বারা জ্ঞানবাণ চালিয়েছিলেন। ভালো ভালো বাচ্চারা এই কাজ করতে পারবে। ভাষণ ইত্যাদি করতে পারবে। সেনাদের মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারে তো আছে তাই না। বার্তালাপ করার জন্যও ম্যানার্স চাই। বড়দের সাথে সর্বদা আপনি-আপ্তে করে কথা বলতে হবে। কিন্তু অশিক্ষিত বাচ্চারা আপনি করে বলার পরিবর্তে তুই-তুই করে কথা বলে। পড়াশোনার দ্বারাও ম্যানার্স আসে। সর্বোপরি ভালো টিচার্স ভালো ভাবে শিক্ষা প্রদান করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য বানান। ক্যারেক্টার্সও রেজিস্টারে লেখে। আজকালকার দিনে এত ভালো চরিত্রবান তো নেই বললেই চলে। সমগ্র দুনিয়াই নোংরায় পরিপূর্ণ। গানে শুনেছো না যে - এখন কি অবস্থা হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে - অহো এ আমাদের ভারত কে বলবে? ভারত স্বর্গ ছিল। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় যে এসব হলো কল্পনা। তারা তো জানেই না যে স্বর্গ কেমন হয়! হ্যাঁ, তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসবে, যারা দেখে খুশি হবে। এই চিত্রগুলি খুবই ভালো। পান্ডবদের বড় বড় মূর্তি বানায়। এত বড় কেউ খোড়াই ছিল! রাবণের মূর্তি ১০০ ফুট লম্বা বানায়। দিন-প্রতিদিন লম্বায় বাড়তে থাকছে। রাবণের আয়ু অনেক বড় হয়ে গেছে। রাবণ এসেছে ২৫০০ বছর হয়ে গেছে। তো তোমরা দশহরার দিনেও খুব ভাল করে বোঝাতে পারো। এটা হল রাবণের রাজধানী, একে ডেভিল ওয়ার্ল্ড বলা যায়। সংবাদ পত্রেও কেউই লিখেছিল যে এটা হলো রাক্ষসী দুনিয়া। যদি কেউ বলে - তোমরা একে আসুরিক রাজ্য কেন বলছো? বলা - কেউ একজন সংবাদ পত্রেও রাবণ রাজ্য বলেছিল। বাবাও যখন এসেছিলেন তখন বলেছিলেন যে এটা হল আসুরিক দুনিয়া। দৈবী রাজ্য তো সত্যযুগে হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এইরকম যুক্তি বের করতে হবে।

এইম্ অবজেক্ট ক্লিয়ার আছে। বাইরে বোর্ডেও এইম্ অবজেক্ট লেখা আছে। কোনও স্কুলে অন্ধশ্রদ্ধার কথা হয় না। যেসকল সংসঙ্গ আছে সেখানে বেদ ইত্যাদি সব অন্ধশ্রদ্ধার সাথে শোনে। অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। এখন বাবা বলছেন - হে ভারতবাসী, তোমরা বড় বড় বেদ উপনিষদ ইত্যাদি কবে থেকে পড়ে আসছো? সত্যযুগ থেকে তো বলবে না। সেখানে এইসব ভক্তিমার্গের রীতি নেই। একে ভক্তি কাল্ট (ভক্তির সংস্কৃতি) বলা যায়। অর্ধেক কল্প ব্রহ্মার রাত ভক্তি মার্গ থেকে শুরু হয়। ভগবান অবশ্যই আসেন তবেই তো শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। না হলে তো সেই নিরাকার কিভাবে আসবেন? অবশ্যই শরীরের আধার নিয়ে আসবেন। তোমরা জানো যে শিববাবা ব্রহ্মার আধার নেন। তাঁকে ভারতেই আসতে হয়। বাবার জন্মও ভারতেই হয়। ব্রহ্মারও ভারতেই হয়। বাবা বিরাট রূপের জন্যও বুঝিয়েছেন। এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হল শীর্ষ। এখন প্র্যাক্টিক্যালি তোমরা আছো তাই না। আমাদের ব্রাহ্মণদের উপরে শিববাবা আছেন, তাই ব্রহ্মার তনকে দেখাতে হয়। এই সরস্বতী আর এই ব্রাহ্মণ কুল পুনরায় দেবতা কুলে, ঋত্রিয় কুলে এত-এত জন্ম নেয়। একদম ক্লিয়ার অ্যাক্যুরেট তৈরী হতে পারে। ব্রহ্মার রাত, সরস্বতীর রাত, ব্রহ্মাবংশীদেরও রাত। দিনে আবার সবাই ব্রাহ্মণ তথা দেবতা তৈরী হয়। বাচ্চাদেরকে পয়েন্টস্ তো অনেক দেওয়া হয়, ধারণ করতে হবে। এমন নয় যে, এক কান দিয়ে শুনলে, বাইরে বের হলে সব ভুলে গেলে। যেরকম অন্যান্য সংসঙ্গে কাহিনী ইত্যাদি শুনে বাড়ি চলে যায়। এখানে তো তোমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। তোমরা জেনে গেছো এই পড়াশোনার দ্বারা আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। সেখানে কোনও এইম্ অবজেক্ট নেই।

বাবা তো অনেক বোঝান কিন্তু কোনও বিরল বাচ্চাই বেরিয়ে আসে। কিছু কিছু তো ড্রেটারও (বিশ্বাস ঘাতক) বেরিয়ে

আসে। বোঝাতে হবে যে এটা হলো যুদ্ধের ময়দান। মায়া হলো অত্যন্ত শক্তিশালী। অনেকেই ফেল হয়ে যায়। এটাও হলো ডামার খেলা। সবাই খোড়াই উইন (জয়ী) করতে পারবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা মায়া বাবলের কাছে পরাজিত হয়েছি। এটা হল হার আর জিতের খেলা। মায়ার কাছে হেরে গেলে পরাজয়। তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছি। এই নেশা স্থায়ী রাখতে হবে। নেশা কেটে যায় কেন? তোমরা বিশ্বের রচয়িতা বাবার কাছে পড়ছো! নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হচ্ছে! এরকম খোড়াই হয় যে স্টুডেন্ট শিক্ষা আর শিক্ষককে ভুলে যায়। তাহলে এখানে কেন ভুলে যাও? ঘরে ফিরে যাওয়ার পর একদম ভুলে যাও। এখানে অত্যন্ত নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে থাকে। কতোই না প্রেমের অশ্রু ঝরাও, তারপর এখান থেকে বাড়ি গেলে তখন একটা চিঠিও লেখোনা। অনন্য বাচ্চা, যারা পাণ্ডা হয়ে আসে, তারাও ভুলে যায়। অন্ততপক্ষে সেবার সমাচার তো লেখো - বাবা, আমি আপনার সেবাতে তৎপর আছি। না হলে বাবা বুঝে নেন যে মায়া কবরস্থ করে দিয়েছে। বুদ্ধিও বলে যে এমন বাবা, যিনি বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, তাঁকে তো নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা মাসের পর মাস.. স্মরণই করে না, পত্রও লেখে না। মায়া কয়েকজনকে তো একদমই মৃত বানিয়ে দেয়। জীবিত অবস্থাতেই চিঠি লেখোনা, মরে গেলে তো আর কোনও কথাই নেই। বাবাও চিঠি তখন লিখবেন, যখন বাচ্চা নিজে লিখবে। যারা বাবাকে স্মরণ করবে তারাই কর্মাজীত এভারহেল্ডী হবে। বাবার বর্ষা তো অবশ্যই স্মৃতিতে থাকা চাই। স্থায়ী নেশাতেও থাকতে হবে। বাচ্চারা, স্মরণের দ্বারাই এইসময় তোমাদের মুখ মিষ্টি হয়। জেনে গেছো যে সৃষ্টির রাজ্য রূপী মাখন আমাদেরই প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখায়। মাখন অর্থাৎ বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য। মালিকানার মধ্যেও পদমর্যাদা থাকে। যে যত করবে, সে তত পাবে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। পরমপিতা বলে থাকে, তাই না। তো পিতার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। মাতা পিতা চাইলে তবেই বাচ্চার জন্ম হবে, তারপর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বলেও থাকে যে তুমি মাতা পিতা আমি বালক তোমার। তোমার সহজ রাজযোগ শিক্ষণের দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক হই। বোঝাতে হবে যে তিন প্রকার সেনাবাহিনী তো অবশ্যই দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি যাদের হয়েছিল, তারা তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ভগবানের সাথে যাদের প্রীত বুদ্ধি ছিল তারা তো স্বর্গের মালিক হয়েছিল। আমাদের দায়িত্ব হল এই বার্তা গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেসমস্ত বড় বড় অফিসাররা তোমাদের সাথে মিলিত হয় তাদের থেকেও সহি নিতে পারো, তাহলে তারাও খুশী হয়ে যাবে। এটা তো তোমরা খুব ভালো কাজ করছো। পরিশ্রম করো। এতে অবসর সময়ও চাই, যখন তোমরা নিজেদের দেখাশোনা করতে পারবে। সার্ভিস বৃদ্ধি করার জন্য তো অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে কোথা থেকে অহংকার চলে আসে বা অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার কারণে নিজেদের অনেক ক্ষতি করে দেয়। জ্ঞানের নেশায় ভরপুর হয়ে সর্বদা হাসিমুখে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এইম অবজেক্ট-কে সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না।

২) বিশ্ব রচয়িতা বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আমরা হলাম তাঁর স্টুডেন্ট - এই নেশায় থাকতে হবে। সার্ভিসের ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি বের করে তাতে বিজি (ব্যস্ত) থাকতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার দেওয়া খাজানাগুলিকে মনন চিন্তন করে নিজের বানিয়ে সদা হাসি-খুশি, সদা নিশ্চিন্ত ভব বাচ্চারা তোমাদের মনন বা সুমিরণ করার চিত্র ভক্তি মার্গে বিষ্ণুকে দেখানো হয়েছে। সাপের শয়্যা বানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বিকার অধীন হয়ে গেছে। মায়ার কাছে হেরে যাওয়ার, যুদ্ধ করার কোনো চিন্তা নেই, সদা মায়াজিত অর্থাৎ নিশ্চিন্ত। প্রতিদিন জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্ট স্মৃতিতে রেখে মনন করো তাহলে অনেক মজা আসবে, সদা হাসি-খুশীতে থাকবে কেননা বাবার দেওয়া খাজানা মনন করলে নিজের বলে অনুভব হবে।

স্নোগানঃ:- স্ব-পরিবর্তক হলোও সে - যার অন্তরে সদা এই শুভ ভাবনা ইমার্জ থাকে যে - বদলা নয়, নিজেকে বদল (পরিবর্তন) করে দেখাতে হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভোলানাথ বাবা এসেছেন ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করতে, তাদের আসা-যাওয়ার প্রভেদ শুনিয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রদান করতে"

*প্রশ্ন:- ২১ জন্মের জন্য রাজপদ-প্রাপ্তি কোন্ বাচ্চাদের হয়ে থাকে? প্রজায় কারা যায়?

*উত্তর:- যারা প্রকৃত সন্তান হয়ে বাবার কাছে পুরোপুরি বলিপ্রদত্ত হয়ে যায় তাদের রাজপদ প্রাপ্ত হয়, আর যারা সৎ (বৈমাত্র্যে) সন্তান হয়, বলিপ্রদত্ত হয় না তারা ২১ জন্মের জন্য প্রজায় চলে যায়। তোমরা শ্রীমতে চলে নিজের যোগবলের দ্বারা রাজতিলক প্রাপ্ত করো। এখানে অস্ত্র-শস্ত্রাদির কথা নেই। তোমাদেরকে বুদ্ধিযোগের শক্তির দ্বারা মায়াজিৎ-জগতজিৎ হতে হবে।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি । দেখো, কি বলেন? ভক্তদের রক্ষা করেন যিনি। তাহলে অবশ্যই ভক্তরা কোনো দুর্বিপাকে পড়েছে। ভক্তদের রক্ষাকর্তা। রক্ষা কাদের করা হয়? যারা বিপাকের মধ্যে আটকে রয়েছে। সেই ভক্তদের রক্ষক হলেন শিববাবা। ভক্তদের ভক্তির ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। পরিশ্রম তো করতে হয়, তাই না ! নিয়ম বলে, পুরুষার্থের দ্বারা প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হয়। এখন এই দুনিয়ায় পুরুষার্থ করান যারা, তারা সকলেই হলো আসুরীয় সম্প্রদায়ের। বাস্তবে পুরুষার্থ করানোর জন্য ভালো কাউকে চাই। প্রকৃত পুরুষার্থ কেবল একমাত্র ভোলানাথ বাবাই করাতে পারেন। শরীরের লৌকিক মা, বাবা, টিচার সকলেই পার্থিব জগতের পুরুষার্থ করায়। অসীম জগতের নলেজ কেউ দিতে পারে না। কেউ অবশ্যই ব্যারিস্টার-জজ হবে, আবার পরজন্মে নতুন করে পুরুষার্থ করতে হবে। ব্যারিস্টারী তো বজায় থাকবে না। প্রালঙ্ক(ফল) কিছুই তৈরী হয়নি। গুরুও কিছু শেখায়, শাস্ত্র শোনায় কিন্তু সেও অল্পকালের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রালঙ্ক তো কিছুই তৈরি হয়নি। তারপর পরজন্মেও গুরু করতে হবে। এই ভোলানাথ হলেন সদ্ধুরু। সদ্ধুরু সর্বদা সত্যই বলে থাকেন। তিনিই এসে সত্য কথা শোনান। এ হলো সদ্ধুর মত যার দ্বারা মুক্তি- জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ হলো নর-কে নারায়ণে পরিণত করার মং। ভোলানাথ আসা-যাওয়ার, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বসে বলে থাকেন। আর কেউ মুক্তি, জীবনমুক্তিধামকে(স্বর্গ) জানেই না। মুক্তিধামের মালিক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি পরমধামে থাকেন। এখন বাচ্চাদের মং প্রাপ্ত হয়। বাবা বার-বার বুঝিয়েছেন যে তিনি হলেন বাবা-টিচার-গুরু। শ্রীকৃষ্ণকে বাবা-টিচার-সদ্ধুরু কেউ বলবে না। বাবা যখন প্রকৃত রাস্তা বলে দেন তখন অসত্য পথ পরিত্যাগ করা উচিত। গুরু (প্রথা) শুরু হয় দ্বাপর থেকে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় গুরু থাকে না। গুরু-মাতা জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে স্বর্গ বানিয়েছে পুনরায় ওখানে গুরুর দরকার নেই। এখন দেখো -- বাচ্চারা , তোমাদের কত ভালো মং নিয়ে থাকি। সকলকে বাবা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন যে ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো আর পুনরায় এরকম শ্রীকৃষ্ণের মতন দেবতা হও। আমরা জানি -- এই শ্রীকৃষ্ণ মায়াজিৎ হয়ে জগৎ জিৎ অর্থাৎ জগতের প্রিন্স হয়েছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণের চিত্র হাতে নিয়ে বোঝাবে) তোমরা কন্যারা জানো যে আমরা যুদ্ধের ময়দানে রয়েছি। মায়াজিৎ-জগতজিৎ হতে হবে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ যিনি আবার শ্রীনারায়ণ হয়েছেন আর ওঁনার সাথে আরও সমগ্র রাজধানী ছিল তাহলে তারা সকলে অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে ছিল, যারা মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করেছিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে এই শ্রীকৃষ্ণ নিজের অন্তিম জন্মে যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। তেমনই এখন এও যুদ্ধের ময়দানে রয়েছেন। তোমরাও যুদ্ধের ময়দানে রয়েছো। ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে তোমাদের এরকম হতে হবে। একে বলা হয়ে থাকে নারায়ণী নেশা। মায়াজিৎ-জগৎজিৎ হতে হবে। কত সহজ কথা। কেবল একজন দ্রৌপদী তো ছিল না। সমস্ত মাতারাই হলো দ্রৌপদী। সত্যযুগে সকলকে নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ওখানে কেউ বিকারে যায় না। বলে থাকে -- অবশ্যই তাহলে বাচ্চার কিভাবে জন্ম হবে? আরে, সে তো হলো পবিত্র দুনিয়া। তোমরা সন্ন্যাসীরা ঘর-পরিবার ত্যাগ করো তখন আবার দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যায় কি ? দুনিয়া তো বাড়তেই থাকে। সন্ন্যাসীরা জানে পবিত্রতা ভালো। বিকারের সন্ন্যাস তো ভালো। সন্ন্যাস যারা নেয় তাদেরকে যারা সন্ন্যাসগ্রহণ করে না তারা মাথা নত করে গুরু হিসেবে মানে। ওই প্রকৃত সদ্ধুর দ্বারা এই মাতারা গুরু হয়, যাদের বিজয়মালা রচিত হয়েছে। বাবা বলেন -- তোমরা পড়াশোনা করে পদপ্রাপ্ত করো। এখন বাবা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন -- শ্রীকৃষ্ণের মতন হওয়ার জন্য। সমগ্র রাজধানী তাদের। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো থাকবে, তাই না ! এখন তো না রাজা-মহারাজা বলতে পারবে, না প্রিন্স-প্রিন্সেস। এখন তোমাদের বাবার দৈবীমত প্রাপ্ত হয়। এখন মাতাদের জ্ঞান-কলস প্রাপ্ত হয়েছে। এই বাচ্চারা অমৃত পান করিয়ে অসুরদের দেবতায় পরিণত করে। দেবতারা পুরোনো দুনিয়ায় খোড়াই রাজ্য করবে। নতুন দুনিয়াও রচিত হচ্ছে। সেইজন্য বাচ্চারা, এখন তাড়াতাড়ি

করো। এখনো বিকারের বন্ধন, আবার দ্বিতীয় হলো কর্মবন্ধন। এর থেকে মুক্ত হতে শ্রীমতা অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো, অশরীরী হও। এরকম নয় যে আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। আর কোনো জ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয়েছে, সমাহিত হবেই। আত্মা সমাহিত হয়ে গেলে জড় হয়ে যাবে। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীরকে বিনাশী বলা হয়ে থাকে। আত্মা আমার সাথে যোগাযোগ যুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যায়। তারপর শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। তা পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর পবিত্রত্বের দ্বারা পবিত্র শরীর রচিত হবে। এই শরীর পূজনযোগ্য হতে পারে না। পূজ্য তো কেবল দেবতারাই হয়। তাঁদের উপর ফুল অর্পণ করতে পারা যায়। তাঁদের শ্রী-শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। শ্রী-শ্রী দুইবার কেন বলা হয়ে থাকে? কারণ সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, তাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই হলো পবিত্র। তাদেরকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হবে। চন্দ্রবংশীরা হলো ১৪ কলার তাই চন্দ্রবংশীয়দের কেবল শ্রী বলা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হয় -- শ্রী-শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী-শ্রী নারায়ণ। ওনারা হলেন মহারাজা-মহারানী আর রাম-সীতা হলেন রাজা-রানী। নান্দারের অনুক্রমে যে যেমন তৈরি হয় তাদের তেমনই উপাধি প্রাপ্ত হয়। এখানেও মহারাজারা আর রাজারা রয়েছে। বড়কে মহারাজা বলা হয়ে থাকে। রাজারা মহারাজাদের সামনে মাথা নত করবে। মহারাজা হলো প্রথমে। রাজা হলো পরে। তাহলে এখন শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। শ্রী শ্রী জগদ্রুপ। এ হলো রুদ্রমালা, তাই না ! জগতের মালিকও হলেন তিনিই। টিচারও হলেন তিনিই, তো গুরুও হলেন তিনিই। এমন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তারা বলে -- বন্ধন থেকে কেউ মুক্ত করো। (তোতার মতন) আরে, ভগবান বলেন এখন আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি, তোমরা কেবল আমার আঙ্গুল ধরো। তিনি যা বলেন তাই করো, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এই কবরখানাকে আর কি স্মরণ করবে। থাকতে অবশ্যই এখানে হবে কিন্তু কেবল বুদ্ধিযোগ ওখানে যুক্ত করতে হবে। একেই বলা হয়ে থাকে শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করা। নষ্টমোহও হতে হবে। তিনি হলেন পতিদেরও পতি, পিতারও পিতা, গুরুও গুরু। তাই এমন(শ্রীকৃষ্ণ) হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। কল্প পূর্বেও পুরুষার্থ করেছিলে আর সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন হয়েছিল। পুনরায় হতে চলেছে। এতে পবিত্র থাকতে হবে। স্বামী যে সেবা বলে, তা তোমরা করো এছাড়া কেবল পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্র না হলে তখন বৈকুণ্ঠের মালিক হতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন বাবা এসে তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়ে দেন। পতিতদের পবিত্র করেনও তিনিই। জগতের মালিকও হলেন তিনিই।

এখন তোমরা কন্যারা জ্ঞানধনের দ্বারা মনুষ্যদের দেবতায় পরিনত করো। এ হলো নলেজ। বুদ্ধিতে কত আলো এসে গেছে। আর কারোর এই নলেজ নেই। সকলেই দুয়ারে-দুয়ারে ধাক্কা খেতে থাকে। এখানে আমাদের বাবা কত সাইলেন্সে বসিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন -- মৃত-সম হয়ে গেলেও তথাপি বসে শোনো। জ্ঞান-অমৃত মুখে থাকে, শিববাবার স্মরণ থাকে তবেই যেন প্রাণ দেহ থেকে নির্গত হয়। তারপর অস্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। নাহলে না বিকর্ম বিনাশ হবে, না মোহজিৎ হতে পারবে। শুধু শুধুই ভক্তির ফল নষ্ট করে দেবে। সকলেই হলো ভক্ত, তাই না! মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। রক্ষাকর্তা হলেন ভোলানাথ শিব। রক্ষা করতে এসেছেন সেইজন্য ওঁনার রায় অনুসারে চলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের কূলে যেতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন ফুল পাশ (পুরোপুরি উত্তীর্ণ), সম্পূর্ণ চন্দ্রমা। যখন চন্দ্রবংশীয়দের সময় আসে তখন তারা নিজেদের রাজ্য নিয়ে নেয়। তাহলে অনুত্তীর্ণ কেন হবে? ফুল পাশ হতে হবে তাই পুরুষার্থ করো। ভয় পাওয়ার মতন কাজ নয়। নির্ভয়-বৈরিতাহীন হতে হবে। বোঝাতে তো হবে, তাই না ! যারা বলে ভগবান সর্বব্যাপী তারাই ভারতকে এমন দুর্দশায় নিয়ে এসেছে। ভগবান তো হলেন একজনই ভোলানাথ, যিনি হলেন সকল ভক্তদের রক্ষাকর্তা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন এখানে রয়েছে। এখন কিছু তো বোঝো, এ হলো অনেক বড় লটারি। এ হলো ঘোড়দৌড়। আমাদের দৌড়াতে হবে বুদ্ধিযোগের দ্বারা। যত আমরা দৌড়বো ততই তাড়াতাড়ি বাবার কাছে পৌঁছবো। বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বার-বার বুঝিয়েছেন -- আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। মানুষ বলবে অস্ত্র-শস্ত্রাদি কোথায় -- যে সমগ্র সৃষ্টির উপর বিজয় প্রাপ্ত করবে ? (বাবা অ্যাক্ট করে দেখিয়েছেন) আমরা বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা মায়াজীৎ-জগতজীৎ হতে চলছি। আমরা যোগে বসে রয়েছি অর্থাৎ শিববাবার স্মরণে রয়েছি। বুদ্ধি ওখানেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। পতিদেরও প্রতি বলেছেন -- পতিব্রতা হবে, আর কাউকে স্মরণ করবে না। যোগযুক্ত হতে হতে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। কন্যাও পতিকে স্মরণ করে, তাই না ! সে তো হলো দেহধারী। পরমাত্মা হলেন অশরীরী, তাঁকে বুদ্ধির দ্বারাই স্মরণ করতে পারা যায়। দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে চক্র তো আবর্তিত হতে থাকে। আমরা আপন স্বর্গধামে অবশ্যই পদার্পণ করবো। সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, তারপর বৈশ্য, শূদ্রবংশীয় হবো। তারপর বাবা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাবেন। এমন-এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাচ্চারা বাগানে গিয়ে পড়াশোনা করে। তোমরাও একান্তে বসে শিববাবাকে স্মরণ করো। আমাদের পুরোনো হিসেব-নিকেশ মেটাতে হবে তারপর আমরা রাজত্ব করবো। এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে রয়েছি। তারপর আমরা ভারতে অটল-অখন্ড, সুখ-শান্তির রাজ্য করবো। উই আর অ্যাক্ট

ওয়ার (আমরা যুদ্ধে রয়েছি)..... আমরা সকলেই লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছি। এ'সব হলো যোগবলের কথা। এতে কষ্টের তো কিছু নেই। কেবল বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। তারপর অটোম্যাটিক্যালি রাজত্বের তিলক লেগে যাবে। বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায় -- আয়ুষ্কাল ভব, পুত্রবান ভব। ওখানে ধন ইত্যাদি সব প্রচুর পরিমাণে থাকে। প্রথম থেকেই সাক্ষাৎকার হয় যে সন্তান আসবে। ওখানে প্রকৃত ভালোবাসা বিরাজ করে। বিকারের কথাই নেই। ওটা হলোই নির্বিকারী দুনিয়া। শ্রীকৃষ্ণকে দেখো -- কত ফাস্টক্লাস মিষ্টি। এখন এইরকম হতে হবে। তোমাদের পাটরানী হতে হবে। মীরা তো কেবল ভজন গাইত, তার ভগবান প্রাপ্তি খোড়াই হয়েছিল ! ওটা তো হলোই ভক্তিমার্গ। মীরাও এখন কোথাও না কোথাও রয়েছে। সেও হয়তো জ্ঞান নিয়েছে, যদি পাক্সা ভক্ত হয়ে থাকে। আমরাও দ্বাপর থেকে ভক্তি করে এসেছি, তাই না ! বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে -- শিববাবা আমি তোমার। তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। আমি তোমার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। তাহলে বাবাও ২১ বার বলিপ্রদত্ত হয়ে যাবেন। যদি বলিপ্রদত্ত না হয়, সৎ-সন্তানে (সৌতলে) পরিগণিত হবে তখন ২১ বারই প্রজায় আসবে। বাবা বলেন --তোমরা আমায় স্মরণ করো তাহলে আমিও সহায়তা করব। সহায়তা তো অবশ্যই আপন সন্তানদেরই করবেন, অন্যদের কি করবেন ! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সমান জগৎজিৎ হতে হবে। এই যুদ্ধের ময়দানে সদা বিজয়ী হতে হবে। পরাজিত হবে না।

২) শ্রীমতানুসারে নিজেকে বিকারের বন্ধন আর কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বুদ্ধিযোগের দৌড় (রেস) লাগাতে হবে।

বরদানঃ:- চেহারার দ্বারা সম্পন্ন স্থিতির ঝলক (চমক) এবং ফলক(চিত্র) প্রদর্শনকারী সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো -- সদা সুখ-শান্তির, খুশির, জ্ঞানের, আনন্দের দোলনায় দুলতে থাকা। সর্বপ্রাপ্তির, সম্পন্ন-স্বরূপের অবিনাশী নেশায় স্থিত হয়ে থাকা। চেহারায় প্রাপ্তিই প্রাপ্তি থাকে, সেই সম্পন্ন স্থিতির ঝলক আর ফলক দেখা যায়। যেমন স্থূল ধনে সম্পন্ন রাজাদের চেহারাতেও সেই চমক ছিল, এখানে তো অবিনাশী প্রাপ্তি হয়, তাই প্রাপ্তির রুহানী ঝলক আর ফলক চেহারার মাধ্যমে যেন প্রদর্শিত হয়।

স্লোগানঃ:- সৌভাগ্যশালী সেই, যে সদা খুশিতে থেকে, খুশির খাজানা বন্টন করতে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট (সর্বশক্তিমান সরকার)। বাবার সাথে ধর্মরাজও আছেন, সেইজন্যই নিজের করা পাপের বিষয়ে বাবাকে জানাও তাহলে অর্ধেক মার্ফ হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- রাজধানীর মালিক কিসের আধারে হবে আর প্রজার মধ্যে সাহকার (বিত্তবান) কিসের আধারে হবে?

*উত্তর:- রাজধানীর মালিক হওয়ার জন্য পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান (মনোযোগ) দিতে হবে। পড়াশোনার আধারেই পদ প্রাপ্ত হয়। সাহকার প্রজা হবে যারা তারা নলেজ নেবে, বীজও বপন (সহযোগী হবে) করবে, পবিত্রও হবে কিন্তু ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ দেবে না। পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ তখনই আসবে যখন প্রথমে পাক্ষা নিশ্চয় হবে যে স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াতে এসেছেন। যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয় না থাকে তাহলে এখানে বসে থেকেও যেন নিশ্চয় হয়ে থাকবে। যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে রেগুলার (প্রতিদিন) পড়াশোনা করা উচিত। ধারণ করা উচিত।

*গীত:- নেত্রহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

ওম্ শান্তি । কলিযুগকে অন্ধকার নগরী বলা হয় কেননা সমস্ত আত্মারা নিম্প্রভ হয়ে রয়েছে, এমন নয় যে চোখে অন্ধ। অন্ধকার নগরীতে সবাই জ্ঞান নেত্রহীন, অন্ধের পুত্র অন্ধ। সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদের পিতা হলেন সেই পরমাত্মা, যখন আমরা সব আত্মারা ঐ মূললোকে বাস করি তখন আমাদের জ্যোতি জাগ্রত থাকে। প্রথম-প্রথম সত্যোপ্রধান খাঁটি সোনা ছিলাম। সত্যযুগকে বলাই হয় গোল্ডেন এজ (স্বর্ণ যুগ)। হিন্দিতে পারসপুরী বলা হয়। এখন আইরন এজ অর্থাৎ তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। সত্যযুগে ঘরে-ঘরে আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে, কলিযুগে ঘরে-ঘরে অন্ধকার। দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। সবাই ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিজেদের দেবতা বলতে পারে না কেননা বিকারগ্রস্ত। বাবা সাভারকরের (তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন) কথা বলেছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল আদি সনাতন তো দেবতা ধর্ম ছিল। তারপরেও তুমি কেন আদি সনাতন হিন্দু মহাসভা বলছ? উত্তরে বলেছেন — দাদাজী, আমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারি না কেননা আমরা অপবিত্র। সুতরাং এখন দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে তাইনা, কারণ এটা তো হলো মিশনারি তাই না! যেমন যখন খ্রাইস্ট এসেছিল তখন খ্রিস্টান ছিল না। এই সময়েও দেবতা ধর্ম নেই। এখন ব্রাহ্মণদের স্থাপনা হচ্ছে। ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবী-দেবতা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - আমিই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পারলৌকিক পিতা, আমিই তোমাদের সবাইকে এখানে পাঠিয়েছি। যেমন ওটা খ্রিস্টানদের মিশন, তেমনি এটা হলো দেবতা ধর্মের মিশন। স্বয়ং পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যা কিছু শুনে এসেছো সব মিথ্যা, যদিও ড্রামা অনুসারে এটার পুনরাবৃত্তি হবেই। তবুও এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করানোর জন্য কল্পে-কল্পে আমি এসে বোঝাই আর ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাই। দ্বাপর থেকে আরও অনেক ধর্মের স্থাপনা হয়। ঐ সময় দেবতা ধর্ম থাকে না। তাই তাকে বলা হয় - রাবণ রাজ্য। গীতা হলো ভারতের সর্বোত্তম শাস্ত্র, কেননা ভগবানের গাওয়া। বাকি সমস্ত শাস্ত্র মানুষের গাওয়া। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করেছে। এখন বাবা বলছেন - আমি এসেছি ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করতে। এমন কথা আর কোনো গীতা পাঠকারীই বলতে পারে না। ভগবান-ই বলেন - হে ভারতবাসী বাচ্চারা, আমি এসেছি, ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। প্রথমে তো ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। দেবতার তো প্রালঙ্ক ভোগ করে থাকে। ওরা কারো কল্যাণ করে না। তারা তো রাজকীয় মানব। ওখানে অগাধ সম্পত্তি থাকে। ওখানে কোনো মায়া নেই, সেইজন্যই তাকে স্বর্গ বলা হয়। ভারত এখন নরক হয়ে গেছে। আর কোনো গীতা পাঠকারী এমন বলতে পারে না যে কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। তোমরা সম্পূর্ণ ভারতের যেখানেই যাও না কেন, কেউ-ই এমন কথা বলতে পারবে না, কেননা তারা নিজেরাই বিকারগ্রস্ত। ঐ বেচারাদের তো এটাও জানা নেই যে এটাই সবার অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন এনার (ব্রহ্মা) তো এটা অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, যখন আমি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করি অর্থাৎ এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির অন্তিম সময়। এই একটা জন্মের জন্য তোমরা পবিত্রতার দায়িত্ব পালন করো। এটা তো কোনও মিথ্যা কথা নয়। মহাভারী লড়াই তো দেখছ। অল্প-স্বল্প রিহাসাল হতেই থাকবে। বাচ্চারা বিনাশ আর স্থাপনার সাম্ব্যাকার করেছে। এতেই প্রমাণ হয় যে - এটাই অন্তিম জন্ম। আর কোনো গীতা পাঠকারী এটা বলতে পারে না যে এটাই অন্তিম জন্ম আর সেইজন্যই পবিত্রতার দায়িত্ব পালন করো। এটা তোমাদের রাজযোগ। তোমরা তপস্যা করছ, রাজস্বের জন্য। এখন প্রকৃত উপার্জন করতে হবে। এই অন্তিম জন্মে পাথরনাথ থেকে পারসনাথ হচ্ছে তোমরা। তোমরা

উঁচু পদ পেয়ে থাকে। যারা আমার পুরানো বাচ্চা, যাদের মায়া ভস্মীভূত করে দিয়েছিল, তাদের এসে জাগিয়ে তুলেছি। এও (ব্রহ্মা) সুন্দর ছিল। এখন সব আত্মারা কালো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আত্মাই কালো হয় আর সুন্দর হয়। আত্মাকে নির্লেপ বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মতে চলছো। ইউরোপের মানুষরাও বলে - ভারতে গড-গডেজদের (দেবী-দেবতাদের) রাজধানী ছিল। ভগবান রাম, ভগবতী সীতা, কিন্তু ওঁদের ভগবান বলা যায় না। ওটা তো ডিটিজম (দৈবী রাজ্য)। ওখানে কোনো ভগবান নেই। ভগবান তো একজনই, তিনজন দেবতা (সূক্ষ্ম রূপে)। বাকি সব মনুষ্য সৃষ্টি। যেমন ক্রাইস্ট এসে ধর্ম স্থাপনা করেছিল, তখন খ্রীস্টান ছিল না। তেমনই এখন দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। সবচাইতে উত্তম ধর্ম হলো দেবতাদের। বাবা বলেন সবার প্রথমে এই আত্মিক ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি। তোমরা আত্মিক ব্রাহ্মণরাই পরমধামের পথ প্রদর্শক। বলাও হয় ভক্তরা ঘরে বসেই ভগবানকে পায়। সুতরাং বাবা বলেন যারা দেবতা ছিল অবশ্যই তারা এক নম্বর ভক্ত হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথমে ভক্তি মার্গের সূচনা করেছিল। তারা প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরি করেছিল, কতো পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়। এই নলেজ তারাই গ্রহণ করবে যারা রাজধানীর মালিক হবে। প্রজার মধ্যেও যারা বিত্তশালী (সাহকার) হবে তারাও জ্ঞান শুনবে। বীজও বপন করবে কিন্তু পঠন-পাঠন ঠিক করে করবে না। পবিত্রও থাকবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এটা হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা, এই পঠন-পাঠনের দ্বারাই পদ প্রাপ্ত করবে। অনেক উচ্চ থেকেও উচ্চ এই পদ। প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই যে ভগবান আমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের পড়াতে এসেছেন, কৃষ্ণ নয়। তবে হ্যাঁ, এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই আমরা কৃষ্ণ হবো। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো তোমরাই হও। যার এই নিশ্চয় নেই সে এই স্কুলে বসেও যেন ভোঁতা বুদ্ধি (dull)। যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে রেগুলার পড়াশোনা করা উচিত। তা না হলে কিছুই বোঝেনি। এখানে অবিনাশী প্রালব্ধ পাওয়া যায়, অবিনাশী বাবার দ্বারা। বাকি সবকিছুই কবরস্থ হয়ে যাবে। অল্প সংখ্যক থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তৈরি হবো। তারপর ওরাও শেষ হয়ে যাবে। কল্প পূর্বেও তোমরা এসব দেখেছিলে। এখন আবারও দেখছো। এখন বলা হবে ৫ হাজার বছর পরে আবার ধর্ম স্থাপনা করছি কেননা তাদের মধ্যে ব্রহ্মান্দ আর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকতে পারে না। এই জ্ঞান বাবাই এসে দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মান্দ অর্থাৎ যেখানে আত্মারা ডিমের আকারে বাস করে। সন্ধ্যাসীরাও ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে থাকে। ব্রহ্ম তো হলো তত্ত্ব। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব। ওরা তো ব্রহ্মোহম্ও বলে, শিবোহম্ও বলে (আমিই ব্রহ্ম, আমিই শিব)। কিন্তু শিব তো হলেন ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করের রচয়িতা। বলাও তো হয় যে - ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিল। সেটা হলো এই ভাগীরথ, একজন মানুষ। নন্দীগণ তাও তো জানোয়ার হয়ে গেল। ওরা গোশালা শব্দ শুনে সেই স্থানে ষাঁড়কে রেখে দিয়েছে। মন্দিরে সঠিক চিত্র আছে — লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রামের। ব্যস্ এরাই হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, যারা প্রালব্ধ ভোগ করেন। প্রজাও প্রালব্ধ ভোগ করে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়..... এইভাবে ৮ বাদশাহী চলে। বাচ্চারা রাজত্ব করে। সীতা-রামেরও এইভাবে রাজ্য চলে। গাওয়াও হয় জগদম্বা আদি দেবী আর ব্রহ্মা হলেন আদি দেব। অ্যাডম-ইভ - এরা দুজনেই এখন কালো হয়ে গেছে পুনরায় ওরা সুন্দর হয়ে উঠবে। দুনিয়া এই বিষয়ে জানে না। কালী, দুর্গা, অম্বা - সব একজনেরই নাম। প্রকৃত নাম সরস্বতী। সুতরাং আত্মা কালো হয়ে যায়, মুখ খোড়াই কালো হয়। এই সময় সব আত্মারাই কালো হয়ে গেছে। আমরা সবাই বাঁদর ছিলাম। এখন বাবা আমাদের নিজের সেনা বানিয়েছেন। এখন আমরা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছি।

বাবা বলেন আমি তোমাদের সব শাস্ত্র-বেদের সার ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই। ব্রহ্মার হাতেও শাস্ত্র দেখানো হয়েছে। শাস্ত্র তো একটাই হওয়া উচিত তাইনা। সুতরাং এখন ব্রহ্মার হাতে রয়েছে - শিরোমণি গীতা। বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদ-গ্রন্থ ইত্যাদির সার ব্যাখ্যা করেন। তাকেই গীতা বলা হয়। বাকি কোনো শাস্ত্র নেই। বুদ্ধিতে গীতা আছে। গীতার ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু সুতরাং গীতা পাঠ করে যারা শোনায় তাদেরকেও বলা উচিত যে এর উপর জয়লাভ করতে পারলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে। ওরা তো এমনটা কখনোই বলবে না। ওরা সব মিথ্যা বলে থাকে। আমরাও মিথ্যা বলতাম। আমিও অনেক গুরু গ্রহণ করেছি। অর্জুনকেও বলা হয়েছিল সবাইকে ভুলে যাও। তোমাদের এই গুরুদেরও আমিই পবিত্র করে তুলি। এখন তোমরা যা কিছু পড়েছো সব ভুলে যাও। এমন কথা কখনও শোননি আমি এখন শোনাচ্ছি। এখন তোমরা কড়িহীন থেকে হীরা তুল্য হয়ে উঠছো। সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা বিনাশ আর স্থাপনা দেখেছো, সেইজন্যই পুরুষার্থ করছো, বাবার কাছে সবার পোতামেল থাকে। বাবাকে লেখে - আমি এইরকম পাপী ছিলাম, এই করেছি। কেননা ধর্মরাজ বাবা বলেন - আমাকে বললে অর্ধেক পাপ মাফ। হয়ে যাবে। এসবই প্রাইভেট (গোপন) থাকে। পড়া হলো তারপর ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট (সর্বশক্তিমান সরকার)। এখন বৃক্ষ খুব ছোট, এর মালী স্বয়ং ভগবান। ধীরে-ধীরে এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। মায়া চট করে অজ্ঞান করে দেয়। কোথাকার কথা কোথায় কাহিনী রূপে তৈরি করেছে। কোথায় আমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম আর পুরুষোত্তমী যারা মহান পবিত্র ছিল। এখানে তো সবাই অপবিত্র। ওখানে ছিল পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম। এখানে অপবিত্র অধর্মের গৃহস্থ। জিজ্ঞাসা করে এই

দুনিয়া কিভাবে চলবে? বাবা বলেন এই দুনিয়া থাকবেই না । শেষ হয়ে যাবে। এটাই হলো অন্তিম জন্ম সুতরাং কাম কাটারি চালানো ছেড়ে দাও। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে বিকারগ্রস্ত মা-বাবার দ্বারা বিষের বর্ষা পেয়ে এসেছ। এখন আমি অর্ডিন্যান্স জারি করছি - বিষের বর্ষা বন্ধ করো। তা না হলে বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে না। বিকারকে জয় করতে পারলে স্বর্গে যাবে, তা না হলে পাতাল। রাম-রাজ্য আকাশ হলে রাবণ রাজ্য পাতাল। এটাই ড্রামা। এই সময় দেবতা ধর্মের যারা, তারা অন্য ধর্মে কনভার্ট (রূপান্তরিত) হয়ে গেছে। নিজের প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে জানা নেই। কোনও ধর্মে সামান্য সুখ দেখলে তো চট করে কনভার্ট হয়ে যায়, একে বলে হাফ কাস্ট। এখানেও যারা ব্রাহ্মণ কাস্টে এসেছে কিন্তু পুরুষার্থে কমজোরি তারা প্রজার পদ পাবে। পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হলো।

এখানে যারা বলে ঋষি-মুনি ইত্যাদিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, কিন্তু তারা যখন বলে জগৎ মিথ্যা, তাহলে তারা ত্রিকালদর্শী কিভাবে হতে পারে? কত গল্প কথা বলে। বলে অমুক নির্বাণধামে চলে গেছেন - এটাও গল্প। সবাইকে পার্ট প্লে করে এখানে হাজির হতে হবে। সবার গাইড বাবা। বাবা কাউকেই ভক্তি থেকে ছাড়ান না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপক্ব অবস্থা না হবে ভক্তি করো। মনে রাখতে হবে - আমি কারো গুরু নই। যেমন তোমরা শুনছো তেমনি আমিও শিববাবার কাছ থেকে শুনছি। আমাদের সবার গুরু ঐ একজনই নিরাকার। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অন্তিম জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আত্মাকে কালো (কুংসিত)থেকে সুন্দর সতোপ্রধান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে।

২) অবিনাশী প্রালব্ধ তৈরি করার জন্য নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে রেগুলার পঠন-পাঠন করতে হবে। বাকি যা কিছু আজ পর্যন্ত পড়েছো সেইসব বুদ্ধি থেকে ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ:- বিজয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা আশাহীনকে আশাবাদীতে পরিবর্তনকারী নিশ্চয় বুদ্ধি ভব যদি নিশ্চয় অটুট থাকে তাহলে বিজয় সদা-ই রয়েছে । বিজয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা সবসময় থাকুক, নিরাশার সংস্কার যেন না থাকে। যে কোনো মুশকিল কাজ এতটাই সহজ অনুভব যেন হয় যেন এমন কিছু বড় বিষয় নয়। কেননা অনেক বার এই কাজ করে এসেছি, কোনো নতুন কিছু করছি না। সেইজন্য নিরাশ হওয়ার নাম-চিহ্নও থাকবে না, কোনো স্বভাব-সংস্কারেও এই সঙ্কল্প যেন না আসে যে, কে জানে এ পরিবর্তন হবে কি হবে না। তোমরা হলেই সদাকালের বিজয়ী।

স্লোগানঃ:- শক্তিশালী হতে হলে সবসময় খাজানার (সম্পদ) স্মৃতি আর স্মরণে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞানে পরিণত বুদ্ধির (গাঙ্ঘীর, maturity) গুণ ধারণ করা খুবই জরুরী, কখনোই নিজের অহংকার আসা উচিত নয়, মাতাদের রিগার্ড (সম্মান) রাখো"

*প্রশ্নঃ - সকল বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি আশা রয়েছে? সেই আশা কবে পূরণ করতে পারবে?

*উত্তরঃ - বাবার আশা হলো -- বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ করুক, যাতে নর থেকে নারায়ণ হয়ে দেখাতে পারে। এতেই বাবাকে শো করানো হবে। এমন শো করাও যাতে বাবারও মহিমা হয় আর বাচ্চাদেরও মহিমা হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যদি নর থেকে নারায়ণ হও তাহলে তোমাদেরও মন্দির তৈরী হবে আর আমারও মন্দির তৈরী হবে। এমন পূজ্য হওয়ার জন্য ফলো ফাদার করো। নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করো - আমি সম্পূর্ণ ফলো (অনুসরণ) করবো।

*গীতঃ- যেই দিন থেকে তুমি - আমি মিলিত হয়েছি....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অনুভব করে এবং তাদের মনে আশাও জাগে যে, আমরা অবশ্যই নতুন দুনিয়ার জন্য সব নতুন কথাই শুনছি। আমাদের এই প্রীতি নতুন মনে হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে সম্মুখে আর কারোরই এমন প্রীতি হয় না। তাহলে এ তো নতুন কথা হলো, তাই না। তোমরা জানো যে, বাবা হলেন পতিত-পাবন। পুরানো দুনিয়াকে পতিত আর নতুন দুনিয়াকে পাবন বলা হবে। তাহলে তোমাদের প্রীতি এখন নতুন দুনিয়ার সঙ্গেই হবে। তোমরা একথা জানো যে, আমাদের প্রীতি এখন নতুন দুনিয়া, স্বর্গের সঙ্গে। তাকে শিবালয় বলা হয় আর একে বেশ্যালয় বলা হয়। বরাবর এখানে বিকারী মনুষ্য। সত্যযুগে সবাই নির্বিকারী, তাই তো শিবালয় বলা হবে, তাই না। শিববাবাই এই নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করেন। আর জানো, হংস হলো পুরানো দুনিয়াতে দেবতাদের চিত্র, যেই দেবতারা নতুন দুনিয়াতে থাকেন। ভারতবাসীরা তো সবাই ভুলে গেছে, তাই তারা তো হিন্দুস্থান বলে দেয়। হিন্দুস্থান আমাদের প্রিয়, হ্যাঁ, অবশ্যই প্রিয় ছিলো কিন্তু বাস্তবে হিন্দুস্থান নামই নয়। ভারতখণ্ড বলা হয়। বাচ্চারা তাই জানে যে, বরাবর এ নতুন কথা মনে হয়। এমন কথা কখনো শুনি নি। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ দুনিয়ার থেকে পৃথক। ভারতবাসীদের মন্দিরও অনেক আছে। খ্রিস্টানদের একটাই চার্চ হবে। তারপর তারা আলাদা- আলাদা চার্চ বানাবে। সত্যযুগে তো কোনো মন্দির থাকে না, কেননা সেখানে চৈতন্য দেবতাদের রাজস্ব চলতে থাকে। দেবতারা শিবালয় অর্থাৎ নতুন দুনিয়াতে রাজস্ব করতেন। তোমরা জানো যে, আমরা এখন নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। এও কখনো মনে করো না যে, বাবা তো এই নতুন বাড়ি তৈরী করেছেন। বাস্তবে পুরানো দুনিয়াতে এও পুরানোই। আমাদের প্রীতি এখন নতুন দুনিয়ার প্রতি লেগে আছে। আমাদের পরমাত্মার প্রতি প্রীতি থাকে, যারা সম্মুখে বসে আছে। মনুষ্য মনে করে - ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের ব্রহ্মার সঙ্গে প্রীতি লেগে আছে। তোমরা জানো যে, আমাদের প্রীতি একমাত্র শিব বাবার সঙ্গে। দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তোমাদের নাম যদিও বি.কে, কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে কোনো প্রীতি নেই। এই ব্রহ্মা তো দেহধারী, তাই না। ইনি জনম - মরণে আসেন। তোমরা দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়বে না। ওই গুরুরা তো নিজেদের নাম সচ্চিদানন্দ রেখে দেয়, কিন্তু সৎ - চিং - আনন্দ স্বরূপ তো একমাত্র পরমাত্মাকেই বলা হয়। আত্মা সৎ - চিং - আনন্দ রূপ, শান্ত রূপ, জ্ঞান রূপ ছিলো। আবার তোমরা এমন এই সঙ্গমেই তৈরী হও। বাবার মহিমা যেমন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর তোমরাও তেমন সৎ - চিং - আনন্দ রূপ। বীজ আর ঝাড়কে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। বরাবর এ হলো পাঁচ যুগ। এখন হলো সঙ্গম যুগ। এই সঙ্গম যুগকে দুনিয়া জানে না। যদি অল্প করে জানতেও পারে কিন্তু ডিটেল জানে না যে, সত্যযুগে কে রাজস্ব করতেন? কিভাবে রাজস্ব গ্রহণ করেছেন? তোমরা এখন সেই রাজস্ব গ্রহণ করছো। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে চক্রতে তো অবশ্যই আসতে হবে। সর্বদা স্বর্গে তো কেউ থাকতে পারবে না। স্বর্গ আর নরকের পরিচয় তোমরা এখন পেয়েছো। এখন হলো কলিযুগ, এরপর সত্যযুগ অবশ্যই হবে। তাহলে অবশ্যই সঙ্গম যুগে পরমপিতা পরমাত্মা এসেছিলেন। তাঁর মহিমাই আলাদা। এমন তো হয়ই না যে, একের মহিমা অন্যের হতে পারে। প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজের, সংস্কার নিজের, একের সঙ্গে কখনো অন্যের মেলে না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে আলাদা - আলাদা পার্ট। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে - আত্মা ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করে। তোমরা এমন নতুন কথা শোনো। ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী তৈরী করি। বাবা জিহুসও করেন - তোমরা সূর্যবংশী নারায়ণ হবে, নাকি চন্দ্রবংশী রাম হবে? তখন বলে থাকে - বাবা, এইম অবজেক্ট তো সূর্যবংশী হওয়ারই। নব্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই, তাই না। ব্যারিস্টার কেউ খুব ভালো, কেউ আবার অল্প কম হয়। কোনো সার্জন তো লাখ টাকা উপার্জন করে, কেউ আবার খুব অল্প উপার্জন করে। পড়ার

উপরই সব নির্ভর করে। তোমাদের মধ্যেও কেউ খুব উপার্জন করবে, সিংহাসনে বসবে। এ হলো অসীম জগতের ঈশ্বরীয় কলেজ। ওই কলেজে জগতের মানুষ পড়াশোনা করে। এ হলো অসীম জগতের কলেজ, যেখানে এতো পাস করবে। তাই তোমরা তো এখন এই নতুন কথা শোনো। তোমরা এখন বুঝতে পারছো - তোমাদের মতো অবলাদের বল দানকারী হলেন পরমপিতা পরমাত্মাই। তোমরা জানো কি, পরমপিতা পরমাত্মার থেকে আমরা কতো বল বা শক্তি অর্জন করি। আমরা হলাম ওয়ারিয়ার্স (যোদ্ধা)। আমরা তো যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। এ তো নতুন কথা, তাই না। গীতাতে পাণ্ডব আর কৌরবদের লড়াই দেখানো হয়েছে কিন্তু লড়াইয়ের তো কথাই নেই। প্রতিটি কথাই নতুন। শ্রীকৃষ্ণ তো নতুন দুনিয়ার অল্ফ (অল্লাহ / মালিক)। অল্ফ থেকে শুরু করে সবই নতুন কথা। নতুন দুনিয়ার অল্ফ বা মালিক হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, এরপর তাঁদের পরে তাঁদের বাচ্চারা। তাই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন সত্যযুগী মনুষ্য সৃষ্টির অল্ফ বা মালিক। এখানে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা বা মালিক হলেন ব্রহ্মা। সর্বপ্রথম হলেন পরমপিতা পরমাত্মা অল্ফ বা মালিক। পরে তিনি ব্রহ্মাকে অল্ফ বানান। তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণকে অল্ফ বানান। এখানে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলের। ব্রাহ্মণ কুলের বড় হিসাবে ব্রহ্মারই মহিমা আছে। ব্রাহ্মণ তো যদিও তিনিও কিন্তু ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের নাম কখনো শোনা যায় নি। গীতাতেও এদের নাম নেই। তাহলে নতুন কথা হলো, তাই না। ভারতকে হিন্দুস্থান বলার কারণে মানুষ হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। নিজেদের প্রাচীন ধর্মের কোনো পরিচিতি নেই। যেমন দেবতা ধর্ম আর নেই। নিজের ধর্ম না জানার কারণে মানুষ বলে দেয়, সর্ব ধর্মই এক। যদিও সব ধর্ম এখানে থাকতেই পারে, যে চাইবে সেই আসতে পারে, সবই ফ্রি। সব ধর্মকেই এখানে মান দেওয়া হয়। যেকোনো ধর্মের মানুষ এসেই এখানে থাকতে পারে। বাইরে দেখো, তারা অন্য ধর্মের মানুষদের বের করে দিতে থাকে। শ্রীলঙ্কা, বার্মা ইত্যাদি থেকে ইন্ডিয়ানদের বের করে দিতে থাকে। ভারত তো বাস্তবে প্রাচীন দেবী দেবতা ধর্মের। তারা (গভর্নমেন্ট) তো বলে, যে কেউ এসেই এখানে থাকতে পারে কিন্তু সবাই একসঙ্গে তো থাকতে পারে না। অন্য জায়গায় ধর্মের অনেক সংঘাত চলতে থাকে। ওরা বলে, ভারত হলো সর্ব ধর্মের আশ্রয়স্থল, তাই ভারতের এতো মহিমা। তোমরা এখন সবাই নতুন কথা শুনছো। এই সময় ভারতে দেবী - দেবতা ধর্মের কেউই নেই। আমরা সেই নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। শিব বাবা স্বর্গের রচনা করেন। এমনিতে তো সকলেই ব্রহ্মার সন্তান কিন্তু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদেরই মহিমা আছে। তাদের কবে রচনা করেছিলেন? অবশ্যই সঙ্গম যুগে রচনা করেছিলেন। বর্ণও খুব ভালোভাবে দেখাতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণরা শিখা, তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র হই। এই জ্ঞান তাই অতি গুহ্য এবং রমণীয়। অতি কষ্টেই কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসতে পারে।

বাচ্চারা, তোমরা এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ধারণ করো, কখনোই ব্রাহ্মণীদের প্রতি রুষ্ট হয়ো না। রুষ্ট হয়ে গিয়ে এই পড়া ছেড়ে দিওনা। নাহলে রসাতলে চলে যাবে। বাবা যখন শোনাতে এসেছেন, তখন তোমাদের শোনা উচিত। ভক্তি মার্গে গীতা শোনার জন্য কতো নিয়ম থাকে। ওরা তো সেই নিয়ম পালন করে শোনে। মন্দিরেও নিয়ম পালন করেই যায়। রোজ পাঁচা নিয়ম পালন করে। তোমাদের নিয়ম তো খুবই কড়া। প্রথমে এক - আধ মুহূর্ত, তারপর বৃদ্ধি করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে। শিব বাবা কোনো বিচার সাগর মন্থন করেন না, তাঁর বিচার সাগর মন্থন করার দরকারই নেই। তোমাদের দরকার হয় -- কাকে কিভাবে বোঝাবো, সেইজন্য। তাই কখনোই রাগ করা উচিত নয়। একে অপরের প্রতি সম্মান রাখা উচিত। কোনো কোনো বাচ্চা মহারথীদের সম্মান করতে জানে না। যে ব্রাহ্মণীরা আছেন, তারা মুখ্য। তারা ১০ - ১২ জনকে তো নিজেদের সমান তৈরী করে, তাই না। তাই তাদের সম্মান করা উচিত। তোমরা যেন শিব বাবার এজেন্ট। সব এজেন্টস তো এক রকম হয় না। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো থাকেই, তবুও তো এজেন্টস তো, তাই না। কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে ধারণা করে। রাতদিন সার্ভিসে তৎপর থাকে। শিব বাবাও তো এখানে সার্ভিসে এসেছেন, তাই না। বাবা বলেন, আমি ডবল কাজ করি। ভক্তদেরও আমি সার্ভিস করি। তোমরা জানো যে, সমস্ত দুনিয়াতে সাক্ষাৎ করানোর কর্তব্য কে করেন? যদিও ড্রামাতে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে যে ওই সময় সাক্ষাৎকার হয়। মানুষ মনে করে গড ফাদার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, যেখানে - সেখানেই এই সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকারও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, এ বোঝার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ হলো নতুন কথা। এই সৃষ্টিক্রম তোমাদের বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত। কারোর কারোর এই স্বদর্শন চক্র খুব ভালোভাবে, তীক্ষ্ণভাবে ঘুরতে থাকে, কারোর আবার কম। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী। তোমাদের বুদ্ধি নশ্বরের ক্রমানুসারে সার্ভিসের জন্য চলতে থাকে। কারোর তো আবার স্বদর্শন চক্র ঘোরেই না। হওয়া তো লাগেই কিন্তু কারোর খুব তীক্ষ্ণ ঘুরতে থাকে, কারোর আবার কম ঘুরতে থাকে। কারোর তো আবার একদম ঘোরেই না। স্বদর্শন চক্র যদি না ঘোরে তাহলে কি পদ পাবে? তাহলে এ তো নতুন কথা হলো, তাই না। বাবা তোমাদের বোঝাতে থাকেন, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে এখনই করো। না হলে পরে অনুতাপ করবে, কান্নাকাটি করবে। টিচারকে তো শো করতে হবে, তাই না। এ হলো কতো বড় কলেজ। এখানে খুব ভালোভাবে পড়লে পদও ভালো প্রাপ্ত করতে পারে। তোমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে -- আমরা

সম্পূর্ণ ফলো (অনুসরণ) করবো। ফলো ফাদার-মাদার। এমনও নয় যে, ব্যারিস্টারের সন্তান ব্যারিস্টারই হবে। তা নয়। কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ কেউ তো আবার শয়তান বা ডাকাতও তৈরী হয়। বাবা বলেন - আমার শো করাতে হলে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে দেখাও। তখন আমারও মহিমা হবে আর তোমাদেরও মহিমা হবে। তোমরাও দেবতা হবে। আমার মন্দির তৈরী হলে তোমাদেরও মন্দির তৈরী হবে। মুখ্য মন্দির হওয়া উচিত এক শিব বাবার। এরপর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা আর তাঁর সন্তানদের। দিলওয়াড়া মন্দিরে তো ভ্যারাইটি আছে, তাই না। এই হলো সবথেকে বড় স্মরণিক। তোমরা চৈতন্য অবস্থায় বসে আছো। শক্তিকে সিংহবাহিনী আর মহারথীকে হাতির উপর অধিষ্ঠিত দেখানো হয়। হাতিকে কুমির গিলে ফেলেছে। বাবার স্মরণ থাকে না, তাই মায়া কুমির গিলে ফেলে। খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া কুমির গিলে ফেলে। এতে অনেক পরিণত বুদ্ধির (maturity) প্রয়োজন আর 'আমি এই করছি' - এমন অহংকার আসা উচিত নয়। যতটা সম্ভব প্রতিটি বিষয়ে মাতাদের আগে রাখা উচিত। মাতাদের সম্মান করতে হবে। সব চাষি মাতাদের হাতে থাকা উচিত। মাতাদের দ্বারাই সমাচার আসা উচিত। হ্যাঁ, কোথাও আবার কন্যা বা মাতাদের থেকে কুমার হুঁশিয়ার হয়। তাদের তখন রায় লিখতে হবে। হুকুম সরকারের চললেও রাজ্য হলো রানীর। প্রথমে রানী, তারপর রাজা। প্রথমে গুরু মাতার প্রয়োজন। পুরুষের গুরু হওয়ার নিয়ম নেই। মায়েদের সামনে রাখা উচিত। নিয়ম এটাই বলে। যদিও কোথাও পুরুষ নিমিত্ত হয়, যারা মাতাদের জ্ঞানে নিয়ে আসে, কিন্তু মেজরিটি হলো মাতাদের। তোমাদের অহংকার আসা উচিত নয় যে - আমি সব জানি, আমি খুব হুঁশিয়ার। মাতাদের হুঁশিয়ার বানাতে হবে। মাতাদের দ্বারা সেন্টার ইত্যাদি চালাতে হবে। অন্তিম সময়ে সন্ন্যাসী ইত্যাদিদেরও মাতাদের বাণই লাগবে। তাই তোমাদের কায়দা মতো চলতে হবে। যারা পরমপিতা পরমাত্মার নিন্দা করে, তারা উচ্চ পদ লাভ করতে পারে না। বাবা সবাইকে সাবধান করেন। তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে। কারোর কথা যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও। ক্রোধ খুবই ক্ষতি করে। কেউ কেউ লেখে -- কামের থেকে ক্রোধকে কেন এগিয়ে রাখা হয় না? তা কিন্তু নয়। কাম তো আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয়। পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবা -- এমনই গায়ন আছে। সন্ন্যাসীরা পাবন করতে পারে না। তাই তোমরা নতুন কথা শোনো, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান বসে তোমাদের পড়ান। তাঁকেই "শ্রী-শ্রী" বলা হয়। এরপর মনুষ্য সৃষ্টিতে 'শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাম, শ্রী সীতা' বলা হয়। আচ্ছা, এঁদের এমন শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন? শ্রী শ্রী শিব বাবা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে থাকতে হবে। একে অপরকে সম্মান দিতে হবে। রুষ্ট হয়ে কখনো এই ঈশ্বরীয় পড়া ছেড়ে দেবে না।

২) ক্রোধ হলো অত্যন্ত ক্ষতিকারক, তাই যে কথা পছন্দ নয়, তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে। ক্রোধ করবে না। তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে।

বরদানঃ:- বুদ্ধির দ্বারা শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভোজন স্বীকার করে সদা স্বচ্ছ হোলিহংস ভব হোলিহংস কখনোই বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান মোতি ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করতে পারে না। ব্রাহ্মণ আত্মারা, যারা উচ্চ শিখা, তারা কখনোই নিচু কথা স্বীকার করে না। হোলিহংস অর্থাৎ সদা স্বচ্ছ, সদা পবিত্র, এই পবিত্রতাই হলো স্বচ্ছতা। হোলিহংস সঙ্কল্পও অশুদ্ধ করতে পারে না। সদা শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভোজন গ্রহণকারী হোলি হংস সদাই স্বাস্থ্যবান থাকে। তার উপরে কারোর প্রভাব পড়ে না।

স্নোগানঃ:- নিজের মনসার দ্বারা শান্তি কুণ্ডকে প্রত্যক্ষ করানো শান্তপ্রিয় আত্মা হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্থ সহকারে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের পাপ নাশ হবে, আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হবে, নম্বর ওয়ান সাবজেক্ট হলো স্মরণ করা"

*প্রশ্নঃ - মানুষের আর্জি কি? বাবা সেই আর্জি কিভাবে পূর্ণ করেন?

*উত্তরঃ - মানুষ বাবার কাছে আর্জি পেশ করে - হে গড ফাদার, আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করো, হে করুণাময় বাবা, করুণা করো। বাবা সকলের আর্জি শুনে স্বয়ং এখানে আসেন আর মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করার উপায় বলে দেন - বাচ্চারা, তোমরা শুধু আমাকে স্মরণ করো। শুধুমাত্র বাবার মহিমা কীর্তন করে কোনো লাভ নেই। তাঁর চরিত্রের গুণগান করা নয় বরং রাজযোগ শিখে নিজে চরিত্রবান হয়ে উঠতে হবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের মত এমন অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি। এ কার মহিমা শুনলে? যিনি বিগড়ে যাওয়া সব কিছুকে আবার গড়ে তোলেন, তাঁর মহিমা। যিনি আদি মধ্য এবং অন্তিমের নলেজ শোনান, সকলের উপরে তাঁর স্থান। যখন কেউ এই জ্ঞান শুনতে আসেন, তখন সর্বপ্রথমে তাকে একথা বোঝাতে হবে যে - সবার উপরে যে ভগবানের স্থান, তাঁরই মহিমার গায়ন হয়। তাঁর নাম যত মহান, তাঁর থাকার স্থানও ততই উপরে। গ্রন্থেও লেখা রয়েছে - যাঁর নাম সকলের উপরে, তাঁর স্থানও সকলের উপরে। সকলের থেকে উঁচু স্থানে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা। যেখানে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা থাকেন, তা হল নিরাকারী দুনিয়া। তার নিচে রয়েছে আকারী এবং সাকারী দুনিয়া। অতএব সর্বপ্রথম তাঁরই পরিচয় দিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মাই তো টুথ (চিরসত্য)। তিনি রচয়িতা, তারপর তাঁর রচনার স্থান। সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছেন, তিনি বীজরূপ। তারপর তাঁর নিচে রয়েছেন সূক্ষ্মলোক নিবাসী - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। এঁরা তাঁরই রচনা। রচয়িতার স্থান সবার উপরে। বাবা সেই রচয়িতা, বাকি সবই তাঁর রচনা। সবাই এক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, সেই জন্যই তোমরা আত্মারা সকলে ভাই-ভাই সম্বন্ধে যুক্ত। সুতরাং পরমপিতা পরমধামেই থাকেন। তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। তোমাদের দেহের জন্মদাতা পিতা তো অনেকেই রয়েছেন। সর্বপ্রথম সকলকে আত্মিক পিতার পরিচয় দিতে হবে। সকলেই তাঁর রচনা। ছবির প্রতিও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। সর্বপ্রথম এবং সর্বোপরি রয়েছেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁকে মনুষ্য সৃষ্টিকরপী বৃক্ষের চৈতন্য বীজরূপ বলা হয়। তিনি হলেন - সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। সৎ অর্থাৎ যিনি সত্য বলেন। আত্মাও সত্য - তা কখনো আগুনে পোড়েনা, তার মৃত্যু নেই। যিনি সৎ অর্থাৎ সত্য, তাঁর সন্তানদেরও তো সত্য হওয়া দরকার। প্রথম প্রথম তোমরা দেবী-দেবতা রূপে, সত্য ছিলে। সত্যতত্ত্ব স্থাপনকারী বাবা হলেন সত্য পিতা। পরমপিতা পরমাত্মা কোন মিথ্যার দুনিয়া স্থাপন করেন না। এই ভারত ভূখণ্ড একসময় ছিল সত্যভূমি, তা এখন মিথ্যার দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সত্য। যে পতিত বানায়, তাকে কখনো সত্য বলা হয় না। বাকি সবই হলো মিথ্যা। ৫ বিকাররূপী মায়া রাবণ সত্যভূমিকে মিথ্যা করে তোলে। রাম সত্য, রাবণ মিথ্যা। রাবণ ভারতভূমিকে মিথ্যাভূমিতে পরিণত করে। সমস্ত কাহিনী ভারতকে কেন্দ্র করেই হয়। বোঝানো হয়, যে ভারত এক সময় স্বর্গ ছিল, তা এখন নরকে পরিণত হয়েছে। বাবাকে বলা হয় স্বর্গ সৃষ্টিকারী অথবা তাঁকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয়। ভারতেরই মহিমা কীর্তন হয়। আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান তোমাদেরকে শোনানো হয় - এই জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো। একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্র। তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা, পুনরায় পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। গায়ন রয়েছে যে আত্মারা এবং পরমাত্মা বহুকাল একে অপরের থেকে আলাদা হয়েছিল। এখন পুনরায় মিলনের সময় এসেছে, এই মিলন অত্যন্ত সুন্দর মঙ্গলকারী। সবার প্রথমে সকলকে তোমরা বাবার পরিচয় দাও। রচয়িতা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে অভিহিত করলে, এ কথা প্রমাণ হয় না যে - আমরা সকলে তাঁর সন্তান। বাচ্চারা কখনো এরকম ভাবে বলবে না যে - আমরা সকলে পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁকে সর্বব্যাপী বললে, বাবার প্রতি সেই ভালোবাসা থাকে না, তাঁর প্রতি বুদ্ধিযোগও যুক্ত হয় না। ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত। বাস্তবে বুদ্ধিযোগ লাগতে হবে এক বাবার প্রতি। বাবা যদি সর্বব্যাপী হন, তাহলে যোগ লাগবে কার সাথে? নিজে নিজের সাথেই লাগবে? এই কথার কোন অর্থই হয় না। এখন তোমরা অর্থ সহকারে বাবাকে জানো, তাঁকে চেনো। বাবা নিজেই বলেন যে - আমার সাথে যোগযুক্ত হলে তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বিকর্ম তো হতেই থাকে। সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে অন্তিমে। যখন জ্ঞানের অন্ত হবে তবেই রেজাল্ট বেরোবে। স্কুলেও কেউ একটা সাবজেক্ট ভালো হয়, কেউ অন্য সাবজেক্ট ভালো হয়। এখানে সবচেয়ে সহজ সাবজেক্ট হলো - বাবাকে স্মরণ করা। বাবাকেই স্মরণ করা হয়, তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে আত্মা ভালো হয়ে উঠবে, বাসন

পরিষ্কার হবে। যে আত্মা ইম্পিওর (অশুদ্ধ) হয়ে গিয়েছিল, তা আবার পিওর (শুদ্ধ) হয়ে যাবে। সবচেয়ে উঁচুতে যে বাবার স্থান, তিনি এসে তোমাদেরকে পড়ান আর সর্বোচ্চ পদপ্রাপ্ত করিয়ে দেন। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। তোমরা এখন জানো যে, বরাবর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল এখানে। তাদেরকে হিন্দু বলা যায় না। ভারতের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্তান নাম রেখে দিয়েছে। তখন ভারতে আদি সনাতন পবিত্র দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তাই সেই স্থানকে বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ বলা হতো। সেই সময় হল সত্যযুগ, তখন তাকে বলা হত নতুন দুনিয়া। বাবা সেই দুনিয়া রচনা করেন। তিনি নিরাকার। সকলেই বলে হে গডফাদার। তার স্থান সকলের উর্ধ্বে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর হলেন সৃষ্টি দেহধারী। তারা যেখানে থাকেন, সেই স্থানকে সৃষ্টিলোক বলা হয়। আর বাবা যেখানে থাকেন, তা হল শান্তিধাম - সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। এখানে এই জগৎ হল স্থূলবতন। কেউ যখন প্রথম আসবে, তখন তাকে দিয়ে ফর্ম ভরাতে হবে। আত্মার পিতা কে? ভগবানকেই সর্বোপরি বলা হয়। সাধুসন্ত ইত্যাদিরা সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনাকে রিকুয়েস্ট (অনুরোধ)ও বলা হয়ে থাকে। ওরা প্রার্থনা করে - হে গডফাদার, আমরা তোমাকে আর্জি জানাই যে, আমাদের পাপ ভস্ম করে দিয়ে, করুণাময় বাবা, তুমি আমাদের প্রতি করুণা করো। এমনভাবে তারা আহ্বান করতে থাকে। সকলেই দয়া বা করুণা করে না। সকলের প্রতি করুণা করেন, একমাত্র বাবা। তাঁকে সর্বদয়া বলা হয়ে থাকে। তিনি কি করেন? কত জনের প্রতি করুণা করেন। সেটাও এই ড্রামাতে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এখন যে সকল ঘটনা ঘটে চলেছে তা তোমরা বিচার করে দেখো যে সকল কিছুই উল্লেখ গীতা অথবা ভাগবতে নেই। গীতা হল জ্ঞান। সেখানে কোনো চরিত্র অথবা কোনো ঘটনাবলির তো কোনো প্রয়োজন নেই। স্টুডেন্ট কি কখনো টিচারের নামচরিত্র গান করে? বসে বসে শুধুমাত্র শিক্ষকের মহিমা গান করলে কোন লাভ নেই। শুধুমাত্র বাবার মহিমা কীর্তন করা যে - তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর - এতে কোন কিছুই প্রাপ্ত হয় না। বাচ্চারা এখন তোমরা বোঝো যে, বাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে ত্রিকালদর্শী করে তোলেন অর্থাৎ তিনকাল এবং তিনলোকের নলেজ প্রদান করেন। অতএব তোমাদেরকে মাস্টার ত্রিলোকিনাথও বলা হয়। ত্রিকালদর্শীও বলা যেতে পারে। বরাবর ভাবেই তোমরা তিনলোকের জ্ঞাতা হয়ে, তিন লোকের নাথ হয়ে ওঠো। এ হল রাজযোগ। তোমরা বাদশা হয়ে উঠছো। তা করে তুলছেন বাবা। তাঁকে পারসনাথও বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির রয়েছে, কিন্তু মানুষ জানে না যে তারা কারা। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন পারসপুরীর নাথ। সত্যযুগকে পারসপুরী বলা হয়ে থাকে।

তোমরা এটা জানো যে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের হিরে-জহরতের মহল ছিল। পারসনাথ ছিলেন। তো সবার আগে এটা বোঝাও যে - সকলের রচয়িতা বাবাকে তো মানো! তিনি হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও রচয়িতা। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করো যে এই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা ছিল। তাদের এই জ্ঞান কবে প্রাপ্ত হয়েছে? বাবা বলছেন যে আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে এই জ্ঞান প্রদান করতে আসি। স্পষ্টতঃই তোমরা এখন সত্যযুগের আদির পারসনাথ হচ্ছে। এটা কতোই না ফার্স্ট ক্লাস জ্ঞান। এখানে বসে আছো, তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করে পারসপুরীর মালিক পারসনাথ হব। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে - লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রমুখ দেবী-দেবতারা কতোই না ধনবান ছিলেন। অনেক অলংকার ইত্যাদি ছিল। তারা অনেক ধনী হয়ে থাকেন। তাই সবার আগে বাবাকে জেনে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এটাই হল সৃষ্টি বিষয়। হিরে জহরতের কতো বড় বড় মহল ছিল। এখন সেসব আর নেই। পুনরায় নিজের সময়ানুসারে নতুন করে সৃষ্টি হয়ে যাবে। পূর্বে ছিল, বিনাশ হয়ে গিয়েছিল, আবার অবশ্যই নতুন করে হবে, এটাই ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। এটা হল বুদ্ধি দিয়ে বোঝায় বিষয়। যুদ্ধের সময় সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। পুনরায় নতুনভাবে মহল বানাতে হয়। মহল অবশ্যই বানানো হয়েছিল। তোমরা সাক্ষাৎকারে দেখেছিলে যে সেখানে মহল ছিল। আমরাই বানিয়েছিলাম। এমন নয় যে সাগরের নিমজ্জিত হয়েগিয়েছিল, সেটা পুনরায় উত্থিত হবে! না। এটা তো ড্রামার চক্র, পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে রাবণের লক্ষা অথবা সোনার দ্বারিকা সাগরের নীচে চলে গেছে, সেটা আবার পুনরায় উঠে আসবে। কিন্তু এরকম তো হয় না। এখন তোমরা দ্বারিকার মালিক হতে চলেছো। কতোই না ধনবান ছিলে! ধন-দৌলত সব ছিল। এখন সব হারিয়ে গেছে। সবাই লুট করে নিয়ে গেছে। পুনরায় এইরকমই হবে। সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দিয়ে তারপর চক্রের রহস্য বোঝাতে হবে যে এটা কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? সত্যযুগের স্থাপনা বাবাই করেন। এখন বাবা সম্মুখে বসে বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের এই যোগাগুলির দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নির দ্বারা পতিত থেকে পাবন হয়। পতিত-পাবন বাবা-ই এসে পাবন দুনিয়া স্থাপন করেন। তারপরও তোমরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী কেন বলো? জপ, তপ, গঙ্গা স্নান ইত্যাদি করা - এসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ভক্তিমার্গ প্রথমে অব্যাভিচারী ছিল, এখন ব্যাভিচারী হয়ে গেছে। ব্যাভিচারী হতে অর্ধেক কল্প লেগে যায়। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা, এইভাবে কলা কম হতে থাকে। এসব কথা জ্ঞান সাগর বাবা বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে জ্ঞান সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা হবে না। পরমপিতা বললে বুদ্ধি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের দিকে যায় না। আত্মারা পরমপিতা

পরমাত্মা বাবাকেই স্মরণ করতে থাকে, যখন তাদের দুঃখ হয়। সত্যযুগে সুখ থাকে তাই সেখানে কেউ আহ্বান করে না। এখন আত্মারা জেনে গেছে যে অর্ধেক কল্প ধরে তারা দুঃখ পেয়ে এসেছে। এখন পুনরায় স্বর্গে যাবে। সেখানে কোনও দুঃখ নেই এইজন্য সত্যযুগে বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না। ড্রামা অনুসারে বাবা আমাদেরকে সুখের উত্তরাধিকার দিয়েই যাবেন। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন বাণপ্রস্থে যায়। গুরু করে। এখানে তো বাবা স্বয়ং এসে সন্মুখ হন। বলেন যে - তোমাদের সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাবো। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না। সাথে তো কেউ নিয়ে যাবে না। প্রত্যেককে পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হবে। ভূমিকা পালন করতে তো আসতেই হবে। আমি তো বারংবার জন্ম নিই না। যদি আমিও বারংবার জন্ম নিতাম তাহলে আমিও তমোপ্রধান হয়ে যেতাম। আত্মাই ইম্পিয়ার (অপবিত্র) হয়। আত্মাতেই খাদ পড়ে। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ শব্দগুলি এখনই আছে। স্পষ্টভাবেই এখন হল আয়রণ এজ। এখন হল সঙ্গম। বাবাকে অবশ্যই আসতে হয়। পুরানো সৃষ্টিকে নতুন বানানো - এটা হল বাবারই কাজ। বাবাই হলেন পতিত-পাবন অর্থাৎ বাবাই সৃষ্টি পরিবর্তন করেন। সৃষ্টির রচয়িতা নন, পরিবর্তক। রচয়িতা বলার কারণে সাধারণ মানুষ মনে করে যে বড় প্রলয় হয়। পতিত-পাবন শব্দটি ঠিক আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও গাইতে থাকে - পতিত পাবন সিতারাম, এমন তো কখনো বলে না যে পতিত-পাবনী গঙ্গা। পতিত-পাবন বলার কারণে বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে চলে যায়। গঙ্গা নদী তো সেখানেও থাকে, কিন্তু সেখানে সব জিনিস সতোপ্রধান হয়ে যায়, গঙ্গাও তখন সতোপ্রধান থাকে। এখানে তো হলো তমোপ্রধান, ফ্লাড (প্লাবিত) করে। অসংখ্য গ্রাম ডুবিয়ে দেয়। ব্রহ্মপুত্র অনেক গ্রাম ডুবিয়ে দেয়। এটা হলই দুঃখধাম। সত্যযুগে খোড়াই দুঃখ ভোগ করবে। সেখানে তো নিয়মানুসারে নিজস্ব রাস্তায় চলবে। এখানে রাস্তা ছেড়ে চলে যায়। কখন কোন্ দিকে চলে যায়। সেখানে ৫ তন্ত্র সতোপ্রধান হওয়ার কারণে জলও কখনও দুঃখ দেয় না। এখানে জলও দুঃখ দেয়। প্রথমে তো এটা বুঝতে হবে যে স্বর্গের সুখ দাতা কে? অবশ্যই বাবাই হবেন। এখন তো নরক। বাবা এসেছেন। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানেরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। কে করেন? পরমপিতা পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই হল দেবতা। বাবাই এসে মানুষ থেকে দেবতা বানান। এটা তোমরা এখন জানতে পারো। আগে তো কেবল গাইতো - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। তারা জানতো না যে সত্যযুগ কে স্থাপন করেছেন? রচয়িতা কে? সত্যযুগী সৃষ্টি পুনরায় কলিযুগী হয়ে যায়। তো তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে এটা হল সবথেকে বড় রঙ্গমঞ্চ - আকাশ তন্ত্রের। এখানে খেলা হয়, নিজের স্টেজ চাই, তাই না। মানুষ নিজের ভূমিকা পালন করে তো আলো চাই তাই না। এরজন্য আবার সূর্য চন্দ্র সেবা করে। তারা-রাও ঝলমল করে। যখন রাত হয় তখন আলো অর্থাৎ সুখ প্রদান করে এইজন্য সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা বলে থাকে। আলো প্রদান করে সুখ দেয় তাই না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ড্রামার চক্রকে যথার্থ রীতিতে বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার সমান দয়াবান হয়ে সকলের প্রতি দয়া করতে হবে।

২) বাবা সত্যখণ্ড স্থাপন করেছেন এইজন্য সত্য হয়ে থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে আত্মাকে স্বচ্ছ বানাতে হবে।

বরদানঃ:- সেবার ভাবনার দ্বারা অমর ফল প্রাপ্তকারী সদা মায়া রোগ থেকে মুক্ত ভব
যে বাচ্চারা সঙ্গম যুগের প্রভু ফল, অবিনাশী ফল, সর্ব সস্বন্ধের স্নেহের রসালো ফল খায় তারা সর্বদাই মায়া রোগ থেকে মুক্ত থাকে। অন্যান্য ফল তো সত্যযুগেও পাওয়া যাবে আর কলিযুগেও পাওয়া যাবে কিন্তু সেবার ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল, প্রভুফল যদি এখন না খাও তাহলে সমগ্র কল্পেও খেতে পাবে না। এই ফল হলো ঈশ্বরীয় জাদুর ফল, যে ফল খেলে লোহা থেকে পারস তো কিছুই নয়, হিরে হয়ে যাবে। এই ফল হলো সকল বিঘ্ন সমাপ্তকারী অমর ফল।

স্নোগানঃ:- যে আত্মা অপকারীর প্রতিও উপকার করে, নিন্দুককেও মিত্র মনে করে, সে-ই হলো বাবার সমান।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিজ্ঞা করো - যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যযুগীয় স্বরাজ্য স্থাপন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সুখের নিদ্রায় শোবো না, পবিত্র হয়ে সকলকে পবিত্র করবো"

*প্রশ্ন:- ড্রামায় কিরকম মৃত্যু হওয়াও যেন সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ ?

*উত্তর:- বিজয় মালায় আসার পুরুষার্থ করা ভালো ভালো বাচ্চারাও আশ্চর্যবৎ শুনলি, কথলি (অন্যদেরকে শোনায়) তারপর ভাগলি হয়ে যায় অর্থাৎ মারা যায়। এইরকম মৃত্যুও যেন সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ হয়ে গেছে। শ্রীমতে না চলার জন্য মায়া পরাজিত করে। বাবার হয়ে হাত ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ মৃত হয়ে যাওয়া। সৌভাগ্যের উপরে দাগ লেগে যায়।

*গীত:- দুয়ারে এসেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি জীবিত অবস্থায় মৃতবৎ হয়ে যাওয়া বাচ্চারা এই গান শুনেছে, যারফলে জীবিত থেকেও বলিপ্রদত্ত হয়ে গেছে। সকলেই তো বলিপ্রদত্ত হয়ে যাননি। নশ্বরের অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে জীবিতকালেও মৃত-সম হয়ে যায়। যখন কেউ দত্তক নেয় বা অ্যাডপ্ট করে তখন এক পরিবারকে ছেড়ে অন্য পরিবারের হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে, আমরা আসুরীয় পরিবারের থেকে মৃত-সম হয়ে এখন ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছি। ঈশ্বর এসে দত্তক নিয়েছেন। অজ্ঞানকালে কেউ ঈশ্বরের কাছে অ্যাডপ্টেড হয় না। ধর্মীয় গুরুর কাছে অ্যাডপ্টেড হয়। যেমন বল্লভাচারী শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে বাচ্চাদের শ্রীকৃষ্ণের কোলে (দত্তক) দিয়ে দেয়। কিন্তু সে তো হলো জড় চিত্র, সেইজন্য তারপর ব্রাহ্মণ পূজারী দত্তক নিয়ে নেয় -- বৈষ্ণব বানানোর জন্য। এরকম তো অনেকেই দত্তক নেয়। বাচ্চারা জানে -- অবশ্যই তাদের কোলে যায়, যারা এসে চলে গেছেন। কেউ ক্রাইস্টের কোলে যায়, কেউ ইব্রাহিমের কোলে। কবে চলে গেছে, তারা আবার কবে আসবে -- তা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন তোমরা জীবিতকালেই মৃত-সম হয়েছো। তোমাদের একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। লৌকিক বাবার বাচ্চা কোলে আসে, বাবা যখন মারা যায়, তখন বাচ্চা রয়ে যায়। এখানে তোমরা এমন বাবার কোলে এসেছো, যে বাবা তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে অমর লোকে অথবা দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাবেন। মনুষ্যমাত্রেরই সদগতিদাতা হলেন একজনই। এমন নয় যে সন্নতি কেবল তোমরা পাও। সন্নতি তো অবশ্যই সকলেই পায় কিন্তু ড্রামানুসারে কারোর সতোপ্রধান, কারোর সতঃ, কারোর রজঃ, তমঃ সন্নতি প্রাপ্ত হয়। যদি তমঃ-তে আসে তবুও প্রথমে আসায় দুঃখ ভোগ করে না। প্রথমে সুখ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। শেষে তো সকলেই দুঃখ ভোগ করে।

বাবা বলেন যে সদগতিদাতা, পতিত-পাবন আমি হলম অদ্বিতীয়। প্রথম প্রথম যে আত্মারা আসে তারা সুখ ভোগ করে তারপর দুঃখে আসে। তোমরাও নশ্বরের অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমোতে আসো। তোমরাও নশ্বরের অনুক্রমে সদগতি প্রাপ্ত করো। মুখ্যতঃ ৮টি দানা গোনা হয়ে থাকে, তাই না ! এখন তোমরা সকলেই হলে দ্রৌপদী। বাবার হয়েছো সৈজন্য বাবাকে কখনো ছাড়বে না কিন্তু শ্রীমতানুসারে স্মরণ না করলে তখন আবার মায়া হাত ছাড়িয়ে দেয়। কোলে তো এসেছো, শুরু থেকে চলছো। ভালো ভালো বড় মিষ্টি বাচ্চারা, যাদের বিজয় মালায় তিন চার নশ্বরে রাখা হতো তারাও আশ্চর্যবৎ ভাগলি হয়ে গেছে। এ'সব হলো এই সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ। আশ্চর্যবৎ শুনলি, কথলি , মরলি -- এরকম হতে থাকবে। বলবে ড্রামায় এদের এমন মৃত্যুই ছিল। বাবার হয়ে তারপর হাত ছেড়ে দিলে অর্থাৎ মৃত-সম হয়ে গেল। থাকে তো অবশ্যই এই দুনিয়াতেই কিন্তু জীবিত থেকেও এখান থেকে বেরিয়ে আসুরীয় দুনিয়ায় চলে গেছে। কিছু তো কারণ আছে, তাই না ! অবশ্যই বলবে ড্রামা ! কিন্তু শ্রীমতে না চলার জন্য মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায়। সৌভাগ্যে দাগ পড়ে যায়। ঈশ্বরের হয়ে যাওয়ায় তারপর লাগে মায়ার সঙ্গে লড়াই। এছাড়া দেবতা আর অসুরদের লড়াই হয় না। অসুর হলো মায়া যে বিজয়লাভ করে।

আচ্ছা, এখন বাচ্চারা লেখে যে রাথীবন্ধনের উৎসবে কি করবো ? প্রতিটি উৎসবে প্রস্তুতি তো নিতে হয়, তাই না ! রাথীবন্ধন পর্বের উপলক্ষে আগাম গিয়ে রাথী বাঁধে। এর সম্পূর্ণ রহস্য বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আগে তো ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা রাথী বাঁধতো। এখন এই রেওয়াজ বেরিয়েছে যে বোন ভাইকে রাথী বাঁধে। আসলে ব্রাহ্মণেরা রাথী বাঁধতো। কারণ ব্রাহ্মণ জাতি উঁচু, স্বচ্ছ গায়ন রয়েছে। ব্রাহ্মণ আসলে সন্ন্যাসীদের থেকেও উঁচু। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এই সময় সন্ন্যাসী উঁচু হয়ে গেছে। আগে ব্রাহ্মণেরা রাথী বাঁধতো। তারপর জন্মাষ্টমীতে সেই রাথী খুলে ফেলতো। যেমন দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে

বলা হয়ে থাকে যে জটাকেশ) খুলে দিয়েছিল। ঋষিদের জটাকও সর্বদা খোলা থাকে। পতিব্রতা স্ত্রী হলে তখন কেশ বন্ধন (কেশসজ্জা) করে। দ্রৌপদী খুলে ফেলেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপন রাজ্য ফিরিয়ে না নেবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেশ বাঁধবো না। বাম্ভারা, এখন তোমাদের কেবল অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বরাজ্য না নেব ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ-শয়ন করবো না। গাওয়াও হয়ে থাকে -- আরাম হলো হারাম। ভিতরে এই উদ্দীপনা থাকে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বরাজ্য নিশ্চি ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ কোথায় ? সুখ তো ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য পুরুষার্থ এখনই করতে হবে। এখন তোমরা জানো রাথীবন্ধন অর্থাৎ পবিত্র থাকার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করি। রাথী অর্থাৎ এ হলো পবিত্রতার কথা। এখন এই উৎসব কবে থেকে শুরু হয়েছে ? কেন শুরু হয়েছে ? কে ছিলেন যিনি রাথী বন্ধনের রায় দিয়েছিলেন ? কেউ একজন রায় দেয় তখন তার নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে এ হলো পবিত্রতার নিদর্শন। বোন তো হলো কুমারী। কুমারীরা বাঁধে। তোমরা গৃহস্থীদেরও গিয়ে বাঁধে। কুমার তো হলোই কুমার। বোন ভাইকে বাঁধে, কুমার হোক বা বিবাহিত হোক। বিবাহ করেছে তার পরেও পবিত্র রয়েছে এ তো বড়ই মুশকিলের। ভগবান বলেন যে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে থাকো, সেও থাকতে পারে না। তাহলে বোনের দ্বারা কুমার ভাইকে রাথী পড়ানো উচিত যে প্রতিজ্ঞা করো -- আমরা কখনো বিষ পান করবো না। যে হয়ই বিকারী সে কখনো বিকার ত্যাগ করবে না। ভগবানের আদেশও মান্য করবে না। সেইজন্য এই কুমার-কুমারীদের রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে। এখন তোমরা বোঝো যে এই উৎসবও হলো সঙ্গমযুগের। সত্যযুগে তো হয়ই সকলে পবিত্র। সেখানে রাথীবন্ধনের প্রয়োজনই নেই। এমন নয় যে সত্যযুগ থেকে নিয়ে এই রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে। অনেক উৎসবই এই সঙ্গমযুগের। লক্ষ্মী-নারায়ণের উৎসবও এখনই পালন করা হয়, কিন্তু এর মহত্ব নেই। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়, কিন্তু প্রথমে তো শ্রীকৃষ্ণকে এরকম কে বানিয়েছেন -- তা বলো ? বেচারাদের জানাই নেই। সেও পরিষ্কার করে লিখতে হবে। উৎসব সবই হলো এই সময়ের। সত্যযুগে এরকম কথা (বিষয়) হয় না। এ তো দ্বাপরের কিছু সময় পরের থেকে পুনরায় শুরু হয়। দীপাবলীর উৎসব সত্যযুগের পালন করা হয় না যেমনভাবে এখানে পালন করা হয়। এখানে পালন করা হয় আলাদা অর্থে। উৎসবের মাহাত্ম্য কবেকার -- তা হলো বুদ্ধবার মতন বিষয়। বাম্ভাদের বোঝানো হয়ে থাকে -- এই উৎসব হলো এই সময়ের যখন শিব-জয়ন্তী হয়ে থাকে, তারপর হয় রাথী। পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করে যে এই অন্তিম জন্মে আমরা পবিত্র থাকব -- ভারতকে অথবা বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য।

বাম্ভারা তোমাদের জন্য এই রাথী বন্ধনের অনেক মহত্ব। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে - আমরা কখনো পতিত হব না। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে, সুতরাং তোমরা পবিত্র কুমারীদেরই অধিকার আছে রাথি বাঁধার। ভাইদের সবসময় পবিত্র থাকার জন্য রাথি বাঁধতে হবে আর গৃহস্থদের প্রতিজ্ঞা করাতে হবে পবিত্র থাকার জন্য। মানুষ আহ্বান করে বলে না যে - পতিত-পাবন এসো! সুতরাং যা গায়ন আছে সেটাই প্রতিজ্ঞা করানো হয় - পতিত থেকে পবিত্র হও। বাবা এসে প্রতিজ্ঞা করান। শিব জয়ন্তীর পরে হয় রাথী বন্ধন। হোলিও হলো জ্ঞানের। ধুরিয়া আর হোলি - দুই-ই এই সময়ের। হোলি অর্থাৎ পবিত্র হও, ধুরিয়া মানে জ্ঞান ধারণ করো। ওরা তো নুড়ি পাথর, গোবর ইত্যাদি দিয়ে কি-কি সব তৈরি করে। সুতরাং পতিত-পাবন বাবা এসেই বাম্ভাদের বোঝান।

যারা জীবিত থেকেও মরে যায় (মরজীবা) তাদের মধ্যেও প্রকৃত সন্তান (মাতোলে) আর সৎ সন্তান (সৌতোলে) রয়েছে। প্রকৃত সন্তানের হিসেব-নিকেশ অবশ্যই বাবার কাছে থাকবে। বাবা নিশ্চয়ই বাম্ভাদের কাজ কারবার, সম্পত্তি সম্পর্কে জানবেন। প্রকৃত সন্তান সেই যার বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকে। প্রকৃত সন্তানদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে আছে। সৎ সন্তানরাও নম্বর ক্রমানুসারে হয়। কেউ কুপুত্র, কেউ সুপুত্র তো হয়েই থাকে। সঙ্গম যুগেই শিব জয়ন্তী পালন হয়। সঙ্গমকেও সময় দেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, একে লিপ (লিপিয়ার) মাস বলা হয় তারপর লিপ সেঞ্চুরি ১০০ বছরের। এটা একটা খুব উঁচু লিপ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দী বলা হয় না! তার মধ্যেও এই

শতাব্দী, যখন বাবা আসেন, একে সঙ্গম সেঞ্চুরি বলা হবে। উথাল-পাথাল হতে টাইম লাগে। দীপমালাও হলো এই সময়ের। তোমরা বাম্ভারা জানো শিব জয়ন্তীর পরেই পবিত্রতার কথা আসে। শুরু থেকেই পবিত্রতা নিয়ে ঝগড়া হয়ে আসছে। পবিত্রতার সাথে জ্ঞান আর যোগের হোলি-ধুরিয়া সাথে-সাথে জড়িত। বাবার স্মরণ খুব ভালো হওয়া উচিত। সাথে জ্ঞানের ধুরিয়াও (হোলের আগের দিনের এক উৎসব) চলতে থাকবে। জ্ঞানের বৃষ্টি তোমাদের উপর পড়তেই থাকবে। পবিত্রতা নিয়েই ঝগড়া হয়ে থাকে। সবাই বলে যে, কে এসেছে যে বলে ঘর-পরিবারে থেকেও পবিত্র হয়ে দেখাও। সন্ন্যাসীরাও তো নিজেরা ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। গোপীচন্দ্র রাজারও কাহিনী আছে। রাজাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল - তুমি রাজ্য-ভাগ্য কেন ছেড়ে চলে গেলে? উত্তরে বলেছিল - প্রভু-মিলনের জন্য ছেড়েছি। এর উপরে ভালো-ভালো গানও গাওয়া হয়। এখানে গৃহস্থ পরিবারে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্রতার উপরেই থিটখিট হয়ে

থাকে।

এই রাথী বন্ধন পবিত্র হওয়া আর পবিত্র করে তোলার স্মৃতি পর্ব। এখানে দেখো, ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও সাক্ষাৎকার হয়। এখন প্রশ্ন জাগে এই ছোট বাচ্চারা কি ভক্তি করেছে? বাবাও চট করে সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তখন ভাবতো এটা তো জাদু। একে বলে - শিববাবার দিব্য কর্তব্য (চরিত্র)। বসে-বসেই হারিয়ে (একাত্ম) যেত - একেও ড্রামাই বলা হবে। একে অপরকে দেখলো আর ধ্যানে চলে গেলো। এই সব দিব্য কর্ম (চরিত্র) পরমপিতা পরমাত্মার, শ্রীকৃষ্ণের নয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে সম্পূর্ণ বদনাম করে দিয়েছে। ভাগবতে কি-কি সব লিখেছে! শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স সে চীর (বস্ত্র) হরণ করেছে.... এই করেছে এমন চরিত্র বা কর্মের জন্য গায়ন করা হয় না। দুনিয়ার মানুষ মনে করে শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই এইসব করেছে। তারপর বলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে আত্মা প্রবেশ করে থাকবে, যে জ্ঞান শুনিয়েছে। কিন্তু এটা তো হতে পারে না। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্স ছিলেন, তারপর তারা রথও দেখিয়েছে। রথে শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। ঘোড়ার গাড়িতে বসে কি পাঠশালা চালাতো যায়? এটা হলো রাজযোগ পাঠশালা। কোথায় ওরা যুদ্ধের ময়দান দেখিয়েছে আর কোথায় তোমাদের এই যুদ্ধ! এই যুদ্ধ হলো মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এই রাথী বন্ধন সম্পর্কে বোঝাতে হবে। রাথী বন্ধন অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন। তোমাদের হলে ব্রহ্মাকুমারী যাদের গায়ন আছে। কুমারী সেই যে ২১ কুলকে উদ্ধার করে। এইসব সঙ্গম যুগেরই কথা। এই উৎসব সত্যযুগে হয়না। রাথী বন্ধনের পরে আসে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী, কেননা সত্যযুগে প্রথম নম্বরে জন্ম শ্রীকৃষ্ণের। ওনারও রাজধানী আছে। তিনিও এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন - শ্রীকৃষ্ণ কুলে যাওয়ার জন্য। এটা হলো রাজযোগ। তোমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো। লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী নেই। বাবা বুঝিয়েছেন রাধা-কৃষ্ণ তথা লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন পালন করে থাকে। আচ্ছা, নারায়ণ জয়ন্তী কোথায় গেল? কারণ তো থাকবে না! না বোঝার কারণে পুরো খেলাটাই গুলিয়ে ফেলেছে। সম্পূর্ণ মহত্ব এখনকার। এমনটাও মনে করো না যে দীপমালা সত্যযুগ থেকে শুরু হয়েছে। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া। সবার আত্মা জাগ্রত। সমস্ত উৎসব এই সময়ের জন্য। এখন তোমরা সবার বায়োগ্রাফি (পরিচয়) সম্পর্কে জানো। শিববাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের বলেন যে এখন পবিত্র হও। তোমরা আত্মারা ময়লা হয়ে গেছো। সন্ন্যাসীরা তো বলে আত্মা নির্লেপ সেইজন্যই অনেক মানুষ বলে থাকে ডিম, মাছ ইত্যাদি খেলে কোনো ক্ষতি নেই। প্রত্যেকেরই নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান আছে তাইনা। আগে কালীর সামনে মানুষকে বলি দিত। শিবকে তো কালো বলবে না, না শঙ্করকে বলবে। তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর দুই রূপ গৌর (সুন্দর) থেকে কালো হয়ে যায়। এ'সবই বাবা বসে বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা রেখে সুপুত্র হতে হবে। নিজের সমস্ত খবর বাবাকে দিতে হবে। কখনও কুপুত্র (অবাধ্য) হওয়া উচিত নয়।

২) রক্ষা বন্ধনের যথার্থ রহস্য বুদ্ধিতে রেখে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মায়ার কাছে হেরে যেও না। পবিত্রতার শক্তির দ্বারা স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদানঃ:- সদা মিলনের দোলনায় দুলতে থাকা ততত্বম্ এর বরদানী বাবার সমান ভব যেমন বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ মালিকদের আন্তরিকে মেনে মিলিত হওয়ার জন্য আসেন, জী হাজির এর পাঠ পড়ে হাজির হয়ে যান, তেমনই ততত্বম্। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে দিনের সমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত ধর্ম আর কর্মে বাবার সমান হতে পারলে সবসময়ই মিলনের দোলনায় দুলতে থাকবে। এই মিলনের দোলনায় থাকলে প্রকৃতি আর মায়া দুই-ই তোমাদের দোলনায় দোলানোর দাসী হয়ে যাবে। সর্ব খাজানা তোমাদের এই শ্রেষ্ঠ দোলনার শৃঙ্গার হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- সদা ব্রহ্মা বাবার ভূজায় (বাহ) সমাহিত হয়ে থাকো তাহলে সেন্টি'র অনুভব করবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সঙ্গমযুগ হলো উৎসবের যুগ - উৎসব পালন করা অর্থাৎ অবিনাশী উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা"

আজ ত্রিদের রচয়িতা ত্রিমূর্তি শিব বাবা তাঁর আধ্যাত্মিক ডায়মন্ডদের সাথে ডায়মন্ড জুবিলী বা ডায়মন্ড জয়ন্তী পালন করতে এসেছেন। এই বিচিত্র জয়ন্তীকে ডায়মন্ড জয়ন্তী বলছে তোমরা, কেননা বাবা অবতরিত হনই কড়ি তুল্য আত্মাদেরকে হীরে তুল্য বানাতে। তো বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে যারা হীরের থেকেও অমূল্য, সকলকে সামনে দেখছেন। বাপদাদার সামনে শুধু মধুবনের সভা নয়, বরং বিশ্বের চতুর্দিকের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সভা এটি। সকলের হৃদয়ের অভিনন্দনের স্নেহ পূর্ণ গীত বলো, বোল বলো বাবা খুব কাছ থেকে শুনছেন। দিল এর আওয়াজ দিলারামের কাছে পৌঁছে যায়। তো বাপদাদা দেখছেন যে, সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চতুর্দিক থেকে মধুবন, বাবার সুইট হোম পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এমনিতেও শিব জয়ন্তীকে উৎসব বলা হয়। যথার্থ রীতিতে উৎসব তোমরা ব্রাহ্মণরাই পালন করে থাকো। কারণ উৎসবের অর্থই হলো - সকল উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকা। তো আজ যারাই বসে আছে, সকলের হৃদয়ে উৎসাহ আর উদ্দীপনা কতখানি? অবিনাশী নাকি কেবল আজকের মতো? অবিনাশী তো না? সেইজন্য বাপদাদা এই শ্রেষ্ঠ সঙ্গমযুগকে উৎসবের যুগ বলে থাকেন। প্রতিটি দিন হলো তোমাদের জন্য উৎসাহ সম্পন্ন। প্রতিটি দিন হলো উৎসব।

যে গায়ন আছে, তোমরা টপিক রেখে থাকো 'বিবিধতার মধ্যে একতা' তো প্র্যাকটিক্যালি অনেক দেশ, অনেক ভাষা, অনেক রূপ রঙ, কিন্তু বিবিধতার মাঝেও সকলের হৃদয়ে একতা তো আছে না! কেননা এক বাবা আছেন যে। আমেরিকা থেকে এসেছো অথবা আফ্রিকা থেকেই আসো না কেন, কিন্তু হৃদয়ে তো রয়েছে সবার এক বাবা। এক এর শ্রীমতে চলছে তোমরা। তো বাপদাদার ভালো লাগে যে বিবিধ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও মনের গীত, মনের ভাষা হলো এক। যে ভাষারই হোক না কেন, কালো মুকুট তো পেয়েছো তোমরা না? (সকলে হেডফোন দিয়ে নিজের নিজের ভাষায় শুনছে) এখন এই কালো মুকুট বদলে গিয়ে গোল্ডেন হয়ে যাবে। কিন্তু সকলের মনের ভাষা হলো এক আর একটাই শব্দ, তা হলো 'আমার বাবা'। সকল ভাষাভাষীরাই বলো 'আমার বাবা'। হ্যাঁ, এই একটাই শব্দ। তো বিবিধতার মধ্যে একতা হয়ে গেল না? তো উৎসাহে যারা থাকে অর্থাৎ সদা উৎসবে মেতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। কখনোই উৎসাহ কম হওয়া উচিত নয়। আগেও বলেছি - ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা। শ্বাস যদি চলে যায়, তবে জীবন সেকেন্ডে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তো ব্রাহ্মণ জীবনে যদি উৎসাহ-উদ্দীপনার শ্বাস নেই তবে ব্রাহ্মণ জীবন নেই। যে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকবে, সে নেশার সাথে বলবে যে, ব্রাহ্মণ হলোই উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য। আর যার উৎসাহ-উদ্দীপনা কম হয়ে যায় তার বোলই বদলে যায়। তারা বলবে - হ্যাঁ এটা তো সত্য... হওয়া তো উচিত... হয়ে যাবে... তো এই রকম ভাষা আর আর সেই ভাষার মধ্যে কতখানি ব্যবধান রয়েছে! তাদের প্রতিটি কথায় 'তো' শব্দটি অবশ্যই থাকবে। হওয়া তো উচিত... তো এই যে, 'তো' 'তো' হয় না, উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেশার কম হলেই এই রকম বোল, দুর্বলতার বোল নির্গত হয়। সুতরাং উৎসাহ-উদ্দীপনা কখনোই কম থাকা উচিত নয়। উৎসাহ-উদ্দীপনা কম কেন হয়? বাপদাদা বলেন সদা বাঃ বাঃ বলো, কিন্তু বলে 'হোয়াই - হোয়াই' (কেন-কেন)। কোনো পরিস্থিতিতে যদি হোয়াই শব্দটি এসে যায়, তবে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রবেশ কম হয়ে যায়। বাপদাদা গত বছরও বিশেষ ভাবে ডবল ফরেনারদেরকে বলেছিলেন যে, হোয়াই শব্দটিকে ব্রাহ্মণ ডিকশনারী থেকে চেঞ্জ করো। যখন হোয়াই শব্দটি আসবে তখন ক্লাই শব্দটিকে মনে রাখলে হোয়াই গায়েব হয়ে যাবে। যে কোনো পরিস্থিতি ছোটও যখন বড় মনে হয়, তখন হোয়াই শব্দ চলে আসে - এই রকম কেন, এটা কেন... আর ক্লাই করে নিলে তখন পরিস্থিতি কেমন হবে? ছোট একটা খেলনা। সুতরাং যখনই হোয়াই শব্দ মনে আসবে, তখন বলো ব্রাহ্মণদের ডিকশনারীতে হোয়াই শব্দ নেই, ক্লাই আছে। কেননা হোয়াই - হোয়াই, হায় - হায় করে দেয়। বাপদাদার হাসিও আসে, একদিকে বলবে - না, আমাদের মতো শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর কারো নেই। এইমাত্র এই রকম বলবে আবার পরক্ষণেই উৎসাহ কম হয়ে যাওয়ায় বলবে - কী জানি আমার ভাগ্যই এই রকম! আমার ভাগ্যে এতটুকুই ছিল! তো হায় হায় হয়ে গেল না! তো যখনই হায় - হায় এর সীন আসবে তখন বাঃ বাঃ করতে শুরু করে দাও, তাহলে সেই সীনও বদলে যাবে আর তোমরাও বদলে যাবে।

ডবল বিদেশীরা আজকাল তোমরা 'পজিটিভ থিঙ্কিং' এর কোর্স করিয়ে থাকো তো না? সকলেই বিদেশে বিশেষ করে এই কোর্সটাই করিয়ে থাকো তাই তো? তো নিজেকেও করাও নাকি অন্যদেরকেই করাও? কোনো সময় যদি এই রকম পরিস্থিতিতে এসে যাও তো তখন নিজেকেই স্টুডেন্ট বানিয়ে, নিজেই টিচার হয়ে নিজেকে এই কোর্স করাও। নিজেকে

করাতে পারো নাকি কেবল অন্যকেই করাতে পারো? অন্যকে করানো সহজ। যখন এই ন্যাচারাল স্থিতি হয়ে যাবে, তখন সকল মানুষকে, ব্যক্তিকে, বিষয়কে পজিটিভ বৃত্তিতে দেখছো, শুনছো বা ভাবছো, তখন কেমন স্থিতি দাঁড়াবে? আজকাল সায়েন্সের দ্বারাও এমন সব সাধন বেরোচ্ছে যে, রাফ জিনিসকেও অত্যন্ত সুন্দর রূপে বদলে দিচ্ছে। তোমরা দেখেছো তো না যে - কী থেকে কী বানিয়ে দিচ্ছে! তাহলে তোমাদের বৃত্তি এই রকম পরিবর্তন করতে পারবে না? আসবে নেগেটিভ রূপে কিন্তু তোমরা নেগেটিভকে পজিটিভ বৃত্তিতে বদলে দাও। আর যদি অস্থিরতার মধ্যে চলে আসছো, তার কারণ হলো - নেগেটিভ কথা শুনছো, ভাবছো, বলছো অথবা করছো। ওই রকম মডেল তোমরা বানিয়েছো না যে - না ভাববে, না দেখবে, না বলবে, না করবে। সাইলেন্সের পাওয়ার কি নেগেটিভকে পজিটিভে বদলে দিতে পারবে না? তোমাদের মন আর বুদ্ধি যেন এমন হয়ে যায় যাতে নেগেটিভ টাচ না করে, সেকেন্ডে পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই রকম তীব্র গতির অনুভব করতে পারো? মন আর বুদ্ধি এই রকম তীব্র গতির যন্ত্র হয়ে যাবে। হওয়া সম্ভব নাকি টাইম লাগবে? নাকি নেগেটিভ কথাবার্তা চলে এলে বলবে যে, একটু ভাবতে তো দাও, দেখে তো নিই সঠিকটা কী? কুইক স্পীড পরিবর্তন হয়ে যাবে - তাকেই বলা যাবে ব্রাহ্মণ জীবনের মজা, মৌজা। বেঁচে থাকতে যদি চাও তবে মৌজা বা আমোদ এর সাথে বাঁচো। ভেবে - ভেবে বেঁচে থাকা, তাকে বাঁচা বলে না। তোমরা অন্যদেরকে বলে থাকো যে, রাজযোগ হলো জীবন যাপনের কলা। তাহলে তোমরা তো হলে রাজযোগী তাই না! নাকি বলার জন্য কেবল? যখন রাজযোগ হলো জীবন যাপনের কলা, তাহলে রাজযোগীদের কলা কী? এটাই তো না? সুতরাং উৎসব পালন অর্থাৎ মৌজে থাকা। মনও মৌজে, তনও মৌজে, সম্বন্ধ-সম্পর্কও মৌজে।

অনেক বাচ্চারা বলে যে, নিজের হিসাবে তো আমি ঠিক থাকি, নিজের মৌজে থাকি, কিন্তু সম্বন্ধ - সম্পর্কে মৌজে থাকা, এটা কখনো কখনোই হয়। কিন্তু সম্বন্ধ - সম্পর্কেই তো হলো তোমাদের স্থিতির পেপার। স্টুডেন্ট যদি বলে যে, এমনিতে তো আমি হলাম পাশ উইথ অনার, কিন্তু পেপারের টাইমে মার্কস কম হয়ে যায়, তো এদেরকে কি বলা যাবে? তোমরা এই রকম তো নও তাই না? ফুল পাশ তো তোমরা তাই না? বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, যারা সদা বাবার কাছে থাকে, তারা হলো পাশ। কাছে না থাকলে তবে পাশও নয়। তাহলে সদা তোমরা কোথায় থাকো? দূরে থাকো, কাছে থাকো না! ডবল বিদেশীদেরকে তো ডবল পাশ হওয়া উচিত, তাই না? আচ্ছা।

তো ডবল বিদেশীরা এইবার হাই জাম্প লাগিয়ে দিয়েছে। মধুবনে হাই জাম্প দিয়ে পৌঁছে গেছে। (এই বার অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী সংখ্যক ডবল বিদেশী মধুবনে এসে পৌঁছেছে) আচ্ছা, ডবল বিদেশীদেরও কয়েকজনকে পটরানী (মেঝেতে গদি পেতে) হওয়ার চান্স তো খুব ভালোই প্রাপ্ত হয়েছে। পটরানী হওয়াতে মজা রয়েছে নাকি নেই? তোমাদের তো অ্যাটাচি এত বেশী রয়েছে যে, তাতেই মাথা রেখে শুতে পারো। কেননা একটা বড় একটা ছোট সূটকেস তো আনোই, ছোটটিকে তাহলে বালিশ বানিয়ে নাও। তাহলে জায়গা বেঁচে যাবে তাই না? ভালো লাগে, বাপদাদা সীন দেখতে থাকেন যে, কীভাবে ভারী ভারী অ্যাটাচি টেনে টেনে নিয়ে আসছে! সীন গুলো বেশ ভালোই লাগে! সপ্তমযুগে এই পরিশ্রমও হলো অল্প সময়ের জন্য, তারপরে তো প্রকৃতিও তোমাদের দাসী হবে। দাসীও তো অনেক সংখ্যায় থাকবে। তখন তোমাদের আর জিনিসপত্র বহন করে টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখন নিজেদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এই সময় তোমরা গুপ্ত বেশে রয়েছে, এখন তোমরা সেবানারী, এরপর রাজ্য অধিকারী হবে। তো সেবানারীদেরকে তো সব প্রকারের সেবা করতে হয়। যতখানি এখন তন, মন, ধন আর সম্পর্কের দ্বারা সেবা করবে, ততখানিই সেখানে সেবানারী প্রাপ্ত হবে। সব থেকে প্রথমে তো এই প্রকৃতির পাঁচটি তত্ত্বই তোমাদের সেবানারী হবে। নিজের রাজ্য ভাগ্য স্মৃতিতে আছে তো না? কতবার রাজ্য অধিকারী হয়েছে। অগণিতবার হয়েছে আর হতেও থাকবে। কিন্তু রাজ্য অধিকারীর থেকেও এখনকার সেবানারী জীবন হলো শ্রেষ্ঠ। কেননা এখন বাবা আর বাচ্চারা একসাথে আছে। যে কোনো প্রকারেরই সেবা হোক না কেন, সেবার প্রত্যক্ষ ফল এখন প্রাপ্ত হয়। বাবার স্নেহ, সহযোগ আর বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া খাজানা প্রত্যক্ষ ফলের রূপে প্রাপ্ত হয়। যখনই কোনো বিশেষ সেবা তোমরা করে থাকো আর যুক্তিযুক্ত সেবা হয় সেটা, তখন কতখানি আনন্দ হয়! সেই সময়ের চেহারার ফটো তোলা হলে সেটা কেমন হতো! সুতরাং একদিকে সেবা করছো, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ফল তোমার জন্য সদা প্রস্তুত আছেই আছে। এক হাত দিয়ে সেবা করছো আর অন্য হাতে সেবার ফল খাচ্ছো - এই রকম অনুভব হয়? নাকি সেবা করতেই অনেক পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে? সেবাতে অস্থির স্থিতি উৎপন্ন হয় নাকি হয় না? কখনো কখনো হয়। তো অস্থির স্থিতিই পরিপক্ক বানায়, অনুভাবী বানায়। দোনামনায় এইজন্যই আসছো কারণ কেবল বর্তমানকে দেখছো। কিন্তু বর্তমানের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো না। সেইজন্য অস্থিরতা এসে যাচ্ছে। যে কোনো বড়'র থেকেও বড় পরিস্থিতি বাস্তবে সামনের জন্য অনেক বড় পাঠ পড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি নয়, বরং সেটা হলো তোমাদের টিচার। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখো যে এই পরিস্থিতি কী পাঠ পড়িয়ে গেলো? একে বলা হয় নেগেটিভকে পজিটিভে

পরিবর্তন করা। কেবল পরিস্থিতিকে দেখেছে বলেই ঘাবড়ে যাচ্ছে। আর পরিস্থিতি মায়ার দ্বারা সর্বদা নতুন নতুন রূপে চলে আসবে। সেইভাবেই চলে আসবে না, যে রূপে এসেছিল, সেই রূপে আসবে না। নতুন রূপে আসবে। আর তাতেই তোমরা ঘাবড়ে যাও যে - এটা তো নতুন ঘটনা, এই রকম তো ঘটে না, এই রকম তো হওয়া উচিত নয়...। কিন্তু এটা জানবে যে, মায়া অস্তিম সময় পর্যন্ত বহুরূপী হয়ে বহুরূপ দেখাবে। মায়া খুব তাড়াতাড়ি বহুরূপী হতে পারে আর পারেও ভালো। তোমাদের স্থিতি যেমন হবে, পরিস্থিতি তেমনই তৈরী করে আসবে। মনে করো আজকে একটু আধটু উদাসীনতার জীবনে রয়েছে, তো মায়াও সেই উদাসীনতার পরিস্থিতির রূপে চলে আসবে। আজকে মুডটা একটু অফ রয়েছে, যেমন হওয়া উচিত সেই রকম নেই। তখন মুড অফ এর পরিস্থিতির রূপে চলে আসবে। তারপর ভাবে যে, আগেই তো আমি ভাবছিলাম, তাহলে এটা কী হলো? সেইজন্য মায়াকে সামনে, পিছনে, পাশে দেখে নেওয়ার জন্য এবং বুঝে যাওয়ার জন্য ত্রিকালদর্শী আর ত্রিনেত্রী হও।

তোমরা সবাই ত্রিনেত্রী আর ত্রিকালদর্শী তো না? ডবল ফরেনার্স তোমরা ত্রিকালদর্শী - ইয়েস অর নো? সত্যি কথা বলো (হ্যাঁ বাবা) নিজের ভাষাতে তো একথাটা তোমরা ভালোই বলো। সবাই খুশী তো? (হ্যাঁ বাবা) কেউ কেউ এটা ভাবছে না তো যে, পরের বছর এত ভীড়ের মধ্যে আসবো না? একটু পরের দিকে আসবো? সংগঠনের মজাও খুব সুন্দর। আসতে তো প্রোগ্রাম অনুযায়ীই হবে। খুব বেশী সংখ্যায় নয়, তবে এমন অভ্যাস থাকা উচিত যে সব কিছুর সাথে যেন অ্যাডজাস্ট করতে পারো। অ্যাডজাস্ট করার পাওয়ার সদা বিজয়ী বানিয়ে দেয়। ব্রহ্মা বাবাকে দেখো, বাচ্চাদের সাথে ছোট বাচ্চা হয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়া, বড়দের সাথে বড় হয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়া। বেগরী লাইফই হোক কিম্বা যখন সুযোগ সুবিধা এসে গেছে তখনকার লাইফ, দুই অবস্থাতেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়া আর খুশী মনে হওয়া, ভেবে চিন্তে নয়। এখানে তোমরা দুঃখী হও না ঠিকই, কিন্তু খুশীর বদলে একটু ভাবনাতে পড়ে যাও যে - এটা কী হলো, কী করে হলো...। তো যারা ভাবনা চিন্তায় পড়ে যায়, তাদের অ্যাডজাস্ট হওয়ার মজা পেতে কিছুটা সময় লেগে যায়। নিজেকে চেক করো যে, যেমনই পরিস্থিতি হোক, ভালো হোক কিম্বা আতঁনাদেরই হোক, সব সময়, সকল সারকামস্ট্যান্সের মধ্যে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারো? ডবল ফরেনারদের একাকী স্ব খুব পছন্দের আবার কম্প্যানিয়নও খুব ভালো লাগে। কিন্তু কম্পানীতে থাকো অথবা একাই থাকো, দুই অবস্থাতেই অ্যাডজাস্ট হওয়া - এটাই হলো ব্রাহ্মণ জীবন। এই রকম নয় যে, সংগঠনে এলে মাথা ভারী হয়ে যাচ্ছে - না, আমি একা থাকতে চাই, এত ডিস্টার্বেন্সের মধ্যে না, আলাদা একা থাকতে চাই...। মন হবে একাকী হতে চাইলে বহিমুখিতার থেকে অন্তর্মুখীতায় চলে যাও, তবে একা থাকতে পারবে। কেউ কেউ বলে না যে - আমার একার রুম চাই, আরেকজনের সাথে শেয়ার করেও নয়? একার রুম পেলেও আনন্দে ঘুমাও আবার দশ জনের মাঝেও যদি ঘুমাতে হয় তাও আনন্দের সাথে ঘুমাও। ফরেনার্স দশ জনের মাঝে ঘুমাতে পারবে নাকি মুশকিল? শুতে পারবে? (হ্যাঁ বাবা) আচ্ছা, এখন পরের বছর ২০ - ২০ কে একসাথে শুতে দেওয়া হবে। দেখো সময় বদলে যেতে থাকে আর বদলাবেও। দুনিয়ার পরিস্থিতি স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে আরও বেশী করে হবে। হতেই হবে। এখন কেবল একটি একটি স্থানে আলাদা আলাদা ভাবে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সব দিকে একসাথে শুরু হবে। তো অস্থির সময় তো আসতেই হবে। সময় স্পর্শকাতর হোক, কিন্তু তোমাদের নেচার যেন স্পর্শকাতর না হয়। কারো কারো নেচার বেশ স্পর্শকাতর হয়! এতটুকুও আওয়াজ হলো কি, এতটুকু কিছু হলো তো ডিস্টার্ব হয়ে গেল। এদেরকে বলা হয় স্পর্শকাতর স্থিতি, স্পর্শকাতর নেচার। তো স্পর্শকাতর চেহারা যেন না হয়। যেমন সময় সেই মতো নিজেকে অ্যাডজাস্ট যেন করতে পারো। এই অভ্যাস পরে গিয়ে তোমাদের অনেক বেশী করে কাজে আসবে। কারণ পরিস্থিতি সব সময় এক রকম থাকে না। আর তোমাদের ফাইনাল পেপার স্পর্শকাতর সময়েই হবে। আরামের সময়ে হওয়ার নয়। স্পর্শকাতর সময়েই হওয়ার। তো এখন যতখানি নিজেকে অ্যাডজাস্ট করবার শক্তি হবে তবে স্পর্শকাতর সময়ে পাশ উইথ অনার হতে পারবে। পেপার দীর্ঘ সময়ের নয়, পেপার তো হলো খুবই অল্প সময়ের। কিন্তু চতুর্দিকের স্পর্শকাতর পরিস্থিতি গুলির মাঝে থেকে পেপার দিতে হবে। সেইজন্য নিজেকে নেচার এর দিক থেকে শক্তিশালী বানাও। কী করবো, আমার নেচারই এই রকম, আমার অভ্যাসই এই রকম। এমন হলে হবে না। একে স্পর্শকাতর নেচার বলা হয়। দেখো, বাপদাদা স্থাপনার আদিতে সব কিছু অনুভব করে নিয়েছেন। যখন সূচনা হয়েছিল তখন রাজকুমার আর রাজকুমারীদের থেকেও বেশী লালন পালন, সাধন, সব কিছুর অনুভব করিয়েছিলেন, এর পরেও বেগরী লাইফেরও সম্পূর্ণ অনুভব করিয়েছিলেন। সুতরাং যারা দুয়েরই অনুভব করেছে তাদের অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে। তো তোমাদের সামনে তো এখনও এই রকম সময় আসেনি, কিন্তু আসবে। যেখানেই তোমরা থাকবে, সব স্থান নড়বে, সব আধার ভেঙে পড়বে। তো এই রকম টাইমে কী চাই? এক বাবারই আধার। তোমরা তো অনেক অনেক অনেক লাকী যে, তোমরা যখন এসেছে তখন সব সুযোগ সুবিধার উপকরণ আয়ত্তে এসে গেছে। সহজ সাধনের সাথে সাথে তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে। লৌকিক সাধন আর

সাধনা - সাধন গুলিকে দেখে সাধনকে ভুলে যেও না। কেননা শেষ পর্যন্ত সাধনাই কাজে আসবে। বুঝেছো? আচ্ছা।

চতুর্দিকের অমূল্য বিশেষ রত্নদেরকে, সর্বদা প্রতিদিন উৎসাহের উৎসব পালনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা স্ব-স্থিতি আর সেবার উল্লসিতে ব্যালেন্স রেখে রেসিংস্ এর অধিকারী আত্মাদেরকে, সদা পরিস্থিতিতে সহজে পার করতে পারে, এই রকম অচল, অটল, মহাবীর আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- সম্পূর্ণতার দ্বারা সম্পন্নতার প্রালঙ্কার অনুভব করতে পেরে সকল ঝামেলা গুলির থেকে মুক্ত ভব সঙ্গমযুগে সাগর গঙ্গার থেকে আলাদা নয়, গঙ্গা সাগরের থেকে আলাদা নয়। এই রকম সময়ে নদীর সাগরের সাথে মিলে যাওয়ার মেলা হয়। যারা এই মেলাতে থাকে, তারা সকল ঝামেলার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই মেলার অনুভব তারাই করতে পারে, যারা সমান হয়ে ওঠে। সমান হওয়া অর্থাৎ মিশে যাওয়া। যারা সদা স্নেহে সমাহিত থাকে, তারা সম্পূর্ণতা আর সম্পন্নতার প্রালঙ্কার অনুভব করে থাকে। কোনও প্রকারেরই অল্প কালের প্রালঙ্কার ইচ্ছা তাদের থাকে।

স্লোগান:- সর্বদা একমাত্র বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গে থাকো, তবে হোলিয়েস্ট আর হাইয়েস্ট হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে, সার্ভিস করার ইচ্ছা রেখে সম্পূর্ণ রূপে শ্রীমতের প্রতি অ্যাটেনশন (মনোযোগ) দাও, সংবাদপত্রে কোনো সার্ভিসের খবর বেরোলে সেটা পড়ে সার্ভিসে লেগে যাও"

*প্রশ্ন:- বাবার নাম তোমরা বাচ্চারা কখন উচ্ছল করতে পারবে?

*উত্তর:- যখন তোমাদের আচার-আচরণ খুব রয়্যাল আর পরিণত বুদ্ধি হবে। তোমাদের অর্থাৎ শক্তির আচরণ এমন হবে যেন ময়ূরী। তোমাদের মুখ থেকে সবসময়ই রক্ত বের করা উচিত, পাথর নয়। পাথর বের করে যারা তারা নাম বদনাম করে দেয়। তারপর তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবার হয়ে কোনো বিকর্ম যেন না হয় - এই বিষয়ে সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে।

*গীত:- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন....

ওম শান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে। স্মরণ করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে সাকারে এসো। তিনি কোন্ রূপ পরিবর্তন করবেন। এমনটা তো বলবে না যে, কচ্ছপ-মৎসের রূপ ধারণ করে এসো। না। এটা হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। আহ্বান করে পবিত্র করে তোলার জন্য। যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তবে কাকে আহ্বান করে? এই গান তো রেডিওতেও বাজে। কিন্তু কেউ-ই বোঝেনি। তোমরা বাচ্চারা তো এখন সংবাদপত্র ইত্যাদি পড় না। হয়ত লেখাপড়া জানা তথাপি সংবাদপত্র পড়ার শখ নেই। বাকি থাকল গোপ, তাদের মধ্যেও কারো-কারো সার্ভিস করার ইচ্ছা থাকে যে কীভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সার্ভিসের রাস্তা বের করা যায়। ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ তো অনেক আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোটির মধ্যে কেউ বেরোয় যে সংবাদপত্রে দেখে দ্রুত সার্ভিস করতে শুরু করে দেয়। বাবা রাইট হ্যান্ড করেছেন মাতাদের। গোপদের (ভাইয়েরা) মধ্যে খুব কম জনই সার্ভিসের জন্য এগিয়ে আসে, বিরলই কেউ কেউ যথার্থ রীতিতে শ্রীমতের প্রতি অ্যাটেনশন দেয়। এ হলো একটা পয়েন্ট - ব্রষ্টাচার আর শ্রেষ্ঠাচারের। ব্রষ্টাচারী আহ্বান করে - হে ভগবান, এসো, এসে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলো। সবাই অবশ্যই ব্রষ্টাচারী। বলাও হয় যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা। যেমন রাজা-রানী মানে গভর্নমেন্ট (সরকার) তথা প্রজা মানে জনগণ। সুতরাং বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে ভারত সবসময় শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, স্বর্গ ছিল। স্বর্গেও যদি ব্রষ্টাচার থাকে তবে তাকে কিভাবে স্বর্গ বলা যেতে পারে? স্বর্গ স্থাপনা নিশ্চয়ই বাবাই করবেন, যাঁকে স্মরণ করা হয়। ব্রষ্টাচারীই আহ্বান করে, শ্রেষ্ঠাচারী কখনও ডাকে না। ভারত অত্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। সুতরাং নরকে তো ব্রষ্টাচারীই হবে। শ্রেষ্ঠাচারীর প্রমাণ দেখাও। তোমরা চিত্র দেখাতে পারো - প্রকৃতপক্ষেই সত্যযুগে যথা রাজা রানী তথা প্রজা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখো শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তো না! নামই হলো স্বর্গ। দ্বাপরে এমন শ্রেষ্ঠাচারী রাজা-রানীদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করে। তবে নিশ্চয়ই নিজেরা ব্রষ্টাচারী। নিজেকে বলেও থাকে আমি ব্রষ্টাচারী, কামুক, ক্রোধী, পাপী। তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন....। ভারতেই ব্রষ্টাচারী, শ্রেষ্ঠাচারীর মহিমা করে থাকে। ব্রষ্টাচারী রাজাদের শ্রেষ্ঠা-চারী দেবতাদের মন্দির থাকে। মহিমা গায়ন, নমস্কার, বন্দনা, পূজা করতেই থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন ধর্ম স্থাপন করার জন্য উপর থেকে যে আত্মারা আসে তারা অবশ্যই সতোপ্রধান শ্রেষ্ঠাচারী হবে। মায়ার রাজ্য হলেও প্রথম-প্রথম যারা আসবে তারা অবশ্যই সতোপ্রধান হবে তবেই তো তাদের মহিমা করা হয়। তারপর সতঃ, রজঃ এবং তমঃ-তে আসে। দেবতারাও শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। প্রত্যেকেই সতঃ, রজঃ এবং তমঃ-র মধ্য দিয়ে আসতেই হবে, ব্রষ্টাচারী হতেই হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় - কিছু সংস্থা আছে যারা ব্রষ্টাচারকে বন্ধ করার জন্য পুরুষার্থ (প্রচেষ্টা) করছে। এখন শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করে আসছে। তোমরাই পূজ্য শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে তারপর তোমরাই ব্রষ্টাচারী পূজারী হয়ে পূজ্য দেবী-দেবতাদের বসে পূজা করছো। এখন তোমরা লিখতে পারো যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড ছিল। তারপর কলা কম হতে থাকে। ভারতকে নিচে নেমে আসতেই হয়। এই খেলা ভারতের জন্যই। অর্ধেক কল্প ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। সবসময় একরস অবস্থা থাকে না। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় তো আসতেই হবে ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে। তমোপ্রধান হয়ে যায়। বাবা বলেন যখন অতি মাত্রায় ব্রষ্টাচার হয় তখনই আমি আসি। পতিতকে ব্রষ্টাচারী, পবিত্রকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। এটা তো সম্পূর্ণ বোঝা যায়।

শ্রীমদ্ ভগবত বলা হয়। শ্রীমৎ কি করে? শ্রীমৎ শ্রেষ্ঠ রাজারও রাজা করে তোলে। বলা হয় এই মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলে তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। শুধু দেখো কিভাবে - খ্রীস্টের ৩ হাজার বছর আগে ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ

শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। ভারত সোনার চড়ুই পাখি ছিল। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা স্বর্গে সবসময় সুখী ছিল তারপর যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই ব্রষ্টাচারী হতে শুরু করে। নিজেরাও বলে থাকে আমার অফিসারদের মধ্যে ব্রষ্টাচার আছে। রাজা-রানী তো নেই যে বলবে প্রজাদের মধ্যে ব্রষ্টাচার আছে। এখানে তো চলছেই প্রজাদের উপরে প্রজার রাজ্য। সবাই ব্রষ্টাচারী। প্রথমে তো গভর্নমেন্ট (সরকার) শ্রেষ্ঠাচারী হওয়া উচিত। তাকে কে বানাবে ? এখন তোমরা গরিব বাচ্চারা নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছে। বাবা বলেন আমি এসে সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলি। ড্রামা অনুসারেই সম্পূর্ণ খেলা তৈরি হয়ে আছে। এরপরেও আবারও ঐ গীতা চিত্র ইত্যাদি তৈরি হবে। এখন বাংলায় কালী মন্দির আছে। কালী মা, মা করে প্রাণ দেয়। এই কালী মা বা চন্ডিকা দেবী কোথা থেকে এসেছে? নাম দেখো কেমন। যে ভাগিন্দি হয়ে যায় সে প্রজার মধ্যে চন্দাল হয়। কিন্তু যে এখানে থেকেও বিকর্ম ইত্যাদি করে সে রয়্যাল ঘরানার (রাজ পরিবারের) চন্দাল হয়। তবুও শেষে গিয়ে তারা মুকুট আর রয়্যাল ঘরানার পোশাক পায়, কেননা এখানে তাদের দণ্ডক তো নেওয়া হয় তাইনা, সেইজন্যই চন্ডিকা দেবীর পূজা হয়ে থাকে।

জ্ঞান তো খুব গুহ্য (গভীর) কিন্তু কেউ ধারণ করলে তবে তো! যেমন কোনো ব্যারিস্টার লক্ষ টাকা উপার্জন করে, কারো বা কোটও ছেঁড়াফাটা থাকে। এই পড়াশোনা হলো অসীম জগতের (বেহদের)। বাবা যা কিছু বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন একে সারে এনে (মূল বিষয়) ৫ মিনিটের বক্তব্য তৈরি করে সংবাদ পত্রে দেওয়া উচিত। এটাও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিল? বলতে পারবে না। কিছুই জানে না। তোমাদের অর্থাৎ শক্তিদের আচার-আচরণ এমন পরিণত হওয়া উচিত যেমন ময়ূরী চলাফেরা করে। মুখ দিয়ে রক্ত (জ্ঞানের) বের হবে, পাথর (কটু বাক্য) নয়। ওরা তো পাথর মারবে। তোমরা কখনও পাথর মেরো না। নাম বদনাম ক'রো না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাগি ক্লাস : - এখানে ভালো-মন্দ মানুষ আছে। সত্যযুগে এমন কথা বলা হয় না। মন্দ বা পাপ আত্মা শব্দ থাকবেই না। ওখানে হলো ভাইসলেস দুনিয়া। বাচ্চারা জানে - আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। এই ভারত যা দেবী-দেবতাদের রাজস্থান ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। মানুষ জানে না - এখন হলো সঙ্গম যুগ। এখন এখান থেকে নোঙর তোলা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার থেকে ওপারে চলে যাই। মাঝি আছে না ! নৌকাকে পারে নিয়ে যায়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে - অনেক ধাক্কা খেয়েছি। ভক্তরা জানে না যে - আমরা ধাক্কা খাই। ওরা তো দূরে-দূরে তীর্থ যাত্রায় যায়। বাচ্চারা তোমাদের শুধু স্মরণ করতে হবে। এমন নয় যে স্মরণ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আত্মাই পরমাত্মার প্রেমিকা হয়-এটা কেউ-ই জানে না। পরমাত্মা হলেন প্রেমিক (মাশুক)। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যেও এমন প্রেমিকা হয় যে প্রেমিককে স্মরণ করে। পুরুষার্থ করতে হবে - নিরন্তর স্মরণ করার। 'সিমরণ' (স্মরণ) শব্দটিও ভক্তি মার্গের। আমরা বাবাকে স্মরণ করি। প্রবৃত্তি মার্গের শব্দ হলো স্মরণ। এটাও খুব মিষ্টি। বাচ্চারা বলে আমরা ভুলে যাই। আরে, বাচ্চা খোড়াই এমনটা বলতে পারে যে আমি বাবাকে ভুলে যাই। স্মরণ করা তো খুব ভালো। নিজের সাথে কথা বলা উচিত। তোমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছে। খুশি হওয়া উচিত। যাঁর জন্য বলে থাকো - তুমিই মাতা-পিতা...। পূর্বের মতোই আমরা উত্তরাধিকার (বর্সা) পাচ্ছি। স্মরণেই পরিশ্রম করতে হয়। এতে তোমাদের অনেক বড় আমদানি, অনেক বড় প্রাপ্তি হয়। শুধুমাত্র চুপ করে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা।

২) তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছাড়া আর কারো জানা নেই যে সঙ্গম যুগ কখন হয়। এই কল্পের সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। বাবা এসে রাজযোগ শেখান। সত্যযুগের জন্য আগে অবশ্যই সঙ্গম যুগ আসবে। ওরাও মানুষ, তার মধ্যে কেউ কনিষ্ঠ, কেউ উত্তম। তাদের (দেবতাদের মূর্তি) সম্মুখে মহিমা গাওয়া হয় তুমি পুরুষোত্তম, আমরা কনিষ্ঠ (ক্ষুদ্র) নিজেরাই নিজদের বলে আমি এইরকম, ঐরকম। এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ সম্পর্কে তোমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ জানে না। এরজন্য অ্যাডভার্টাইজ (বিজ্ঞাপন) কিভাবে দিতে পারো যাতে মানুষ এর সম্পর্কে জানতে পারবে। সঙ্গম যুগে ভগবান এসেই রাজযোগ শেখান। তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগ শিখছি। এখন এমন কি যুক্তি তৈরি করা যায় যাতে মানুষ জানতে পারে। এটাও হবে কিন্তু ধীরে। এখনও সময় আছে। অনেকেই চলে গেছে অল্প কিছু রয়েছে ...। আমরা মানুষকে বলি দ্রুত পুরুষার্থ করতে। জ্ঞান তো সেকেন্ডে পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে তোমরা ঐ সময়েই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাবে। কিন্তু তোমাদের মাথায় অর্ধ কল্পের পাপ জমা হয়ে আছে, সেটা খোড়াই সেকেন্ডে মিটে যাবে। এতে সময় লাগে। মানুষ মনে করে এখনও সময় আছে, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে কেন যাব। ভাগ্যে না থাকলে লিটারেচার (ম্যাগাজিন, প্যামফ্লেট) থেকেও উল্টো কথা তুলে নেয়। তোমরা বুঝেছো যে, এটা হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। হীরে তুল্য গায়ন

আছে না। এরপর কম হয়ে যায়। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ। এই সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড এজ। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ। তোমরা জানো যে স্বর্গ থেকেও এই সঙ্গম যুগ ভালো, হীরে তুল্য জন্ম। অমরলোকের গায়ন আছে না! তারপর কম হতে থাকে। সুতরাং তোমরা এটাও লিখতে পারো যে, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড, সত্যযুগ গোল্ডেন, ত্রেতা সিলভার.....। তোমরা এটাও বোঝাতে পারো - সঙ্গমেই আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে উঠি। আট রত্নের আংটি তৈরি করলে ডায়মন্ডকে (হীরা) মাঝখানে রাখা হয়। সঙ্গম যুগের প্রদর্শনী হয়। সঙ্গম যুগ হলোই হীরে তুল্য। হীরের মান সঙ্গম যুগেই হয়। যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় যাকে স্পিরিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) যোগ বলা হয়। কিন্তু স্পিরিচুয়াল তো হলেন ফাদার। রুহানী (আত্মিক) ফাদার আর রুহানী নলেজ এই সঙ্গম যুগেই পাওয়া যায়। মানুষের, যাদের মধ্যে দেহ-অহঙ্কার আছে, তারা এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে মেনে নেবে। গরিবদের বোঝানো যায়। সুতরাং এটা লেখা উচিত যে সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড। এর আয়ু এতো। সত্যযুগ গোল্ডেন এজ তার আয়ু এতো। শাস্ত্রেও স্বস্তিকা থাকে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এইসব স্মরণে থাকলে কতটা খুশি হওয়া উচিত। স্টুডেন্টদের খুশি হয় তাইনা। স্টুডেন্টস লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ (ছাত্র জীবন সবচেয়ে সেরা)। এখানে তো সোর্স অফ ইনকাম আছে। এটা হলো মানব থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। দেবতারা বিশ্বের মালিক ছিল। এটাও তোমরা জানো। সুতরাং অগাধ খুশি হওয়া উচিত, সেইজন্যই গায়ন আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখ সম্পর্কে গোপী বল্লভের গোপ-গোপিনীদের জিজ্ঞাসা করো। টিচার শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করান তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করা উচিত। ভগবান পড়ান তারপর ভগবান-ই সঙ্গে করে নিয়ে যান। তাঁকে আহ্বান করে বলে হে লিবরেটর (মুক্তিদাতা), গাইড। দুঃখ থেকে মুক্ত করো। সত্যযুগে দুঃখই হয়না। বলা হয় বিশ্বে শান্তি আসুক। ওদের বলা, এর আগে কবে ছিল শান্তি? সেই সময় কোন্ যুগ ছিল? কারো জানা নেই। রাম রাজ্য সত্যযুগ, রাবণ রাজ্য কলিযুগ। এটা তো জানো না ! বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের অনুভব শোনানো উচিত। অন্তরের কথা কি যে শোনাবো। অসীম জগতের বাদশাহী প্রদানকারী অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছি আর কি অনুভব বর্ণনা করবো ! অন্য কোনো কথাই আর নেই। এর মতো খুশি আর কিছু হয়না। কখনও কারো প্রতি রুষ্ট হয়ে বাস্তবে ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। এ যেন নিজের ভাগ্যের উপর রুষ্ট হওয়ার মতো। পড়াশোনার প্রতি রুষ্ট হলে কী শিখবে? বাবাকে পড়াতেই হবে - ব্রহ্মার দ্বারা। সুতরাং একে অপরের প্রতি কখনোই রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। এটা হলো মায়া। যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন তো পড়ে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাপ ও দাদার স্নেহ স্মরণ আর শুভরাত্রি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতের প্রতি শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করতে হবে। এমন চালচলন যেন না হয় যাতে নাম বদনাম হয়। মুখ দিয়ে সবসময়ই রত্ন বের করা উচিত, পাথর (কটু বাক্য) নয়।

২) বেহদের গুহ্য পড়াশোনাকে বিস্তারিত ভাবে শুনে তাকে সারে (মূল বিষয়ে) সমাহিত করে অন্যদের সেবা করতে হবে। শ্রীমতের প্রতি সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের কর্ম আর স্থিতির দ্বারা ব্রহ্মা বাবাকে স্পষ্ট দেখিয়ে থাকা মাস্টার ব্রহ্মা ভব যেমন ব্রহ্মা বাবার সংস্কার ছিল "প্রথমে (পহলে আপ) আপনি "। যে কোনো স্থানে প্রথমে বাচ্চারা, প্রতিটি বিষয়ে বাচ্চাদের নিজের থেকে এগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু শুধুই বলা নয়, শুভানুধ্যায়ীর অনুভব নিয়ে। সে করেছে সেটাও বাবার সেবা, আমি করলেও সেটা বাবার সেবা। আমি এগিয়ে যাব, না। অন্যদের এগিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাও। যখন প্রত্যেকের মধ্যে এই ভাবনা আসবে তখনই বলা হবে মাস্টার ব্রহ্মা। তখন কেউ আর বলবে না যে আমরা ব্রহ্মাকে দেখিনি। তোমাদের কর্ম, তোমাদের স্থিতি ব্রহ্মা বাবাকে স্পষ্ট দেখাবে। (প্রত্যক্ষ করাবে)।

স্নোগানঃ:- একাগ্রতার দূত সঙ্কল্পের দ্বারা সাগরের অতলে চলে যাও তবেই অনুভবের হীরে মুক্তো প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে পড়াশোনায় তৎপর থাকো, শ্রীমতানুসারে সদা চলতে থাকো তবেই তোমাদের ভাগ্য অত্যন্ত উচ্চ হয়ে যাবে, এই সময় হলো নিজের সৌভাগ্য গঠন করার"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের উচ্চ সৌভাগ্য কোনটি, যার আধারে তোমরা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যকে জেনে যাও?

*উত্তরঃ - স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া - এ হলো সবথেকে উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) ভাগ্য। তোমরা ব্রাহ্মণেরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। তোমরা নিজেদের সৌভাগ্যকেও জানো তো সমগ্র সৃষ্টির সৌভাগ্যকেও জানো। বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হীরের সমান সৌভাগ্য গঠন করতে। স্মৃতিতে যেন থাকে যে স্বয়ং ভগবান আমাদের সৌভাগ্য বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন তবেই সৌভাগ্য তৈরী হতে থাকবে।

*গীতঃ- আগামী কালের তোমরা....

ওম শান্তি । বাচ্চারা গানের দু'চারটি শব্দ শুনেছে। শুনলেই নিজের সৌভাগ্যের নেশা চড়ে যাওয়া উচিত। এ হলো অবিনাশী নেশা, নেমে যাওয়া উচিত নয়। কোনো মানুষ যখন ধনবান, পদমপতি হয় তখন তার রাত-দিন নেশা থাকে -- আমি অত্যন্ত ধনশালী, সম্পদশালী। নেশা চড়েই সম্পদের। তাহলে বাবা হলো সৌভাগ্য গঠনকারী। এখন তো ভাগ্য নষ্ট হয়ে রয়েছে। কড়িতুল্য ভাগ্য নাকি হীরেতুল্য ভাগ্য, তা তোমরা জাজ (বিচার) করতে পারো। অসীম জগতের বাবা সম্মুখে বসে সৌভাগ্য গঠন করেন। তা তোমরা দেখে থাকো, জেনে থাকো। পরমপিতা পরমাত্মাকে দেখো বা জানো ? বাচ্চারা জানে, আমরা হলাম আত্মা। অবশ্যই আত্মাকে দেখেনা কিন্তু নিশ্চয় রয়েছে আমরা হলাম আত্মা, স্টারের মতন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে থাকে। বাচ্চারা, এই সময় তোমাদেরকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। এই দেহতে বসবাসকারীকে আত্মা-দেহী বলা হয়ে থাকে। আত্মার অভিমান রয়েছে যে আমাদের সঙ্গে পরমপিতা পরমাত্মা এসে মিলিত হয়েছেন। বাচ্চারা বাবার কাছে জন্ম নেয় তখন উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। তারপর কেউ তো পাই-পয়সার ভাগ্য পেয়ে যায়, কেউ তো কিছুই পায় না। কেবল জন্মই হয়। কেউ-কেউ আছে যাদের ৫-৬টি বাচ্চা রয়েছে। ডাক (চাকরীর) কম পায় তখন মনে করে আমাদের ভাগ্যে এই ছিল। অন্যদের দেখে -- তাদের ভাগ্যে কত মহল-অট্টালিকা, মুকুট বা সিংহাসন রয়েছে। মানুষের ভাগ্যের ভ্যারাইটি (বিবিধতা) রয়েছে, তাই না ! তাহলে এখন তোমরা নিজের ভাগ্যকে জানো যে কোন্ ভাগ্যের জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। ধনের জন্য, সুখের জন্য। মানুষ পুরুষার্থ করেই। ধনবান মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন ভালো ভালো ডাক্তারেরা ওষুধপত্র দেয়। মনে করে ধনের দ্বারা ভালো ওষুধপত্র পাওয়া যাবে। তাহলে ধনের কথাই হয়ে থাকে, তাই না ! তোমরা অত্যন্ত ভালো সৌভাগ্য তৈরি করো শ্রীমতের দ্বারা। বাচ্চারা জানে বাবা উচ্চ থেকে উচ্চ ভাগ্য তৈরি করেন কারণ স্বয়ং হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ)। এখন তোমরা ঔনার সম্মুখে বসে রয়েছে, তাই না? মা বাবার ঘরে বসে রয়েছে। কোনো রাজা রানী থাকলে তখন তারা মনে করে আমরা এমন কর্ম করেছি যে রাজত্বের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে আমরা যে এই লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র দেখি তারাও অবশ্যই পূর্ব জন্মে সৌভাগ্য গঠন করেছিলেন। তোমাদের এই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিতে এ'কথা আসে না। মানুষ এত ধনবান মানুষ হয়েছে, তাদের এই ভাগ্য কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে? বলবে এমন কার্য করেছে যে এত ধনবান হয়ে গেছে। কর্মের ফল আছে, তাই না ! গায়নও করে থাকে যে কর্মের গতি হলো পৃথক। মানুষ পূর্বের কর্ম অনুসারেই ভোগে। এখন তোমরা বড় থেকেও বড় লক্ষ্মীনারায়ণের সৌভাগ্যের তুলনা করে। এই যে সত্যযুগের মালিক হয়েছে, এঁদের এরকম কর্মের গতি কে বানিয়েছেন যে বিশ্বের মালিক হয়ে গেছেন। তোমরা সমগ্র চক্রকে জেনে গেছো।

তোমরা ব্রাহ্মণেরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। অন্য ব্রাহ্মণেরা তো স্বদর্শন চক্রধারী হবে না। তারাও ব্রাহ্মণ, তোমরাও হলে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার মুখ বংশজাত। অবশ্যই ব্রহ্মাও কারোর সন্তান হবে। তিনি হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন রচয়িতা, ঔনার কোনো বাবা নেই। তাহলে এখন তোমাদের সৌভাগ্য গঠন করেন পরমপিতা পরমাত্মা। বাবার থেকেই সৌভাগ্য তৈরি হয়। কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদিদের থেকে হয় না। কারোর হতে পারে। যদি সে অ্যাডপ্ট করে তবেই। বাচ্চারা, তোমাদেরও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে, ড্রামা অনুসারে পূর্বকল্পের মতন। ঔনার থেকে উঁচু কেউ নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার এত সন্তান, ঢের ঢের। তাদের বাবার থেকে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ? তোমরা বোঝ যে শিববাবা হলেন সকল আত্মাদের বাবা আর ব্রহ্মা হলেন সকল জীব আত্মাদের বাবা। তোমরা এখানে ভাই বোন হয়ে যাও। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের বলেন -- দেখেছো, তোমাদের ভাগ্য কত উঁচু।

আমি তোমাদের পড়িয়ে কত সৌভাগ্যশালী বানিয়ে দিই। অবশ্যই সত্যযুগের আদিতে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বা এই স্বর্গবাসীদের রাজধানী ছিল। তাদের কত উচ্চ ভাগ্য বানিয়ে দিয়েছি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই রহস্য রয়েছে যে শিববাবা ওনাদের উচ্চ সৌভাগ্য তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই সৌভাগ্য ভোগ করে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছেন। এখন পুনরায় সেই সৌভাগ্যই গঠন করছেন। এ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। জ্ঞানেরসাগর শিববাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারে না। এমন পিতা কত লাভলী(সুন্দর)। বাবাও বলেন তোমরাও হলে লাভলী বাচ্চা। তোমাদের আমি আদেশ করি যে নিরন্তর আমায় স্মরণ করার অভ্যাস করো, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে শিববাবা এখন এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে সম্মুখে রয়েছেন। বাবা বুঝিয়েছেন, আমি তো সদাই নিরাকার। আমার নাম হলোই শিব। আমি সাকারে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না। এখন আমি এসেছি। তোমরা জানো কে কথা বলছে। তোমাদের বুদ্ধি উপরে চলে যায়। সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন সৌভাগ্য গঠনকারী। হেভেনলী গডফাদার হেভেন স্থাপন করবেন, তাই না ! তোমরা জানো বাবা কিভাবে ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে সম্মুখে এসে কথা বলেন। তিনি বলেন -- আদরের বাচ্চারা, এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়েছে। আত্মা শোনে। আত্মাই জানে যে এ হলো যথার্থ কথা। বাবা বলেন -- যতখানি পারবে আমায় স্মরণ করো আর সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ তোমাদেরকেই দিয়ে থাকি। কারোর ভালো মতন ধারণা হয়, কেউ ভুলে যায়। এখন তোমরা বসে রয়েছে, তোমাদের এই জ্ঞান অমৃত প্রদান করছি অথবা পড়াশোনা করাচ্ছি। সম্মুখে শিববাবা বসে রয়েছেন। তিনি জনম-মরণে আসেন না। তোমাদের জন্ম বাই জন্ম (প্রতি জন্মে) নাম, রূপ, দেশ, কাল বদল হতে থাকে। ফীচার্স (চেহারা) সদাই আলাদারকমের প্রাপ্ত হয়। এ হলো কত গোপন সূক্ষ্ম কথা। তোমাদের আত্মা প্রতিমূহুর্তে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নেয়। এই সময় যে রূপ তোমাদের রয়েছে অন্য জন্মে তা থাকবে না। একটিও মিলবে না অন্যের সঙ্গে। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় নেয় তখন তার অ্যাক্টিভিটি, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সবকিছুই বদল হয়ে যায়। আত্মাকে কত বিভিন্ন রকমের ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল, অ্যাক্টিভিটির দ্বারা ভূমিকা পালন করতে হয়। অ্যাক্টিভিটিও বদল হতে থাকে -- কখনো রাজার, কখনো ফকিরের। এমন নয় যে কখনো কুকুর-বিড়ালও হবে। না। এখন তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। এই মাম্মা-বাবাও পুরুষার্থ করছেন। তারপর ভবিষ্যতে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। আমরাও যতখানি নিজের ভাগ্য বানানোর জন্য পুরুষার্থ করবো ততই প্রচুর পরিমাণে সুখ প্রাপ্ত হবে। এ হলো অনেক বেশি পরিমাণে উপার্জন। ওরা তো অল্প কালের সুখের জন্য পড়াশোনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হবে। পরজন্মের তো কথাই নেই। সেও হবে, নাও হতে না, হতেও পারে। তোমরা তো বোঝো যে আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গে অবশ্যই যাবো। তখন সেখানে দেবী-দেবতা বলা হবে। একথা কখনো ভুলবেনা যে বাবার থেকে আমরা স্বর্গের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। উচ্চ থেকে উচ্চ হয়েই দেখাবো। গডফাদার পড়িয়ে থাকেন, আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্য নিজের প্রালঙ্ক তৈরী করবো। এই সময় যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ ভাগ্য তৈরি করতে পারবে। সেই ভাগ্য প্রতিকল্পে বজয় থাকবে। সেই জন্য এই সময় সৌভাগ্যের জন্য ভালো পুরুষার্থ করা উচিত। এ হলো বড় উচ্চ সৌভাগ্য। প্রচুর সুখ আছে। অবশ্যই এখানে কারোর কাছে কোটি রয়েছে কিন্তু সামান্যতম সুখ নেই। ওখানে তো সম্পূর্ণ শান্তি আরামে প্রালঙ্ক (ফল) ভোগ করবে। এখানে তো কত বিপর্যয় আসতেই থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে একদম দেউলিয়া হয়ে যায়। মারা যেতে থাকবে। অবশ্যই ইনশিয়ার করে কিন্তু ইনশিয়ারেন্স কোম্পানীও কি করতে পারে? হিরোশিমার কি অবস্থা হয়েছিল! কত মানুষ মারা গিয়েছিল! ইনশিওরেন্স কোম্পানীও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এখানেও এরকমই হবে। সব শেষ হয়ে যাবে। ইনশিওরেন্স কোম্পানীও কাকে কাকে পয়সা দেবে? কোন্ দুই একজনের প্রদীপ জ্বালবে?

মানুষের কত অন্ধবিশ্বাস ! বিশিষ্ট (গণ্যমান্য) ব্যক্তিদের অনেক সম্মান। ঋষি-মুনিদের তাদের থেকেও বড় বলে মনে করে। রিলিজিয়ানকে (ধর্ম) না মানলেও সন্ত্যাসীদের অবশ্যই নমন করে থাকে। সাধুদের সামনে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবে। সাধু তাদের সামনে করবে না কারণ মনে করে -- আমি হলাম উচ্চ পবিত্র। এই বাবা বলেন আমার আদরের বাচ্চারা -- আমি বাচ্চাদেরকে নমস্কার করি। তোমরা তো হলে আমার শির মুকুট। তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক হলে তোমরা। তোমরা হলে ডবল মালিক। আমি হলাম সিঙ্গেল, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এইরকম কথা বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারে না। তাহলে এইরকম বাবাকে কতই না স্মরণ করা উচিত, যাঁর মাধ্যমে এইরকম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা বলেন -- দেখো, কত বাচ্চারা এখান থেকে চলে যায়। তারপর ৬ মাসে পরেও বাবাকে খুব কম জনই পত্র লেখে। আরে, প্রাণ প্রদানকারী প্রাণের থেকেও প্রিয় বাবাকে পত্র লেখে না। স্ত্রী-পুরুষ একে-অপরকে পত্র লেখে তখন বলে প্রাণেশ্বর অমুক, বাস্তবে সে তো কোনো প্রাণেশ্বর নয়। প্রাণেশ্বর হলেন একমাত্র বাবাই। সকল প্রাণের ঈশ্বর বাবা হলেন অদ্বিতীয়। তিনি বলেন প্রাণেশ্বর বাচ্চারা অর্থাৎ প্রাণ রক্ষাকারী ঈশ্বরের বাচ্চারা। বাচ্চারা বলে থাকে প্রাণেশ্বর

বাবা, আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী বাবা। এখান থেকেই এই নামকরণ হয়েছে। ভারতেই এমন প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরী লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তারা তাহয় না। প্রাণের দান তো বাবাই দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন তোমরা যখন আমার হয়ে যাও তারপর তোমাদের কেউ দুঃখ দিতে পারবে না। আল্লাই দুঃখ পায়, আল্লাই ফিল করে যে বাবা কতো ভালোবেসে বুঝিয়ে থাকেন। স্মরণও তাঁকে করে, মহিমাও করে থাকে। মাশ্বাকেও কত স্মরণ করে। যারা অনেকের জন্য ভালো সার্ভিস করে তাদের কত উচ্চ পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। তারপর তাদের পরে দ্বিতীয় নম্বরে হলো যারা সার্ভিসে বাবাকে ফলো করে। তোমাদের অত্যন্ত দয়ালু হতে হবে। যেমনভাবে বাবা আমাদের তৈরি করেছেন, আমরাও আবার অন্যদেরও তৈরি করবো। কত বড় প্রপার্টির প্রাপ্তি হয় -- স্বর্গের রাজধানী ! ওখানে আমরা এত ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাই যে সোনা-হীরের মহল নির্মাণ করবো। একটি মায়া জাদুকরের খেলা দেখানো হয়। সে দেখে সোনার ইঁট পড়ে রয়েছে, অল্প নিয়ে যাই। তোমরাও সাফাৎকারে স্বর্গে হীরে-জহরতের মহল দেখো। সোনার খনি দেখো তখন মনে করো অল্প নিয়ে যাই। সূক্ষ্মলোকে সোনা পাওয়া যায় না। সোনা থাকে বৈকর্ণে। তোমরা জানো ওখানে আমরা বিমানে করে গিয়ে খনি থেকে সোনা ভরে নিয়ে আসবো। সোনার বড়-বড় ইঁটও হয়। এখনো বড়-বড়দের(ধনী) কাছে সোনা তো পড়ে রয়েছে, তাইনা ! ভারতকে সোনা-রূপো তো অবশ্যই রাখতে হবে। সকলের কাছে বড় বড় গুহা (গুপ্ত স্থান) তৈরি করা রয়েছে, যেখানে থেকে কেউ লুট করতে না পারে। আগুনে জ্বলতে না পারে। তাহলে ওইসব ভবিষ্যতে তোমাদের হাতে চলে আসবে। যে এরোপ্লেন ইত্যাদির দ্বারা এখন বোমা ইত্যাদি বর্ষণ করা হয় বিনাশের জন্য, সেই জিনিসই আবার সুখের জন্য নিমিত্ত হয়ে যাবে। সত্যযুগে এ'সব ছিল তারপর প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আবার তৈরি হচ্ছে। তোমরা জানো কিভাবে খনিগুলি থেকে গিয়ে নিয়ে আসা হয়। খনিগুলি সব নতুন হয়ে যায়। এখন তো পুরোনো। তাই এমন ভাগ্য গঠনকারী বাবার থেকে পুরোপুরি সৌভাগ্য নিয়ে নেওয়া উচিত। এতে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাবা বলেন একের প্রতি মোহ নিবদ্ধ করো। স্বর্গকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) নিজের উচ্চ সৌভাগ্য গঠনের জন্য গাফিলতি করা উচিত নয়। শ্রীমতানুসারে ভালোভাবে চলে পড়াশোনার আধারে উচ্চ সৌভাগ্য গঠন করতে হবে।

২) প্রাণেশ্বর পিতার স্মরণে থেকে সকলকে প্রাণ দান করতে হবে। সকলের প্রাণ রক্ষা করতে হবে। কাউকে দুঃখী করা উচিত নয়।

বরদান:- মালিকভাবের স্থিতিতে থেকে প্রকৃতির দ্বারা সহযোগের মালা পরিধানকারী প্রকৃতি-জিৎ ভব এখন থেকে প্রকৃতি তোমাদের অর্থাৎ মালিকদের আহ্বান করছে, চারিদিকের প্রকৃতির তত্ত্ব অস্থিরতার সৃষ্টি করবে কিন্তু যেখানে তোমরা প্রকৃতির মালিক হবে সেখানে প্রকৃতি দাসী হয়ে সেবা করবে, তোমরা কেবল প্রকৃতিজিৎ হয়ে যাও তবেই প্রকৃতি সহযোগের মালা পরাবে। যেখানে তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিজিৎ ব্রাহ্মণদের পা থাকবে, জায়গা থাকবে সেখানে কোনো ক্ষতি হতে পারে না। তুফান আসবে, ধরনী আন্দোলিত হবে কিন্তু বাইরে শূল (বড় বিপর্যয়) হবে আর এখানে কাঁটা (সামান্য অসুবিধা)। সকলেই তোমাদের দিকে স্থূল, সূক্ষ্ম সাহারা নেওয়ার জন্য ছুটবে।

স্লোগান:- যদি অলৌকিক সুখ বা মনরসের অনুভব করতে হয়, তবে মন্মনাভব'র স্থিতিতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদেরকে পবিত্র জীবাশ্মা হতে হবে। এইসময় কোনও পবিত্র জীবাশ্মা নেই, এইজন্য কেউ নিজেদেরকে মহাশ্মাও বলতে পারবে না”

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগী রাজত্বের পুরস্কার কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - যারা শ্রীমৎ অনুসারে স্মরণের রেস্ (প্রতিযোগিতা) করে নম্বর-ওয়ান হয়, তাদেরই রাজত্বের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। দ্রুত গতিতে পুরুষার্থ করলে রেজিষ্টারে ভালো নাম হবে আর পুরস্কারের অধিকারী হতে পারবে। বাচ্চারা তোমরা দূরদর্শী হয়ে অনেক দূরের রেস্ করো। এক সেকেন্ডে শেষ সীমানা (পরম ধাম পর্যন্ত) পৌঁছে পুনরায় ফিরে আসতে পারো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - প্রথমে আমরা মুক্তিতে যাবো, তারপর জীবন্মুক্তিতে আসবো। তোমাদের মতো রেস্ আর কেউ করতে পারবে না।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । এটা কারা বুঝতে পারবে যে অবশেষে সেই দিন এলো আজ? বাচ্চারা বুঝতে পারবে যে অবশেষে সেই দিন এলো আজ, তাই তো এখন আমরা বাবার সম্মুখে আসতে পেরেছি। এই কথাটি আশ্মা বলছে এই শরীরের দ্বারা। এখন তোমরা বসে আছো, জানো যে আমরা আশ্মারা এখন পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছি। হুবহু পাঁচ হাজার বছর আগেও আমরা আশ্মারা অর্থাৎ জীবাশ্মারা পরমাত্মার সম্মুখে এসে মিলিত হয়েছিলাম। আশ্মা বলছে যে - এটা হলো আমার শরীর। শরীর বলবে না যে - এটা হল আমার আশ্মা। আমাদের অর্থাৎ আশ্মাদের বাবা অবশেষে আজ এসেছেন। তাঁকে অবশ্যই আসতে হবে, ভক্তির পর জ্ঞান প্রদান করার জন্য। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি করার জন্য অবশেষে তিনি এসেছেন। এটা সমগ্র দুনিয়ার মানুষ জানে না। তিনি সমগ্র দুনিয়ার সামনে আসেন না। বাচ্চারা তোমাদেরও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে বাবার প্রতি নিশ্চয় আছে। প্রথমে তো নিজেকে আশ্মা নিশ্চয় করে, তারপর নিশ্চয় করে আমাদের বাবা পুনরায় এসেছেন। তোমরা বুঝতে পারো যে এইভাবেই সবাই নিশ্চয় করবে। কিন্তু এইরকম হয় না। এটা এমনই বিচিত্র যে বারংবার ভুলে যায়। আমরা হলাম আশ্মা - পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে আছি - এটা ভুলে যায়। এটা তো দুনিয়ার সবাই জানে যে পতিত জীবাশ্মাদেরকে পাবন বানাতে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। জীবাশ্মারা, পতিত আশ্মাদেরকে পবিত্র বানাতে আসে না। সবাই হলো জীবাশ্মা, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এক বাবা-ই, তাঁকে জীব বলা হবে না কেননা তাঁর কোনও স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর নেই। এটা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা যে নামধারীদের দেখেছো, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের চিত্র দেখেছো, তারা সূক্ষ্ম বতনে থাকেন। তারাও হলেন সূক্ষ্ম জীবাশ্মা। এটা বড়ই বোঝার বিষয়। সাধারণ মানুষ যদিও বলে দেয় যে অমুক মহাশ্মা। কিন্তু পতিত দুনিয়াতে মহাশ্মা কোথা থেকে আসবে! এখানে কোনও সুপ্রীম পাবন থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, সুপ্রীম বাবা পাবন বানিয়ে গেছেন। সত্যযুগে অর্থাৎ আদিতে দেবী-দেবতারা ছিলেন। এটা তো অবশ্যই বুঝতে পারো যে পবিত্র আশ্মারা ছিলেন, এখন পতিত জীবাশ্মারা আছে। পবিত্র জীবাশ্মারাও ছিল। স্পষ্টভাবেই সত্যযুগ আদিতে সৃষ্টিতে পবিত্র জীবাশ্মারা ছিলেন। তাদেরকে মহাশ্মা বলা হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন পতিত দুনিয়াতে কোনও মহাশ্মা থাকতে পারে না। সবাই হল পতিত জীবাশ্মা। পতিত জীবাশ্মা অবশ্যই অন্যদেরকেও পতিতই বানাবে। সেখানে পবিত্র জীবাশ্মারা থাকে। তাহলে কি করবে? এমন নয় যে সেখানে তারা পবিত্র জীবাশ্মা বানাবে। না। সেখানে তো পবিত্র বানানোর কথাই নেই। এই সময় সবাই পবিত্র জীবাশ্মা হয়। সেখানে সবাই তো হল পাবন। এতটা পাবন কে বানাতে পারেন? বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা যখন দেবী-দেবতা ছিলে তখন পাবন ছিলে। এখানে এসে পতিত হয়েছো। এটা হলই পাপ জীবাশ্মাদের দুনিয়া। শব্দটি খুব ক্রিয়ার করে বোঝাতে হবে - পাপ জীবাশ্মা, কেননা এখন আশ্মাও হল পতিত, শরীরও হল পতিত। সেখানে আবার কাউকে মহাশ্মা বলা হবে না। সেখানে তো সবাই হল পবিত্র, বলাই হয় - দেবী-দেবতা। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, অহিংসা পরম ধর্ম জীবাশ্মা। সম্পূর্ণ নির্বিকারী মানে সম্পূর্ণ পবিত্র। বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকার জন্য পুরুষার্থ করে। ভালো ভালো সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, যাদেরকে মহাশ্মা বলা যায়। পবিত্র থাকার জন্য আলাদা থাকে। কিন্তু তারা তো হল নিবৃত্তি মার্গের। ভক্তিমার্গে তাদেরকে মহাশ্মা বলা হয়, জ্ঞান মার্গে নয়। জ্ঞান আর ভক্তি দুটি আলাদা আলাদা গাওয়া হয়ে থাকে। অর্ধেক কল্প সত্যযুগ ত্রেতাতে জ্ঞানের প্রালম্ব থাকে, এখানে হলো ভক্তির প্রালম্ব। এটা হলো ভক্তি মার্গ। প্রথমে ভক্তিও অব্যভিচারী হয়, তারপর অন্তে তমোপ্রধান ব্যভিচারী ভক্তি হয়। এখন ব্যভিচারী ভক্তির অন্ত হবে, তাই বাবা এসেছেন। বাবা একবারের জন্য এসে জ্ঞানের দ্বারা অর্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের প্রালম্ব বানান। তোমরা নম্বর ওয়ান পুরুষার্থ করছো। কেউ কেউ তো

রাজা-রানী, কেউ আবার প্রজা বা দাস-দাসী হয়ে যায়, কেননা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে।

তোমাদের বুদ্ধি এখন দূরদর্শী হয়েছে। দূরদর্শী বুদ্ধিকে ত্রিকালদর্শী বলা হয়। যার মধ্যে তিন লোক, তিন কালের জ্ঞান আছে তাকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। তোমরা এখন তিন-লোককে জেনে গেছো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন - তিনলোক হল তাই না। তোমরা এখন দূরদর্শী হয়ে গেছো। তোমাদের বুদ্ধি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যায় - নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ দুর্বল হলে প্রতিযোগিতায় পিছনে থেকে যায়। এটা তো হল অনেক বড় দূরদেশে যাওয়ার রেস। আত্মাদের রেস আগে কখনও শোনোনি। তোমরা আত্মারা জানো যে আমরা হলাম স্টুডেন্ট, এটা হলো আমাদের রেস। পরমধামে পৌঁছে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। তোমাদের আত্মাদের এটা হল অনেক বড় রেস। বুদ্ধি জানে যে বাস্তবে আমরা হলাম সেখানকার অধিবাসী। এক সেকেন্ডে আমরা সেখানে পৌঁছে যাবো, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবো। আমরা আসলে পরমধামের নিবাসী। যথার্থ রীতি বুদ্ধি জানে যে - আমরা পরমধাম যাবো পুনরায় ফিরে আসবো। যেরকম দৌড় প্রতিযোগিতায় সীমানা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়। আমরাও বাবার কাছে যাবো, পুনরায় ফিরে আসবো। এখন আত্মারা রেস করা শিখছে। তোমরা সবাইকে বলা যে মন্বনা ভব, বুদ্ধির যোগ নিজের বাবা আর পরমধামের সাথে রাখো, যেখানে তোমরা অশরীরী হয়ে থাকো। এটা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই যথার্থ রীতিতে আছে। তিনকাল, তিনলোকের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ৮৪ জন্মের জ্ঞান আর কারো মধ্যে নেই। তোমরা জানো যে আমাদেরকে এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে, ছিঃ-ছিঃ শরীর থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। আমরা যাচ্ছি। বাবা প্রতিদিন এই রেস করা শেখাচ্ছেন। তোমাদের রেস হল অবিদ্যার। বাবাকে যতবেশী স্মরণ করবে ততই তোমাদের রেজিস্ট্রার ভালো থাকবে। সবাই বলবে যে এর বুদ্ধির যাত্রা খুবই দ্রুত। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, বিকর্মের বোঝা থেকে যাবে। প্রজা বা দাস-দাসী হওয়া, এটা কোনও প্রাইজ নয়। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়া - একেই উপহার বলা যায়। বাবা রাজস্বের উপহার দেন, যদি তাঁর শ্রীমতে চলে স্মরণের দৌড় লাগায় তো। কেউ কেউ তো দুই কদমও দৌড় লাগায় না। যদি কম পুরুষার্থ করে প্রজা হও তাহলে অত্যন্ত কম পদমর্যাদা হবে। এখানে থেকেও কম পুরুষার্থ করলে রাজধানীতে কম পদ পাবে। তোমাদের বুদ্ধি এখন বৃহৎ এবং অসীম হয়ে গেছে।

এখন ব্যাঙ্গালোর, ম্যাড্রাসের বাচ্চারা বসে আছে, তাদেরকে ম্যাড্রাসী ভাষায় কেউ বসে বোঝাও। আমাদের ভাষা তো হল হিন্দী। কল্প পূর্বেও এইভাবে বুলিয়েছিলাম। বলে যে ভগবান সব ভাষা কেন জানেন না? কিন্তু ড্রামাতে নেই। ড্রামাতে থাকলে আমি সব ভাষাতেই ভাষণ করতাম। মনে করো এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বাচ্চারা বসে আছে, তাহলে আমি সব ভাষাতেই বসে বলবো কী? এটা তো সম্ভব নয়। এক-দুজনকেও কতক্ষণ বলবো! বিশৃঙ্খলা হবে। তো বোঝাতে হবে যে বাবা কল্প পূর্বে যে ভাষাতে বুলিয়েছিলেন, সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন, এইজন্য হিন্দীর এতো জোর। ইংরাজিও অত্যন্ত জরুরী কেননা এর কানেকশন ইংরাজির সাথে বেশী আছে। রাশিয়া, আমেরিকার ভাষাও নিজস্ব। যদিও সকলেই এক খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী কিন্তু ভাষা অনেক আছে। এখানেও সকল ভারতবাসীরা হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের কিন্তু নিজের ধর্মকে সবাই ভুলে গেছে। অনেক ভাষা হয়ে গেছে। সবই মিথ্যাচার হয়ে গেছে। যার যে ভাষা, তাকে সেই ভাষায় শোনাতে হবে। এরজন্য অত্যন্ত হুশিয়ার বাচ্চা চাই, যে নিজে বুঝে অন্যদেরকে বোঝাতে পারবে। এমন সাথী সাথে করে আনতে হবে, যে অ্যাকুরেট বোঝাতে পারবে। এটা হলো সবথেকে বড় চৈতন্য তীর্থ। অন্যান্য সব হলো জড় তীর্থ। সাধু, সন্ত, মহাত্মা সবাই সেখানে যায়। অনেক দূরে-দূরে যায়। যিনি ভারতকে পাবন বানিয়ে গেছেন, তাঁরই মন্দিরে যায়। এটাও হলো বোঝার বিষয় তাই না। বাবা বলছেন মনুষ্যসৃষ্টি রূপী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, তার পাতার বিস্তার কতো বোঝাবো! তোমরা তো বুঝে গেছো - এরা হল ছোটো ছোটো শাখা-প্রশাখা। প্রশাখাতে কত পাতা থাকে। অসংখ্য মঠ-পথ আছে। তোমাদের শিকড় তো অনেক বড় হওয়া উচিত। পাতাও অসংখ্য হওয়া উচিত। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম সত্যযুগ থেকে চলে আসছে। তাহলে হিন্দু কতো হবে! কিন্তু তারা আর হিন্দুই নেই, অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। এটা হলো কল্প বৃক্ষ, শুরুতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মার ছিলেন। যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় তারা বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, কিন্তু কনভার্ট হয়ে গেছে। বাবা বলছেন - আমি এসে সেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। যারা কনভার্ট হয়ে গেছে তারাই পুনরায় এসে উত্তরাধিকার নেবে। যখন নিজেদেরকে দেবী-দেবতা বলে পরিচয় দেওয়ার কেউ থাকবে না, তখন বাবা আসেন। এসে বোঝান - তোমাদের জড় স্মরণিক উপস্থিত রয়েছে। যীশু খ্রীষ্টান যখন আসে তখন তার ধর্মের চর্চা ইত্যাদি হয় না। এখানে তো এখনও দেবী-দেবতাদের মন্দির ইত্যাদির চিহ্ন আছে। তোমাদের যখন রাজ্য হবে তখন যীশু খ্রীষ্ট প্রমুখদের নাম চিহ্নও থাকবে না। এখানে তো সকলের নাম চিহ্ন আছে। তোমরা জানো যে যীশু খ্রীষ্ট কবে এসেছেন, খ্রীষ্টান ধর্ম কিভাবে স্থাপন হয়েছে? যীশু খ্রীষ্ট এখন কোন্ শরীরে থাকবেন? অবশ্যই পতিত শরীরেই থাকবেন। নিজে তো পাবন ছিলেন তাই না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান

আছে। বাবা তোমাদেরকে দূরদর্শী বানিয়েছেন। আমরা আত্মারা কোথায় থাকি? কোথা থেকে আসি? এটা কারো জানা নেই। থাকার স্থানকেই পরমাত্মা ভেবে নিয়েছে। বাস্তবে আত্মা পতিত হওয়ার সাথে সাথে শরীরও পতিত হয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসীরা বলে দেয় - মিথ্যা শরীর, মিথ্যা মায়া...। শবদেহকেই অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করার জন্য চিতার উপর বসানো হয়। আত্মাকে তো চিতাতে বসানো হয় না। চিতাতে শবদেহকেই শোয়ানো হয়। আত্মা তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এটা হলো বোঝার বিষয়। যে কোনও সাধুসন্তকে তোমরা গিয়ে বোঝাতে পারো। এই পতিত দুনিয়াতে কোনও মহাত্মা নেই। মহান আত্মাদেরকে পাবন আত্মা বলা হয়। তো শরীরও পবিত্র চাই তাই না। এরা হলই আয়রণ এজেড। কিন্তু কন্যাদের যতক্ষণ বিবাহ না হয়, ততক্ষণ তাদের পূজা করা যায়। পবিত্রতার জন্যই আহ্বান করে - এসে আমাদেরকে পাবন পবিত্র বানাও। যখন তারাই পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করতে থাকে, তাহলে তোমরা তাদেরকে মহান আত্মা কিকরে বলে থাকো! মহাত্মা তো কেউই নয়। ইনি হলেন বিচিত্র পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা জানো যে আমরা পবিত্র জীবাত্মারা দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি। আমরা ধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছি। খ্রীষ্টানরা নিজের ধর্মকে জানে। শীঘ্রই বলে দেবে যে আমরা হলাম খ্রীষ্টান। তোমরা সবথেকে শ্রেষ্ঠ ধর্মের আত্মারা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছো। ভুলে যাওয়ার কারণে ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছো। তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, এখন রাবণ তোমাদেরকে ভ্রষ্টাচারী বানিয়ে দিয়েছে। এর অর্থও তোমরা বুঝতে পারো। বাচ্চারা তোমরা এখন নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানানোর জন্য ধারণা করছো। শ্রীমৎ উল্লঙ্ঘন করলে ভাগ্যের রেখা খন্ডিত হয়ে যায়। এটাও ভুলে যায় যে শ্রীমৎ প্রদান করেন বাবা। তো অবশেষে সেই দিন এলো আজ, এটা তোমরাই জানো। সবাই অ্যাকুরেট (নিখুঁতভাবে) জানে না। অস্তিম সময়ে জানতে পারবে, তখন সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে। এখন তো প্রায়শঃই ভুলে যায়। কোনও ব্যতিক্রমী আত্মাই সত্য কথা বলে। অন্যান্যরা তো মিথ্যা বলতে দেবী করে না। মায়া ভালো ভালো শক্তিবান আত্মাদেরকেও থাপ্পড় মেরে দেয়। বাবা তো সব জানেন, বলেন যে - তোমরা ভুল করছো, অনেক বড় ডিস সার্ভিস করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দূরদর্শী হয়ে তিন লোক আর তিন কালকে জেনে বুদ্ধির দ্বারা রেস করো। এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ-ছিঃ শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন করে ডিস সার্ভিস করবে না।

বরদানঃ:- লৌকিক বৃত্তি দৃষ্টির পরিবর্তন করে অলৌকিকতার অনুভবকারী জ্ঞানী তু আত্মা ভব লৌকিক সম্বন্ধীদের মধ্যে থেকে লৌকিক সম্বন্ধীদের না দেখে আত্মাকে দেখো। আত্মাকে দেখলে হয় খুশী আসবে, না হয় দয়া হবে। এই আত্মা বেচারার পরের বশে আছে, অস্ত্যানে আছে, অস্ত্যাত আছে, আমি হলাম জ্ঞানবান আত্মা তাই সেই অস্ত্যাত আত্মাকে দয়া করে নিজের শুভভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করে দেখাবো। নিজের বৃত্তি এবং দৃষ্টিকে পরিবর্তন করাই হল অলৌকিক জীবন। যে কাজ অস্ত্যানী আত্মারা করে সেই কাজ তোমরা জ্ঞানী তু আত্মারা করতে পারো না। তোমাদের সঙ্গে রঙ তাদের লাগা উচিৎ।

স্লোগানঃ:- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা বিশ্বপিতার নাম প্রসিদ্ধ করাই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ সবকিছু ভুলে বেগার হও, শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীর সাথে নিজের বুদ্ধিযোগ লাগাও"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কোন্ বিষয়ে তোমাদের বাবার সমান উদার হৃদয় হতে হবে?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, বাবা যেমন উদার হৃদয় হয়ে তোমাদের থেকে খড়কুটো সম নিয়ে তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন। তোমাদেরও তেমনই উদার হৃদয় হতে হবে। তোমরা প্রতি স্থানে স্থানে গডলী ইউনিভার্সিটি খোলো। তিন - চারজনও যদি ভালো পদ প্রাপ্ত করে তাহলে 'অহো সৌভাগ্য'। তোমরা সুপুত্র হয়ে সন্মুখকে শো করাও। কখনোই কারোর কাছ থেকে টাকা পয়সা ইত্যাদি চাইবে না।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের মন ভোলানোর জন্য এই সব গান আছে। বাপদাদা আর মাম্মা। মাম্মা হলেন দু'জন। দাদী (গ্র্যান্ড মাদার) আর মাতা। ইনি তোমাদের দাদীও। তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা আর শিবের পৌত্রী। মাম্মাও ব্রহ্মার বাচ্চা সরস্বতী। তিনি শিব বাবার পৌত্রী। বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য জগদম্বা নিমিত্ত হয়েছেন। শিব বাবা হলেন বহরুপী। তিনি অনেক খেলা করেন। মনোরঞ্জন তো হয়, তাই না। যখন বিবাহের সম্বন্ধ হয় তখন অনেক উৎসব পালন করা হয়, আর যখন বিবাহের সময় উপস্থিত হয় তখন দুইজনেই ফাটা কাপড় পরিধান করে। তেল লাগায়। এই নিয়মও এখানকার। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরও বোঝান যে, তোমাদের সম্পূর্ণ বেগার হতে হবে। কিছু না থাকলেও তোমরা সবকিছুই প্রাপ্ত করবে। দেহ সহ কোনো কিছুই যেন না থাকে। শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীর প্রতিই তোমাদের বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। আর কোনো জিনিসের প্রতি যদি আসক্তি না থাকে তাহলে দেখো বাবা বাচ্চাদের কিভাবে মনোরঞ্জন করান। এও বাবার এক রহস্য। দেখো, মীরার কতো মহিমা। এই পবিত্রতার কারণেই সে লোকলজ্জাও ত্যাগ করেছিলো। তার কতো নাম হয়েছিলো। তিনি তো অমৃতও পাননি। তার কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ছিলো। শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাবেন বলে তিনি বিষ ত্যাগ করেছিলেন। পতির সঙ্গে যেমন স্ত্রী সতী হয়, তেমনই। বাস্তবে এমন তো নয় যে মীরা স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণপুরীতে চলে গিয়েছিলো। মীরার সময় তো পাঁচ - সাতশো বছর হয়ে গেছে। তার অগাধ ভক্তি ছিলো তাই হয়তো কোনো ভালো ভক্তের ঘরে জন্ম নিয়ে থাকতে পারে। তার নামের কতো মহিমা চলে আসছে। এ তো ভক্ত মীরা ছিলো, তোমরা তো সত্যিকারের জ্ঞান মীরা হয়ে ওঠো। তোমরা এখানে এসেছো সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ঘরানার মহারানী হওয়ার জন্য। যদিও শিক্ষিতের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে কিন্তু মহারানী তো হবে, তাই না। যদি শৈশবের দিনগুলিকে ভুলে বাবার হাত ছেড়ে দাও, তাহলে কখনোই মহারানী হতে পারবে না আর প্রজাতেও কম পদ প্রাপ্ত করবে। বৈকুণ্ঠ তো আসবে কিন্তু কম পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, যারা ভক্তি করে তাদেরও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তোমরা কি চাও? শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি কেন করো? তাহলে অবশ্যই তোমাদের মন চায় যে, তাঁর রাজ্যে যাবো, কিন্তু সেখানে কিভাবে যাবে? বেশীরভাগ মানুষ বলে থাকে, আমার শান্তি চাই, কিন্তু অশান্তি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, তাই না। তোমরা একজন শান্তি পেলে কি আর হবে? আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী করতে পারি। দেবতারা এই ভারতেই সদা সুখী ছিলো। এখন সেই রাজধানী আবার স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো হলো মায়ার রাজ্য। এখানে কেউই শান্তি লাভ করতে পারে না। শান্তির জন্য আলাদা জায়গা আর সুখের জন্য আলাদা জায়গা। সুখধামের অর্থ যেখানে সবাই সুখী। সেখানে কোনো একজনও দুঃখী থাকে না। আর দুঃখধামে একজনও সুখী থাকে না। যথা রাজা - রানী তথা প্রজা, এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী। সুখধামে তো জানোয়ারও কখনো দুঃখী থাকে না। শান্তির দুনিয়া আলাদা, যাকে নির্বাণ ধাম বলা হয়। বুদ্ধি পার নির্বাণে গেছে কিন্তু কেউই সেখানে যায়নি। যদি নিজে চলে গিয়েছে, তাহলে কি করার ফলে যেতে পেরেছে। এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী। সবাই লড়াই করছে। বার্মা, সিলং (শ্রীলঙ্কা) হলো বৌদ্ধদের। তারাও বলে, হিন্দুরা এখান থেকে চলে যাক। সহ্য করতে পারে না। এখন বাবাও দেখেন, অনেক ধর্ম হয়ে গেছে, কেউই সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে একদম বের করে দেয়। সত্যযুগে কেবল এক ধর্ম থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সব জ্ঞান আছে। চিত্র হাতে নিয়ে বানপ্রস্থীদের সার্ভিস করা উচিত। তোমাদের মন্দিরে গিয়েও সার্ভিস করা উচিত। ওখানে গিয়েও তোমাদের চিটচ্যাট করা উচিত। শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ দেখানো হয়। তাহলে তিনি নিশ্চই শঙ্করের থেকে বড় হলেন, তাই না। শঙ্কর যদি ভগবান হন, তাহলে তাঁর সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি প্রয়োজন? এইসব সন্ন্যাসীদের প্রচার, তারা নিজেদের ব্রহ্মগুণী, তত্ত্বগুণী বলে থাকে। শিব সম্বন্ধে তারা তো জানেই না। ব্রহ্মতত্ত্ব তো থাকার জায়গা। ওরা তো ব্রহ্ম আর তত্ত্বকে এক বলে স্বীকার করে না। আচ্ছা, ব্রহ্মগুণী, তত্ত্বগুণী না হয় হলো, কিন্তু নিজেদের কেন শিব বলে দেয়? ওরা তো মনে করে

শিব আর ব্রহ্ম একই। যদি একই হবে তাহলে তিন নাম আলাদা আলাদা কেন রাখা হয়েছে? শিবকে তো লিঙ্গ রূপে পূজা করা হয়। ব্রহ্ম অথবা তন্ত্রের পূজা কোন্ রূপে দেখানো হয়? সেটা তো হলো থাকার জায়গা। মানুষ তো খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন বুদ্ধিমান হতে হবে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ বেরিয়ে আসবে, যারা প্রকৃতপক্ষে দেবী - দেবতা ধর্মের হবে, তারা চট করে ধারণ করবে। কেউ যদি তিন - চার জন্ম পূর্বে কনভার্ট হয়ে থাকে, তাহলে তারা এতো শীঘ্র বেরিয়ে আসবে না। যারা খুব বেশিদিন আগে কনভার্ট হয় নি, তারা চট করে বেরিয়ে আসবে। বাবার মধ্যে আকর্ষণ আছে তো, তাই না। আত্মা হলো সূঁচ আর বাবা হলেন চুম্বক। এখন এই সূঁচের উপর জং ধরে আছে। জং ধরা সূঁচ কিভাবে উপরে যাবে। জং ধরা সূঁচ কেরোসিন তেলে চুবিয়ে রাখা হয়। বাবা এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা সকলের জং দূর করেন, এরপর আমরা প্রকৃত সোনার পরিণত হবো। তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথে পরিণত হও। ভারত পারসপুরী ছিলো। এখন সোনার দাম কতো বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর ওখানে খুবই সম্ভা হয়ে যাবে। ভারত এখন পাথরপুরী হয়ে গেছে। আবার পারসপুরীতে পরিণত হবে। আমাদের বুদ্ধিতে ওই চক্র ঘুরতে থাকে। সারাদিন যদি চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে, তাহলেই চক্রবর্তী রাজা - রানী হতে পারবে। দুনিয়াতে এই কথা কেউই জানে না। তোমরা জানো যে, সত্যযুগে যারা রাজত্ব করে তাদের ৮৪ জন্ম হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রেতাতে যারা আসে, তাদের জন্ম কম হবে। কোথায় ৮৪ জন্য, আর কোথায় ৮৪ লাখ দেখিয়ে দেয়। তাহলে তো কল্পও অনেক লম্বা চাই, যাতে এতো জন্ম হতে পারে। এ সবই গালগল্প। সবসময় চিত্র সামনে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। তোমরা কখনোই অর্থ সাহায্য চেও না। তোমাদের কাজ হলো, তাদের দান করা। কিছু যদি দিতে হয়, তারা নিজে থেকেই দান করবে। কেউ যদি অর্থের কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে বলো, বাবা হলেন গরীব নিবাজ। গরীবদের জন্য তো ফ্রি। বাকি বিত্তবানরা যা দেবে তাতে আমরা আরো ছাপাবো। অর্থ আমরা কখনোই নিজের কাজে লাগাই না। যা প্রাপ্ত হয়, তা সেবার কাজেই লাগানো হয়। বিত্তবান হলে ধর্মশালা ইত্যাদি তো তৈরী করবেন, তাই না। হ্যাঁ, গরীবরাও তৈরী করতে পারে, এতে তেমনকিছু খরচা নেই। কাকর গ্রামের মাতা যেমন বলতেন যে, আমি সেন্টার খুলবো। এমন গডলী ইউনিভার্সিটিতে তিন - চারজনও যদি ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে তাহলে তাদের 'অহো ভাগ্য্য।' এতে উদার হৃদয় হওয়া উচিত। বাবাকে দেখো, কতো উদার হৃদয়। তিনি খড়কুটো সম নিয়ে তোমাদের বাদশাহী দান করেন। সুসন্তানরাই বাবার এই সার্ভিস করতে পারে। কুপুত্র আর কি করবে! কুপুত্রদের তো বাবা উত্তরাধিকার দান করবেনই না। তোমাদেরও সন্মুখকে শো করাতে হবে। কাম বা ক্রোধ এলেই সন্মুখের নিন্দা করানো হবে, তখন আর পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে।

তোমাদের সব ধর্মের মানুষকে বোঝাতে হবে। মুসলমানদেরও বোঝাও -- তোমরা খুদার বন্দনা করো, তাহলে অবশ্যই তাঁর সেবক হলে। তাহলে বলো, খুদা কোথায় আছেন? খুদাই রচয়িতা আর রচনার নলেজ দান করতে পারেন। তিনি তো শান্তিধামে থাকেন। তাঁকে স্মরণ করলে তোমরা শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো। এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে করতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, আর তোমরা খুদার কাছে চলে যাবে। এই জ্ঞান সব ধর্মের জন্য। এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের তরী পার হয়ে যায়, তোমাদের আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনই আর থাকে না। তাই মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছো, তাই তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। দেখো, ভারতে এখন পবিত্রতা নেই, তাই মানুষ কতো ধাক্কা খেতে থাকে। এখানে কতো হাস্যামা -- গান্ধীজী যা শিখিয়ে গিয়েছেন, মানুষ তাই ফলো করেছে। মেথর, মজুর, ড্রাইভার ইত্যাদিরা স্ট্রাইক করে, তখন গভর্নমেন্টের নাক অবধি দম চড়ে যায়। গভর্নমেন্ট তাদের পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, এতো খরচ আমরা কোথা থেকে করবো? তখন তারা বলে, তোমরা তো ফুটি করে টাকা ওড়াও, অনেক অর্থ একত্রিত করতে থাকো। আমরা তো কোনো অপরাধই করি নি, আমাদের প্রাপ্য মজুরি চাই। এই স্ট্রাইক করলে কাজকারবার আটকে যায়। এই সব হতেই হবে। কোথাও আনাজ - সস্তি পাওয়া যাবে না, কোথাও আবার দুধ পাওয়া যাবে না। যেখানে সেখানে এই নিয়ে থিটখিট চলতেই থাকবে। এই সব অশান্তি হওয়ার পরে শান্তি আসবে। অর্জুনকে বিনাশের আর বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাৎকার করানো হয়েছিলো, তাই না। তোমাদেরও এখন তেমন হচ্ছে। দেখো, তোমরা কতো প্রিয় বাচ্চা। তোমরা অনেক জন্মের অস্তিত্বে এসে মিলিত হয়েছো, তাই সম্পূর্ণ সৌভাগ্যের অধিকারী হও।

(খুব জোরে বর্ষণ হচ্ছে) দেখো, বাবারও জ্ঞান বর্ষণ অনেক হয়েছে, তাই ওই জ্ঞান বর্ষণও অনেকই হয়েছে। এই বর্ষণের জন্যও যন্ত রচনা করা হয়, আবার শান্তির (পীস)জন্যও যন্ত রচনা করা হয়, কিন্তু পীসফুল তো একমাত্র ভগবান। তিনি যখন আসেন, তখন শান্তির জ্ঞান দান করেন। দাতা তো একমাত্র তিনিই, তাই না। ভালো বাচ্চাদের টোলপুট (মিষ্টি বাচ্চা) বলা হয়। মিষ্টি যখন খাওয়ানো হয়, সে হলো জাগতিক মিষ্টি, আর এ হলো রুহানী মিষ্টি, যা রুহানী বাবা দান করেন। তোমাদের দেহী - অভিমানী থাকাই হলো অনেক বড় লক্ষ্য, আর এতেই পরিশ্রম। বাবা বলেন, তোমরা আট ঘণ্টা

তো দেহী - অভিমानी থাকো । তারপর বাকি সময় শরীর নির্বাহের কারণে কাজকর্মও করো । রাতে জাগলে খুব একাগ্রতা আসবে । এ তো উপার্জন, তাই না । হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, আমাকে তোমরা শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্মরণ করো । তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো । তোমরা রাতদিন যতো যোগে থাকবে, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা যতো জ্ঞানের মন্থন করবে, ততই তোমাদের উপার্জন হবে । বাকি সার্ভিস তো অনেকই আছে । বাবাকে জিঞ্জেস করলে বাবা বলবেন, তোমরা বসে থাকো । আরাম করো । এতে জিঞ্জেস করার দরকার নেই। বাবা লোকলজ্জা বা কুলের কোনো চিন্তা করেছেন কি ! আরে তোমরা বাদশাহী প্রাপ্ত করো । বাকি হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই পাট আলাদা - আলাদা । তাও বাবাকে জিঞ্জাসা করতে হবে । প্রত্যেকেরই নিজের জন্য মতামত গ্রহণ করতে হবে, কেননা প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন আলাদা । অর্থ থাকলে তা অলৌকিক কার্যে সফল করতে হবে । বাচ্চাদের মহাবীর হতে হবে । এমন গায়নও তো আছে - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। তিনিই সকলের বাবা । শিববাবা বলেন, আমি সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা বলেন, এই দুনিয়াতে একজন মানুষও ত্রিকালদর্শী আস্তিক নেই। সবাই নাস্তিক। কেউই বাবাকে জানে না । বাকি ঋদ্ধিসিদ্ধি যারা করে, তারা অনেকই আছে । মায়াও কম কিছু নয়, এই মায়াকেই জয় করতে হবে, তাই কবচ ধারণ করে থেকো । কবচের অর্থই হলো "মন্মনাভব।" তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করো, দেহী অভিমानी হও। এই অস্তিম জন্মে তোমরা একবারই দেহী অভিমानी হও। এরপর সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত তোমাদের এই দেহী অভিমानी হওয়ার শিক্ষা কেউই দেয় না । এই সময়ই তোমাদের দেহী অভিমानी হতে হয় কেননা তোমাদের এখন এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে । দেবতারা কেন দেহী অভিমानी হবেন, তাদের তো ফিরে যেতেই হবে না । এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত করো । তোমরা অশরীরী ছিলে, তারপর শরীর ধারণ করে পাট প্লে করেছে, এখন আবার তোমাদের শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে । নিজের স্থিতিকে সঠিক করতে হবে । মায়াকে জয় করতে হবে । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে তো থাকতে হবে । হংস আর বক যদি একত্রিত থাকে তাহলে তো বিঘ্ন ঘটবেই। অসুরদের অত্যাচারও খুব সহ্য করতে হবে । বাচ্চারা ঘরে বসে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা যা কিছুই হোক না কেন, আমরা আপনার থেকে উত্তরাধিকার তো অবশ্যই গ্রহণ করবো । কতো মার খায় । ড্রামা অনুসারে এই পাট পূর্ব কল্পেও চলেছিলো । যে খুব অত্যাচার সহ্য করে সে সৌভাগ্যশালী হয় । তবুও তো আবার এসে বাবার সঙ্গে মিলিত হও, তাই না । তাদের প্রালম্ব তো তৈরী হলো, তাই না । হ্যাঁ, এতে পরিশ্রম আছে কারণ অসুর থেকে দেবতা হতে হবে । যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতেই হবে । বাবা তোমাদের নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। উপায়ও বলে দিতে থাকেন। একে বিচার সাগর মন্থন বলা হয় । বুদ্ধিকে মন্থন করা উচিত। রাত্রেও শিব বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রা যাও, সার্ভিসের শখ থাকলে তার তো ঘুম আসবেই না । চিন্তা চলতেই থাকবে যে, এই পয়েন্টের উপর কি কি বোঝাবো । এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ভিতরে ভিতরে মন্থন করতে হবে । জ্ঞানের যখন মন্থন করবে তখনই রাজতিলক নেওয়ার উপযুক্ত হবে । যে বাচ্চারা খুব তীক্ষ্ণ, তাদের ফলো করা উচিত, এ অনেক বড় উপার্জন, যাদের কাছে লাখ লাখ, কোটি কোটি আছে, সে সবই শেষ হয়ে যাবে । অল্প টাইমের মধ্যে দেখবে কখন কি হয় । তখন মানুষ জাগবে । লড়াই ইত্যাদির রিহাসাল হতেই থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো জিনিসের প্রতিই আসক্তি রাখবে না । তোমাদের দেহী - অভিমानी হয়ে থাকতে হবে । স্মরণের কবচ সদা পরিধান করে থাকতে হবে ।

২) নিদ্রাকে জয় করে প্রতিটি শ্বাসে - শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, জ্ঞানের মন্থন করে উপার্জন জমা করতে হবে । বুদ্ধির মন্থন করে যেতে হবে ।

বরদানঃ:- সর্বশক্তিমান বাবার সাথে অনুভবের দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে তুষ্ট আত্মা ভব যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা থাকেন, সেখানে শীঘ্রই সর্ব প্রাপ্তির অনুভব হয় । বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ সমাহিত থাকে, তেমনই সর্বশক্তিমান বাবার সাথে থাকলে সদা সম্প্রতিবান, সদা তুষ্ট, সদা সম্পন্ন হবে । কখনোই কোনো বিষয়ে দুর্বল হয়ে যাবে না, কখনোই কোনো অভিযোগ করবে না, সদা কমপ্লিট। কি করবো, কিভাবে করবো.... এই কমপ্লেন্ট নয় । কেন-র কিঁউ (লাইন) সমাপ্ত। যে সদা সাথে থাকে, সে যাবেও সাথেই।

স্লোগান:- নয়নে যেমন আলো সমাহিত থাকে, তেমনই বুদ্ধিতে যেন শিব পিতার স্মরণও সমাহিত থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা মনে রাখো যে, আমাদের পিতা, টিচার এবং সদগুরু - তিনজনেই কস্মাইন্ড হয়ে রয়েছে, তবেই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। তাঁর নির্দেশিত শ্রীমতে চলতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণদের প্রথম লক্ষণ কি? ব্রাহ্মণদেরকে কোন বিষয়ে এক্সপার্ট হয়ে উঠতে হবে?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণদের প্রথম লক্ষণ হল নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো। যে কারোর ওপরে জ্ঞানের রং লাগিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত এক্সপার্ট হয়ে ওঠে। যদি কেউ ইনসাল্ট (অপমান) করে, গালি দেয় - তবুও চেষ্টা করে যাও, তাহলে দেখবে তার ওপর প্রভাব অবশ্যই পড়বে। পাত্র দেখে দান করতে হবে। অবিনাশী এই ধনও যেন ব্যর্থ না চলে যায়, সেই জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করো। টাকা পয়সাও যখন কাউকে দেবে, সাবধানতা অবলম্বন করে দেবে।

*গীতঃ- যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে....

ওম্ শান্তি । গডলি স্টুডেন্ট (ঐশ্বরীয় বিদ্যার্থীরা) এই গান শুনলো। বাচ্চারা, তোমরাই তো গডলি স্টুডেন্ট। এমনটা কখনোই নয় যে, সমস্ত স্কুলেই গডলি স্টুডেন্টরা থাকে। না লৌকিক বিদ্যালয়ে তো মানুষ পড়ায়। সল্ল্যাসীরাও শাস্ত্র ইত্যাদি সকলকে শোনান। বাস্তবে জ্ঞানকে বর্ষা বলা হয় না। বৃষ্টি তো জলের ফোঁটার হয়। যেহেতু পরমপিতা পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, তাই তাঁর উদ্দেশ্যে এই মহিমা কীর্তন করা হয়। বাবা বলেন যে - আমাকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুলও বলা হয়ে থাকে। নলেজকে বৃষ্টি, জল অথবা অমৃত বলা যায় না। যেমন মান সরোবর হলো জলের একটি সরোবর। অমৃতসরেও একটি সরোবর রয়েছে, ওখানকার লোকেরা তা অমৃততুল্য মনে করে। বাবা, এই সব কিছু বুঝিয়ে দেন। পড়াশোনাকে অমৃত অথবা বৃষ্টি বলা যায় না। ওরা ভাবে যে - এ হল অমৃত, এর সাহায্যে দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাস্তবে এই নলেজের মাধ্যমে ২১ জন্মের জন্য, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। যারা পিয়ার সাথে রয়েছে, তাদের জন্য এ হলো জ্ঞান বর্ষা। এখানে বাবা টিচার এবং সদগুরু, তিনজনেই কস্মাইন্ড হয়ে রয়েছেন। শুধুমাত্র এই একটি কথাই যদি বাচ্চারা মনে রাখে, তবে তাদের খুশির সীমা থাকবে না। কিন্তু মায়া এসে মুহূর্মুহ সব ভুলিয়ে দেয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। সর্বোপরি সেই বাবাই হলেন ভগবান। সবার উর্ধ্ব যাঁর স্থান, সেই বাবার শেখানো পড়াশোনার মাধ্যমেই, সকলের উর্ধ্ব নিজের স্থান করে নিতে পারো। পিয়ার সামনে যারাই বসে রয়েছে তারা সবাই স্টুডেন্ট। এখানে বসে পড়াশোনা করবে, তারপর নিজের ঘরে ফিরে যাবে। দিন দিন স্টুডেন্টের সংখ্যা অনেক বাড়বে। সকলকেই যদি একসাথে বসাতে হয়, তাহলে কত বড় বাড়ির প্রয়োজন! সমগ্র আবু পাহাড়কেও যদি এক বিশাল বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও জায়গা কম পড়বে। কতো সেন্টার রয়েছে! এখানে তো কম সংখ্যক রয়েছে, এর থেকেও হাজার গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ১ হাজার, ২ হাজার, ৫-৭ হাজারও সেন্টারের সংখ্যা হতে পারে। তখন প্রতিটি ঘরে ঘরে এ সকল জ্ঞান গঙ্গারা জ্ঞান বর্ষা করবে। এত অসংখ্য সন্তান হবে যে, যেখানে সেখানে সেন্টার তৈরি হবে। কেউ নাম দেয় গীতা পার্শালা, আবার কেউ নাম দেয় ব্রহ্মাকুমারী ঐশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বাস্তবে 'ব্রহ্মাকুমারী' এই নাম রাখতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। অনেক বাচ্চারা ভয় পায় যে - বি. কে. - এই নাম রাখলে ঝামেলা না সৃষ্টি হয়, সেজন্য তারা নাম রাখে গীতা পার্শালা। গীতা পার্শালা - এই শব্দটি অত্যন্ত কমন (পরিচিত)। বাচ্চারা ভাবে যাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তাই বি. কে. নাম পরিবর্তন করে অন্যরূপ দিয়ে দেয়। বাস্তবে ব্যাপারটা একই। ভেতরে প্রবেশ করলেই চিত্র ইত্যাদি দেখে, যে কেউ চট করে বুঝে যাবে যে, এ তো সেই বি. কে., তাই নাম পরিবর্তন করার এইরকম প্রয়োজনীয়তা নেই। ব্রহ্মাকুমারী নাম রাখলে এর থেকে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয় যে - প্রকৃতপক্ষে এরা সকলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। সে তো ভালো কথা তাই না। তোমরা সকলকে বলতে পারো যে, তোমরাও হলে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো সবাই জানে। তিনি এই মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের রচয়িতা নন, তিনি তো আত্মাদের অনাদি পিতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও তো অনাদি। আত্মাদের পিতা শিববাবা, ঐরই মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি এসে ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেন - প্রজাদেরকে রচনা করার জন্য। ব্রহ্মার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়। এইভাবে বোঝালে আরো সহজ ভাবে বোঝানো যায়। কিন্তু লোকেরা ভয় পায়। ওরা বলে বি. কে. দের কাছে যেও না। গীতা পার্শালাতে যেতে তাদের মানা নেই। ঘরে ঘরে জ্ঞান গঙ্গা - এ কথার অর্থ মানুষ বোঝে না।

ভক্তি মার্গে নারদকে এক মুখ্য ভক্ত বলে মানা হয়। নারদ করতাল বাজানো ভক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে চিত্রে যেরকম দেখানো হয়, সেইরকম দেখতে নারদ বলে কেউই নেই। বাস্তবে তোমরা সকলেই বানরের স্বভাব বিশিষ্ট ছিলে। চেহারা ছিল মানুষের, কিন্তু স্বভাব সংস্কার ছিল বানরের। সে দিক থেকে দেখতে গেলে সকলেই নারদ, কারণ সকলেই ভক্ত ছিল। এখন তোমরা বোঝো যে - যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দৈবীগুণ যুক্ত মানুষ না হয়ে উঠতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারব না। মেল (পুরুষ) অথবা ফিমেল (স্ত্রী) ভক্তরা সকলেই নারদ। বলা হয়ে থাকে - আগে নিজেকে তো দেখো, তোমরা তো বানর কারণ, তোমাদের মধ্যে ৫ বিকার রয়েছে - সেইজন্য তোমরা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। এইসবই এখনকার কথা। বাবা বুঝিয়েছেন যে সকলেই দুঃশাসন কিংবা দুর্যোধন। দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ করে, তাই মাতাগণ করুন আর্তনাদ করে বলে - আমাদেরকে বস্ত্রহীন হওয়া থেকে রক্ষা করো, কন্যারা বলে - গিরিধারী লাজ রাখো। তাঁর অনেক নাম রাখা হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি যোগ ধাবিত হয় শ্রীকৃষ্ণের দিকে। কিন্তু কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে, কখনো বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। ভক্তরা শুধু চায় তাঁর সাক্ষাৎকার। আচ্ছা, দর্শনলাভের পরেও তো, মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার নলেজ প্রাপ্ত হয় না। যখন ব্রাহ্মণ হবে এবং এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে তবেই তো দেবতা হতে পারবে। ব্রাহ্মণ হলে ভক্তির পর্ব সমাপ্ত হয়। প্রথম এক সপ্তাহ এই জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করলে, তোমরা মানুষকে মন্দিরে পূজার যোগ্য করে তুলতে পারবে। কিন্তু এতে সময় লাগে। অবশ্যই তোমরা বাবার সাথেই ছিলে। বাবার কাছে তোমরা আসো আবার তাঁর কাছ থেকে যখন চলে যাও, তখন হৃদয়ে কত দুঃখের অনুভব হয়! কিন্তু সকলে তো একসাথে থাকতে পারবেনা, সেটা সম্ভবই নয়। বাবার কাছে আসার জন্য বাচ্চারা কত দূর থেকে ছুটে ছুটে আসে। এই রীতিও এখানেই রয়েছে। সাধুসন্তদের কাছে গিয়ে অনেকেই ভীড় করে। কেউই তাতে বাধা দেয় না। এখানে পবিত্র হওয়ার বিষয় রয়েছে সেই কারণেই তাতে লোকে বাধা দেয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষেরাই ঘর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। এখানে তো কুমারীরা, মাতারা সকলেই রয়েছে। কন্যাদেরকে মাতা পিতা, ডাক্তার ইত্যাদিরা বলে যে - বিবাহ না করলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে - কত লোকেই তো সন্ন্যাসী হয়। অনেক কম বয়সেই অনেক ছোট ছোট ব্রহ্মচারীরা সেখানে থাকে, সে সকল ব্রহ্মচারীরা তো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে না, তাহলে এখানে কেন অসুস্থ হবে? বিবাহ না করেও তো অনেকেই জীবন কাটিয়ে দেন। সন্ন্যাসীদের উপরে কেউ মামলা দায়ের করতে পারে না। কখনো তাদের স্ত্রী তাদের কাছ থেকে ঘর সংসারের খরচ চায়না। সেই সকল সন্ন্যাসীরা তো ঘর থেকে পালিয়ে চলে যায়। তখন তার স্ত্রী কোথা থেকে ঘর সংসারের জন্য খরচ জোগাড় করবে, অতঃপর আশেপাশের লোকেরা তাদেরকে সামলে নেয়। গরিবেরা বেশিরভাগ এইভাবে পালিয়ে যায়। সংসারে দুঃখ পেলে তখন তাদের মনে বৈরাগ্য জাগে। তোমরাও দুখী ছিলে কিন্তু ওইরকম বৈরাগ্যের কোনো কথা এখানে নেই। তোমাদেরকে তো প্রথমে হাতের উপরে স্বর্গ দেখানো হয়। পবিত্র না হলে বৈকুণ্ঠ যাবে কিভাবে? বাহাদুর হয়ে উঠতে হবে, সেই জন্যই শিবশক্তি সেনার নাম রয়েছে এখানে। শিব বাবার সাথে যোগযুক্ত হলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের ধারণা হওয়ার পর সমর্পণ হয়। যদি জ্ঞানের ধারণা না হয়, নষ্টমোহ না হতে পারো - তাহলে মায়া এসে তুলে আছাড় দেবে। বিবাহ করার ইচ্ছে মনে জাগলে, তখন সমগ্র ব্রহ্মাকুমারীদের নাম বদনাম হয়ে যায়। প্রথমে নষ্টমোহ হতে হবে। তোমরা এতক্ষণ যোগ ভাঙিতে ছিলে তবুও পুরোপুরি নষ্টমোহ হতে পারেনি অনেকেই, সে সবকিছু স্মরণ আসতে থাকে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে যেই আত্মীয় পরিজনদের মুখ দেখলে আর সাথে সাথে লাটু হয়ে তাদের কাছে বসে গেলে। মোহ এসে তোমাদের মনকে ঘিরে ধরলো। এও ড্রামার পূর্ব নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী। এখনো বাবা বলেন - সবার প্রথমে নষ্টমোহ হও। একমাত্র মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে যাও। প্রতিজ্ঞা করো - যাই ঘটে যাক না কেন, আমরা তো বাবার সার্ভিসেই থাকবো। কথায় বলে - চড়লে তবেই বৈকুণ্ঠ রস চাখতে পাবে, পড়ে গেলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এমনটা হওয়া উচিত নয় যে সবকিছু ছেড়ে বাবার কাছে এলে আর তারপর তাদের মোহ তোমাদের মনকে উত্যক্ত করে। এইভাবে বহু সন্ন্যাসীরাই ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার পুনরায় ফিরে আসে। সন্ন্যাসী যখন ঘরে পুনরায় ফিরে আসে তখন আশেপাশের লোকেরা তার অনাদর করে। তারা মনে করে যে - কাজ করতে হবে বলে পালিয়ে গিয়েছিল। আর এটাও ভাবা হয় যে - নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি পুরোপুরি নষ্টমোহ হতে পারেনি, বিকার এসে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছিল। বাবার কাছে থাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। এই যজ্ঞের আদিকাল থেকে কতজনের দায়িত্ব সামলানো হয়েছে। এখানে গরিব ধনী ব্যক্তি সবাই এক সমান। মাগ্না-বাবাও সকলকে শেখানোর জন্য, নিজেরা বাসন মাজতেন, ঝাঁট দিতেন। এইসবই দেহ অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য করা হয়। সন্ন্যাসীরাও এরকম ভাবে করান। কোন বড় মাপের মানুষ এলে তাদেরকে দিয়ে কাঠ কাটা ইত্যাদি কর্ম করান, দেহ অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। এখানে তো অত্যন্ত বড় মাপের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়! এক সেকেন্ডে ২১ জন্মের বাদশাহী! সন্ন্যাসীদের কাছে কোনো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু তাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করেন, তাই অপবিত্র ব্যক্তিরা তাদের সামনে মাথা নত করে। এ হলো রাজযোগ, যার দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়।

বিকারে যেও না। মীরাবাইও তো পবিত্র জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন, তাই না! তিনি তো ছিলেন ভক্তিমার্গে। তিনি

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করতেন। তিনি তাঁর হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, তাহলে তিনি কিভাবে বিকারগ্রস্ত হবেন! সেও তো শুধু এক জন্মের কথা। এরপর মীরা তার পরবর্তী জন্মেও ভক্তি মাগেই গিয়েছিলেন। এমনটাও বলা যেতে পারে যে তিনি ভক্তি মাগে গিয়েছিলেন কারণ অন্তিম কালে যেমন মতি ছিল, সেই অনুযায়ী গতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার হৃদয়ে ভালবাসা ছিল তাই তিনি ভক্তই হবেন। কিন্তু ভক্তি মাগে তো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানমাগে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মানুষ প্রথমে শিবের ভক্তি করে, তারপরে করে দেবতাদের প্রতি ভক্তি। এখন দেখো ইঁদুর বিড়াল ইত্যাদি সকলেরই ভক্তি করতে মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে। শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে হনুমান গণেশ ইত্যাদির ভক্তি করতে লেগেছে। সত্যযুগে ত্রৈতাতে কলা কম হতে থাকে, ষষ্ঠ আর ভক্তিতে আরো কলা কমতে থাকে। এখন আর কোনো কিছুরই যোগ্য নেই। যখন এইরকম অবস্থা হয় তখন বাবা এসে বোঝাতে থাকেন। অর্ধেক কল্প উঁচুতে চড়তে থাকে, তারপর অর্ধেক কল্পের পর নিচে নামা শুরু হয়। মানুষ ভাবে - যদি নামতেই হবে, তাহলে জ্ঞান গ্রহণ করে কি লাভ? কিন্তু তারা জানে না যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ব্যতীত মানুষ কোনো কিছুর যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। ভূমি-আমি কি ছিলাম, কিছুই তো নয়। জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। শরীর নির্বাহ করার জন্য লোকে পড়াশোনা করে। জীবনযাপন করার জন্য মেয়েদেরকেও আজকাল পড়াশোনা করানো হয়। পূর্বে এরকম প্রথা ছিল না। কন্যারা ঘর সংসার সামলাতো আর বাচ্চারা (পুত্র সন্তান) চাকরি-বাকরি করার জন্য পড়াশোনা করতো। বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতা এখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যদি এখানেই বসে যাও, তাহলে আত্মীয় পরিজনকে এই জ্ঞান প্রদান করবে কিভাবে? সেজন্যই যেতে হবে। এই জ্ঞানের অর্থই হলো নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো। কেউ কেউ তো একেবারেই পড়াশোনা করে না। সুতরাং বুঝতে হবে যে - সে এই ব্রাহ্মণ কুলের নয়। তথাপি সকলকে এই জ্ঞানের রং লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এতে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। চেষ্টা করলে কাউকে না কাউকে রং লাগাতে পারবে। যদি কেউ ইনসাল্ট করে, গালি দেয় তবুও তোমরা পুরুষার্থ করে দেখো, কারোর না কারোর ওপরে প্রভাব অবশ্যই পড়বে। বিচ্ছেদ যখন কোনো নরম বস্তু দেখে তখন সেখানে কামড়ে দেয়, পরীক্ষা করে। এখানেও বাচ্চাদেরকে খুব এক্সপার্ট হয়ে উঠতে হবে। এই অবিনাশী ধন কখনো ব্যর্থ হওয়ার মতো কাউকে দিও না। পাত্র দেখে দান করো। যদি কাউকে দান দিলে আর সে কোনো বিকর্ম করলো, তাহলে তার পাপ যে দান করেছে তার উপরে বর্তাবে। এখানে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। কাউকে যখন টাকা পয়সা দেবে, অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে জিজ্ঞাসা করে দেবে। এখানে যা কিছু তৈরি করা হচ্ছে, অতি শীঘ্রই সেই সমস্ত ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাবে। এই বাড়িটাও বাচ্চাদের থাকার জন্যই বানানো হয়েছে। এই কথা তো সকলেই জানে যে, সবই ভেঙে মাটিতে মিশে যাবে। ভূমিকম্প হলে মন্দির ইত্যাদি সব ভেঙে যাবে। আমাদের রাজধানীতে এসব কিছু থাকবে না। তখন না থাকবে আমেরিকা, না থাকবে রাশিয়া। শুধুমাত্র ভারত ভূখণ্ডটাই থাকবে - এ কথা তোমরা জানো। বাকি দুনিয়াটা তো ঘোর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। বাবার এ কত বড় স্কুল! এই স্কুলে ক্রম অনুযায়ী টিচার রয়েছে। সকলেই এক সমান হয় না। এরমধ্যে তোমরা দেখতে পাবে যে সব থেকে বড় টিচার হলেন শিব বাবা। তার পরেই রয়েছে এই ব্রহ্মপুত্র নদী। বলা হয়ে থাকে - স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব.... সুতরাং ইনি তো মাতা। তারপর সরস্বতীরও নাম রয়েছে। ব্রহ্মার রাশিতে ব্রহ্মপুত্র নাম সঠিক রাখা হয়েছে। দেখানো হয় যে সাগর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলন হয়। এখানে আত্মা এবং পরমাত্মার এই মিলন মেলা - এরই স্মরণে ভক্তি মাগে গায়ের রয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে ওঠার পূর্বে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। যখন এতে একেবারে পাক্ষা হয়ে যাবে তবেই সেবাতে যুক্ত হতে হবে।

২) এই দুনিয়ার প্রতি হৃদয়ের বৈরাগ্য রেখে পবিত্র হয়ে ওঠার জন্য বাহাদুর হতে হবে। পাত্র দেখে তবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে দান করতে হবে।

বরদান:- পরিস্থিতিকে সাইড সীন বুঝে নিয়ে পার করে আগে এগিয়ে গিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব সর্বদা নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলে প্রত্যেক পরিস্থিতি এমনভাবে অনুভব হবে যেন একটা সাইড সীন (পথের দু ধারের দৃশ্য)। পরিস্থিতি মনে করলে ঘাবড়ে যাবে কিন্তু সাইট সীন অর্থাৎ রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য বলে ভাবলে তা সহজে পার করে নিতে পারবে, কারণ দৃশ্য দেখে আনন্দ হয়,

ঘাবড়ে যায় না - বিদ্বান আসলে বিদ্বান নয়, বরং তা সামনে অগ্রসর হওয়ার সাধন। পরীক্ষা দিলে তবেই তো নতুন ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে পারবে, সেই জন্য কখনো কোনো বিষয়ে থমকে যেও না, সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমান - এই স্মৃতির দ্বারা উদ্ভৃতি কলার অনুভব করতে থাকো।

স্লোগান:- এমন সহজযোগী হয়ে ওঠো যাতে তোমাদেরকে দেখেই অন্যেরা যোগযুক্ত হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে নিজের অবস্থার সমাচার খোলা মনে দিয়ে দাও, খোলা মন বা সত্য হৃদয়েই বাবার স্মরণ টিকতে পারে"

*প্রশ্নঃ - এই সময় ছোট বড় সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা হলেও তোমরা কোন্ কথা মুখে আনতে পারো না?

*উত্তরঃ - বাবা, এখন তাড়াতাড়ি করো, এখন আমরা ঘরে যাবো, এখানে তো অনেক দুঃখ। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা কখনোই এ'কথা বলতে পারো না। কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরের সম্মুখে বসে রয়েছে। এখন তোমরা শীতল কোল পেয়েছো। এই সময় তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চ হয়েছো। সত্যযুগে ডিগ্রি কম হয়ে যাবে। দৈবী সন্তান হবে, ঈশ্বরীয় নয়, সেইজন্য তাড়াতাড়ির কথা বলতে পারো না।

*গীতঃ- তোমাকে ডাকতে মন যে চায়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি যে বাচ্চারা আমাকে ডাকে, তারা এখন জেনেছে। ভক্ত ভগবানকে ডাকে। এখন তো তোমরা ভক্ত নও। তোমরা হলে সন্তান। বাচ্চারাই তো স্মরণ করবে। লেখেও, বাবা আমরা সম্মুখে বসে শুনতে চাই। নিমন্ত্রণ দিতে থাকে - বাবা, তোমার কথা সম্মুখে থেকে শুনবো। এখন ব্রহ্মা ছাড়া তো ডায়রেকশন শুনতে পাওয়া মুশকিল। বাচ্চারা জানে যে - বাবা পূর্ব কল্পের মতো আবার এসেছেন। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ কত সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো অনেক আছে। তারা জ্ঞান পেয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাকেই সুখের সাগরও বলা হয়। গাওয়াও হয়েছে - দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। সে তো হলেন শিব বাবাই। নাম কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দিয়েছে। গায়ন তো অনেক আছে না? গেয়ে থাকে - হর হর অর্থাৎ দুঃখকে হরো। ভগবানের জন্যই গাওয়া হয়। কিন্তু ভগবানের পরিচয় না থাকার কারণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের জন্য বলে দেয়। দেব দেব মহাদেব। শিবকে ভুলে শংকরের জন্য বলে দেয় - হর হর মহাদেব...। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে মহাদেব বলা হবে না। তারা দু'জন তো স্থূল পার্টে আসে। শংকর সূক্ষ্মলোকেই থাকে। দুঃখহরণকারী পতিত - পাবন তো হলেন একমাত্র নিরাকার ভগবান। শংকরকে পতিত পাবন বলা হবে না। সকল মহিমা সেই এক এরই। বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাধা-কৃষ্ণ, যাদের আলাদা আলাদা জন্ম হয়। বিষ্ণু অবতরণের কথাও গাওয়া হয়েছে। চতুর্ভুজ দেখানো হয়। কিন্তু এ'কথা কারো জানা নেই যে, প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গে প্রিন্স-প্রিন্সেস রাধা-কৃষ্ণ হবে। এ'কথা তোমরাই জানো। এও জানো যে - মায়ার অনেক বিশাল ঝঞ্ঝাও সূক্ষ্ম ভাবে আসে। মায়া ভুলিয়ে দেয়। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে। যে কোনো কথা বাচ্চারা যদি খোলা মনে জানতে চায় তবে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। তুফানও অনেক প্রকারের আসে। স্বপ্ন, ছিঃ ছিঃ বিকল্প অনেক প্রকারের আসতে থাকে। হ্যারিকেন সাইক্লোনকে (আঁধি) বলা হয় ঝড় তুফান। এখন এই ব্রহ্মা হলেন সুপরিচিত। এছাড়া বাবা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করায় আরো সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যান। যেমন যেমন মানুষ তেমন তেমন বেশ। এখন তো পঙ্গু, কানা খোঁড়া, কুন্ডা, মানুষ দেখতে পাবে। সেখানে তো রয়েছে ন্যাচারাল বিউটি। কারণ পাঁচ তত্ত্বও সেখানে হলো সত্যোপস্থান। তো এই জ্ঞান সম্মুখে বসে শোনার জন্য কন্যারা আহ্বান করে। গীত গুলির কথাও কোথাও না কোথাও ঠিক। যেমন দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তবুও তার স্মরণিক রূপে মন্দির গুলি রয়েছে। সব ধর্মের স্মরণিক রয়েছে। তোমরা বাচ্চারাও বুঝতে পারো যে, অবশ্যই উচ্চ থেকেও উচ্চ একমাত্র নিরাকার ভগবানকেই বলা হয়। তাঁরই গায়ন রয়েছে, আর রয়েছেও সঙ্গগয়ুগেই, যখন আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। আত্মার সংখ্যাও তো অনেক। বুদ্ধি হতেই থাকবে। এখন বাচ্চারা তোমরা সম্মুখে বসে শুনছো, অন্যদেরও ইচ্ছা হয় যে, সম্মুখে বসে শুনি। এখানে আসতে পারে না। বন্ধনে রয়েছে তারা। অন্য কোনো সংসঙ্গে যাওয়ার জন্য কাউকে মানা করে না। বশ্বেতে গীতা শোনানো হয়, যে কোনো ধর্মের মানুষ সেখানে যেতে পারে। ফিজ্ দিতে হয় না। নানার গুরুর কাছে যায়, যার কাছে গেলে রাস্তা খুঁজে পাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা কারো জানা নেই। সেইজন্য অনেক খুঁজতে থাকে। এখানে তো কোনো গুরু গোঁসাই নেই। ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা রয়েছে, ব্যস্। মহাত্মা কেউ নেই। যেমন তোমরা, তেমনই এই দাদাও। তফাৎ কিছু নেই। বেশ ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য নেই। এই শল চাদরও কখনো কখনো নামিয়ে রেখে দিই। কিন্তু ড্রামানুসারে এ যেন একটা অফিসিয়াল ড্রেস। ড্রেসকে তো দেখার কিছু নেই। বুদ্ধি শিব বাবার দিকে চলে যায়। অন্য সব মানুষ শরীরকে দেখে। তোমরা নিজের শরীরকেও ভুলে যাও আর এই দাদার শরীরকেও ভুলে যাও। দেহী-অভিমানী হতে হবে। এনার শরীরকে স্মরণ করতে হবে না। শিব বাবা এঁনার দ্বারা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনিই হলেন নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী। আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য এই সময় এসে শুনিতে থাকেন। বৃদ্ধাদের জন্যও খুব সহজ। জাগতিক স্থূল গুলিতে গেলে বৃদ্ধারা তো কিছুই বুঝতে পারবে না। এটা

হলো সকলের জন্য সহজ। বাবা কেবল বলেন - আমাকে স্মরণ করো। মৃত্যুকালে যেমন মানুষের কানে মন্ত্র দেওয়া হয় - রাম রাম বলো, এটা বলো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাণপ্রস্থের পরেই গুরুর মন্ত্র নেয়। কিন্তু এখন বাবা বলেন - সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে। বৃদ্ধ, জোয়ান, শিশু - সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা এখন। এই রকম তো আর কেউ বলতে পারবে না। তারা বলবে - সকলের মৃত্যু ডেকে আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো নাকি? হ্যাঁ, মরতে তো সবাইকেই হবে। কেউ কেউ বলে - বাবা, আর কতদিন রয়েছে, আমরা তাড়াতাড়ি যাবো? এখানে নিদারুণ দুঃখ। যত দিন যাবে এইভাবে এইভাবে বলবে। বাবা বলেন - 'কথা কেন বলো? আরে, এই সময় তো তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখে রয়েছে। এরপর ডিগ্রি ডিগ্রেড (হ্রাস) হয়ে যাবে। তোমরা গিয়ে দৈবী সন্তান হবে। এখন এই শীতল কোল কত আরামের। স্বর্গে তো হবেই শীতল। কিন্তু এখানে তো তপ্তকেও (গরম) শীতল বানিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তো তবে ভালো। এই রকম নয় যে এখন তাড়াতাড়ি করো। এখন তো আমরা হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চ। প্রশস্তির যা কিছু সে সবই হলো এখনকার। দিলওয়ারা মন্দিরও হলো এই সময়ের। সমগ্র সৃষ্টির আত্মাদের হৃদয় হরণকারী হলেন একমাত্র বাবা। দিলওয়ারা মন্দির হলো সকলের জন্য। আত্মা শরীরের দ্বারা আহ্বান করে - বাবা, এসো। এসে আমাদেরকে নতুন বানাও, আমরা পুরানো হয়ে গেছি। আত্মা আর শরীর দুটোই হলো পুরানো। আত্মা বুদ্ধিহীন অন্ধ হয়ে আছে। মানুষকে কি খোড়াই অন্ধ বলা হয়! চোখ তো আছে। কিন্তু বুদ্ধি হলো অন্ধ। আত্মার মধ্যে যে স্মরণ করার বুদ্ধি রয়েছে, সেটাকে একবারেই ভুলে গেছে। তো গোপিকারা কেউ কোথা থেকে কেউ কোথা থেকে ডাকতে থাকে। বাল্মীকী গোপিকারা ছোট ছোট গ্রামের থেকে ডাকতে থাকে। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, সত্যযুগে গৃহস্থ আশ্রম ছিল, পবিত্র ছিল। এখন তো বিশ্বের জন্য হয়রান করতে থাকে। এটা ভাবে না যে, এখানে নির্বিকারী বানানো হয়। নির্বিকারী হয়ে গেলে তারপর কী হবে - সেটা জানা নেই। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করে যায়। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে, আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যাবো। এই সব কথাকে তারা মানেই না। এই সময় এত দুঃখ রয়েছে যে, যার ফলে মনে করে এর থেকে মুক্তি বা মোক্ষ ভালো। বাবা বুদ্ধিয়েছেন যে - ড্রামাতে মোক্ষ কারোরই প্রাপ্ত হয় না। এখন তোমরা জানো। বাবা বলেন - শুধু স্মরণ করো যে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে। বাবাকে স্মরণ না করলে অনেক ঝড় আসবে। বিবেকও বলে - নিরন্তর স্মরণ করা খুব মুশকিল। যদিও বাবা বলেন - তোমরা হলে কর্মযোগী। কিন্তু দেখা গেছে যে কর্ম করার সময় স্মরণ করতে ভুলে যাও। এমন অবস্থা হওয়ার জন্য সময় লাগবে। এরজন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হয়। কলেজে পুরুষার্থী বাচ্চাদের রাত-দিন পড়াশোনা করার খুব শখ থাকে। ওরা চেষ্টা করে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ (সরকারি বৃত্তি) পাওয়ার জন্য। কত মাথা ঠুকতে থাকে (বৃত্তির জন্য অনেক প্রচেষ্টা)। তারপর খুব খুশি হয়। এখানেও বাবা বলেন - তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে স্কলারশিপ নাও। সবার প্রথমে হৃদয় সিংহাসনে বসে যাও। তোমাদের দোড়ে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো - এখন বাবা সম্মুখে বসে আছেন। ডাইরেক্টর এই রথে (ব্রহ্মা বাবা) বসে বাচ্চা-বাচ্চা বলে কথা বলেন। ব্রহ্মার শরীর তো স্থায়ী (ফিক্সড) হয়ে আছে। বাবা বলেন — আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা আমাকে আহ্বান করে বলো - বাবা, এসো। এখন আমি এসেছি। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। আমিও নিরাকার। তোমরা ভক্তি মার্গে ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল ধারণ করে স্মরণ করে এসেছো। এখন সম্মুখে এসে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তোমাদের তো নিজেদের শরীরের আধার আছে। আমাকে এই শরীর লোন নিতে হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন - এখন এই পুরানো বস্ত্র ছাড়তে হবে। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করো। যদি অন্য কিছু স্মরণ করতে থাকো তবে সাজা ভোগ করতে হবে। যতটা সম্ভব অন্যদের স্মরণ করা বন্ধ করে দাও। যাত্রা করতে গেলে বুদ্ধিতে শুধু ঐ কথাই স্মরণে আসে। ব্যস, আমরা শ্রীনাথের দ্বারে যাচ্ছি। তোমাদের এখানে হলো সত্যিকারের আত্মিক যাত্রা। আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হয়। তারপর শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে এখানে আসা-যাওয়া করতে হয়। যেখানেই থাকো না কেন স্মরণ থাকা উচিত। তোমরা জানো যে ভগবান সর্বব্যাপী নন, তিনি তো বাবা আর বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সর্বব্যাপী বললে এর কোনো মানেই থাকে না। বাবাকে তো সম্পদের উত্তরাধিকার দিতেই হয়। ওঁনার এই আশা থাকে না যে আমাকে উত্তরাধিকার পেতে হবে। ওঁনার আশা থাকে - বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দেওয়ার। এই বাবারও আশা থাকে - আমাকে উত্তরাধিকার দিতে হবে। বাবার সাথে বাচ্চাদের সম্বন্ধ আছে। বাচ্চাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে, বাবাকে দিতে হবে। বাবা তারপর তোমাদের কাছ থেকে কি নেবেন! ওঁনাকেই দিতে হয়। সত্য আত্মার প্রতি সাহেব (বাবা) সন্তুষ্ট (রাজী) হন, তাই তোমাদেরও সত্য হতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করো কিন্তু অবসর সময়ে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের যাত্রার রেজিস্টার তোমাদের সঠিক হলে খুশি থাকবে। মানুষ যেটা অভ্যাস করে সেটাই বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন আমরা ফিরে যাবো নিজের ঘরে, সেইজন্যই বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। গীতাতেও দুইবার মন্মনাভব লেখা আছে। কিছু-কিছু কথা আটার মধ্যে লবণের মতো সঠিক।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোনো চিত্র ইত্যাদি থাকে না। তোমাদের চিত্র থাকে। আজমীরে ব্রহ্মারও চিত্র আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেক রকমের আছে। ভিন্ন-ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। ভাষাও দেখো কত রকমের। বাচ্চারা জানে - আমাদের রাজধানীতে একটাই ভাষা হবে। ওখানকার ভাষাই আলাদা। সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা থাকে না। বাচ্চারা ওখানকার ভাষা ইত্যাদি বর্ণনা করত। এখন তোমরা বাচ্চাদের খুশি হওয়া উচিত। আমরা রাজধানী স্থাপন করছি। তারপর সেখান নিজেদের ভাষা হবে। এখানকার ভাষা ওখানে হতে পারে না। ড্রামা নির্ধারিত অনুসারে তারপর ওরাই নিজেদের মহল ইত্যাদি তৈরি করবে। কল্প পূর্বের মতোই। এখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিউ দিল্লি বানিয়েছে না! তোমরা জানো আমরা দিল্লি নাম রাখব না। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া চাই। ওখানে হীরে-জহরত দিয়ে তোমাদের মহল তৈরি হবে। এখন তো মহল নেই। বুদ্ধি বলে আমরা ফার্স্টক্লাস মহল তৈরি করব। এই দুনিয়া তো ছিঃছিঃ হয়ে গেছে। এমনই সব বাক্যলাপ নিজেদের মধ্যে করা উচিত। বহন জী, ভাইজী আমরা তো চলে যাব তারপর এসে নিজেদের রাজধানী সামলাব। এই রকম পোষাক পড়বো। আগে গয়না ইত্যাদি সব সত্যিকারের পড়ত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে কত গয়না ইত্যাদি থাকে। শিবের মন্দিরে কি থাকবে? শিবের লিঙ্গও হীরে দিয়ে তৈরি করে। এ'সবই বোঝার বিষয়। আমাদের শিববাবার মন্দির মুসলমানরা এসে লুট করেছে। যা ভক্তি মার্গের শুরুতে বানিয়েছিল। তোমরা জানো দ্বাপর থেকে শিববাবার মন্দির তৈরি হয়েছে। নিজেরাই পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে যায়। প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরি হয়েছিল। সোমরস বলা হয় নলেজকে (জ্ঞান)। নলেজ প্রদানকারী হলেন বাবা যার মাধ্যমে তোমরা ধনবান হয়ে ওঠো। তারপর সেই ধন দিয়েই তোমরা বাবার মন্দির তৈরি করো। পূজাও তো হবে না! ঘরে -ঘরে মন্দির তৈরি করে। তোমরা জানো যখন ভক্তি মার্গ শুরু হবে তখন আমরা পূজারি হয়ে মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করব। তোমরা বাচ্চারা জানো - আমরা এখন প্রেমিকা হয়েছি প্রেমিক পরমাত্মার, ওঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। ওরা (লৌকিক জগতে) বিকারের জন্য প্রেমিকা হয়। এখানে আত্মা পরমাত্মা প্রেমিকের প্রেমিকা হয়। তোমরা দেখো - সব ভক্তরাই তাঁকে স্মরণ করে। ঐ প্রেমিকের মহিমা অতি প্রসিদ্ধ। আশিক (প্রেমিকা) যারা পতিত হয়ে গেছে তাদের পবিত্র করে তোলেন। আত্মাই পতিত, আত্মাই পবিত্র হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্ফলারশিপ নেওয়ার জন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে, হৃদয় সিংহাসনে বসার জন্য দৌড় লাগাতে হবে। কর্ম করার সময়ও স্মরণ করতে হবে।

২) আমরা আত্মিক যাত্রায় আছি, সেইজন্য বাকি সবকিছুই বুদ্ধি থেকে বের করে নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের রেজিস্টার ঠিক রাখতে হবে।

বরদানঃ:- নিরন্তর যোগী আর পবিত্র হয়ে সর্ব বিকারকে বিদায় করে দেওয়া শক্তি স্বরূপ, পূজ্য স্বরূপ ভব বাবার দ্বারা সব বাচ্চাদের মুখ্য দুই বরদান প্রাপ্ত হয় - এক হলো সদা যোগী ভব আর দ্বিতীয় পবিত্র ভব। যে এই বরদান জীবনে সবসময় অনুভব করে সে দুই চার ঘন্টার যোগী হয়না, নিরন্তর যোগী হয়ে ওঠে। পবিত্রও কখনও-কখনও নয়, সদা পবিত্র থাকে আর সর্ব বিকারকে বিদায় করে দেয়। এমন নয় যে কখনও ক্রোধ এসে গেল বা মোহ এসে গেল, কোনো বিকারকেই স্মৃতি স্বরূপ হতে দেবে না। সুতরাং এমন যোগীই হয় শক্তি স্বরূপ আর সদা পবিত্র থাকা পূজ্য স্বরূপ।

স্নোগানঃ:- সদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকলে ভাগ্য রূপী ছায়া তোমাদের সাথে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম সত্তা এবং স্বরাজ্য সত্তার অধিকারী আত্মা"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের মধ্যে দুটি বিশেষ সত্তাকে দেখছেন। সেই দুটি সত্তা হলো, এক হলো ধর্ম সত্তা আর দ্বিতীয় হলো স্বরাজ্য সত্তা। ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব - এই দুই সত্তা প্রত্যেকের প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ধর্ম সত্তা অর্থাৎ সত্যতা, পবিত্রতার ধারণা স্বরূপ আর স্বরাজ্য সত্তা অর্থাৎ অধিকারী হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয়কে নিজের অধিকারের দ্বারা অর্ডার দিয়ে চালানো। স্বরাজ্য অধিকারী বা স্বরাজ্যের সত্তাধারী যে কোনো পরিস্থিতি, প্রকৃতি আর মায়ার যে কোনো স্বরূপেই কোনো ভাবেই অধীন হবে না, অধিকারী হবে। প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মাকে বাপদাদা এই দুটি সত্তাই প্রাপ্ত করিয়েছেন না? সকলের কাছে এই দুটি সত্তা রয়েছে নাকি এখনও পুরোপুরি আসেনি? এখন যারা দুটি সত্তাকেই প্রাপ্ত করবে, তারাই ভবিষ্যতে ধর্ম আর রাজ্য সত্তার অধিকারী হবে। দুটি সত্তাকেই তোমরা ধারণ করেছো? নিজের চিত্রকে দেখেছো? ডবল বিদেশীদের চিত্র নাকি অন্যদের চিত্র? তো সেই চিত্রে দুটি সত্তার চিহ্নকে দেখেছো? ধর্ম সত্তার চিহ্ন হলো - লাইটের মুকুট আর রাজ্য সত্তার চিহ্ন হলো রত্ন খচিত রাজমুকুট। তো নিজের এই রকম চিত্রকে দেখেছো? তো দুটি সত্তাকেই তোমরা এই সময় ধারণ করে থাকো। অর্ধ কল্প এই দুই সত্তাই একসাথে তোমাদের সকলের হাতে থাকে। দ্বাপরে দেখো, তখন ধর্ম সত্তা আলাদা হয়ে যায় আর রাজ্য সত্তা আলাদা হয়ে যায়। সেইজন্য ধর্ম পিতাদেরকে আসতে হয়। তো ধর্ম পিতা আর রাজ্য দুই-ই আলাদা আলাদা থাকে। কিন্তু তোমাদের রাজস্বে আলাদা হবে কী? প্রত্যেকের কাছে দুটি সত্তাই একসাথে থাকে, সেইজন্য অখন্ড নির্বিঘ্ন রাজস্ব চলে। তো প্রত্যেকের মধ্যে এই দুটি সত্তাকে বাপদাদা দেখছিলেন যে, প্রত্যেকে নিজের মধ্যে কতটা ধারণ করেছে? কতখানি অধিকারী হয়েছে? সদা অধিকারী থাকে নাকি কখনো অধীন, কখনও অধিকারী? এইমাত্র অধিকারী রয়েছে আবার পরক্ষণেই অধীন হয়ে গেলে তখন ভালো লাগবে? নাকি সর্বদা অধিকারী থাকাটা ভালো? সদা অধিকারী চাই নাকি অল্প সময়ের জন্য হলেও চলবে? বাবা স্বয়ং যখন অধিকার দিচ্ছেন, যিনি দেওয়ার তিনি দিচ্ছেন আর যে নেবার তার তখন কী করা উচিত? নেওয়া সহজ নাকি দেওয়া সহজ? নেওয়াটা তো কোনো কঠিন নয় তাই না? দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবা হয় যে - দেবো কি দেবো না, নাকি অল্প দেবো, নাকি বেশী দেবো... কিন্তু নেওয়ার ক্ষেত্রে তো সবাই বলবে - যত বেশী করে নেওয়া যায় নিয়ে নিই। তো নেওয়ার বিষয়ে তোমরা নম্বর ওয়ান নাকি নম্বর টু? এতে তো নম্বর টু কেউ হয় না আর যখন দিতে হয় তখন... দেওয়ার ক্ষেত্রেও নম্বর ওয়ান নাকি ভাবতে হয়, সাহস সঞ্চয় করতে হয়! বাস্তবে দেখো যে কী দিয়ে থাকো? ব্রাহ্মণ জীবনে দিতে হবে নাকি নিতে হবে? যেটা দিতে হবে তার থেকে যদি যেটা নিতে হবে সেটা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কি সেটা নেওয়া হলো নাকি দেওয়া হলো? দিতে তো হবে, দিতে হবে - এটা যদি ভাবো তবে ভারী হয়ে যাবে। নিতে হবে, তাহলে সদা খুশীতে থাকবে, সাহস থাকবে। দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি ভাবো যে, দেওয়াটা কঠিন, কিন্তু আগে নিচ্ছো, তারপর দিচ্ছো তো কিছুই না। তোমাদের কাছে কী কিছু আছে যে বাবাকে দেবে? দিলে ভালো জিনিসই তো দিতে হয় নাকি খারাপ জিনিস? তাহলে ভালো কোন্ জিনিসটা তোমাদের কাছে আছে? ভালো তন আছে? ভালো মন আছে? ভালো ধন আছে? সব বেকার আছে। ওষুধের জোরে শরীরটাকে চালাচ্ছো। যে গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চালাতে হয় সেটা কি ভালো হলো? তো ব্রাহ্মণ জীবনে হলো নেওয়াই নেওয়া। আর বাবা তো মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন যে, বাচ্চারা তো বাবার থেকেও চতুর। আগে তারা নেয়, তারপর দেওয়ার কথা ভাবে। সুচতুর না! সেটা ভালো। বাচ্চারা সুচতুর হলে বাবার ভালো লাগে, কিন্তু চলতে চলতে যদি ডাল (dull, নিস্প্রভ) হয়ে যায়, তখন কি আর ভালো লাগে! কখনো কখনো বাচ্চাদের ফেস এমন দেখায় যেন কি জানি কি হয়ে গেল! যেমন শরীরে চলতে চলতে রক্তাৱতা হয়ে গেলে শরীরে দুর্বলতা এসে যায় না! ফেসও সেই রকম দুর্বল দেখায়। তো এখানেও খুশীর, শক্তির অভাব হয়ে যায় যখন তখন চেহারা এই রকম হয়ে যায়...। তোমরা এ'সব জানো, সকলেই এই বিষয়ে অনুভাবী। একদিকে তোমরা বলে থাকো যে, খুশীর খনি মিলে গেছে আর তাও আবার অবিনাশী, তাহলে কম কী করে হয়ে যায়? তো বাবার কাছে তোমাদের সারা দিনের মনের মুড আর মুড অনুসারে যে ফেস বদলে যেতে থাকে তার চিত্র সেখানে থাকে। তোমরা তো চিত্রের মিউজিয়াম বানাও তাই না! বাবার কাছে তোমাদের চিত্রের মিউজিয়াম রয়েছে। তো সদা এটা স্মরণে রাখবে যে, ব্রাহ্মণ আত্মা রাজ্য সত্তা আর ধর্ম সত্তার অধিকারী আত্মা আমরা। এই স্মৃতির নিশ্চয় রয়েছে তো নেশা রয়েছে, নিশ্চয় কম তো নেশাও কম। অতএব চেক করো - এই সত্তা দুটি সদা সাথে থাকে? নাকি কখনো হারিয়ে যায়, কখনো এসে যায়?

আচ্ছা, আজ ডবল বিদেশী মেজরিটি রয়েছে। বাপদাদা বিশেষতঃ ডবল বিদেশীদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, সারাদিনে নিজের অধিকারের সীটে সেট থাকো নাকি খুব তাড়াতাড়ি আপসেট হয়ে যাও? নাকি আপসেট হওয়া - এটা হলো পাস্ট এর

কথা, এখন হয় না। পাস্ট হয়ে গেছে না! এখন তো হও না, তাই না? এখন নলেজফুল, পাওয়ারফুল হয়ে গেছো। এমন নয় তো যে, ছোট ছোট বিষয়ে আপসেট হয়ে গেলো, চেহারা বদলে গেলো, মুড বদলে গেলো! এই রকম কখনো কখনো হচ্ছে? কখনো কখনো আপসেট হচ্ছে? আচ্ছা! যারা মনে করে যে, আপসেট হওয়া কি সেটাই ভুলে গেছে, এই রকম শক্তিশালী আত্মারা যারা কখনো আপসেট হয় না, তারা হাত তোলা। সত্যি কথা যে বলছে তার জন্য অভিনন্দন। এখন এই সীজনে কিছু তো মধুবনে ছেড়ে দিয়ে যাবে নাকি কিছু নিয়ে যাবে? মেজরিটি তো মধুবনে শিবরাত্রি পালন করেছে তাই না? তো যার বার্থ ডে হয়, তাকে তোমরা গিফ্ট দিয়ে থাকো তো না? তো বাবাকে কি গিফ্ট দিয়েছো? এই আপসেট হওয়া এটাই গিফ্ট দিয়ে দাও - আপসেট হবে না। সাহস আছে? আচ্ছা, হাত তোলা আর টি. ভি. তে সবার হাতের ছবি দেখাও। ভেবে চিন্তে পাঙ্কা হাত তুলবে। দেখো সকলের হাতের ফটো বেরিয়েছে। দেখবে এখন ফটো তোলা হয়ে গেছে। বাপদাদার ওই রকম চেহারা ভালো লাগে না। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে সদা প্রস্ফুটিত রুহানী গোলাপ দেখতে চান। স্মিয়মান নয়, প্রস্ফুটিত। যাকে ভালবাসা হয়, তো তার যেটা ভালো লাগে সেটাই করা হয়। ডবল ফরেনার্স তো বাবাকে খুব ভালোবাসে। তাহলে বাবার যেটা ভালো লাগে, সেটাই তো তোমাদের ভালো লাগে তাই না? এখন কারোর থেকে এমন সমাচার যেন না আসে যে, কী করবো, বিষয়টাই এমন ছিল, সেইজন্য আপসেট হয়ে গেছি। আপসেট হওয়ার মতো ব্যাপারও যদি আসে তবে তোমরা আপসেট স্থিতিতে আসবে না। যেমন তোমরা দোলনায় দোল থাও না! তখন দোলনাটা নীচে উপরে হতে থাকে, একবার অনেক নীচে থাকো, একবার অনেক উপরে উঠে যাও আর যদি খুব ফাস্ট হতে থাকে তবে শরীরকে আপসেট করবে তখন তাই না? কিন্তু তোমরা তাতে আপসেট হও কী? কেন হও না? খেলা মনে করো বলেই তো আপসেট হওয়ার বদলে মনোরঞ্জন মনে করো। কারণ কী হলো? খেলা সেটা। এই রকম কোনও আপসেট করার মতো বিষয় যদি আসেও, আসবেও অবশ্যই, যারা হাত তুলেছে তাদের কাছে আরও বড় আপসেট করার মতো পরিস্থিতি আসবে। কেননা মায়াও মুরলী শুনছে। কিন্তু সেটাকে একটা খেলা মনে করবে। ঘাবড়িও না। ঠিক আছে, দোলাচ্ছে তো, দোলাতে দাও। কিন্তু মন যেন ঘাবড়ে না যায়। নলেজফুল, পাওয়ারফুল হয়ে যাও। সেই সীটকে ছেড়ে না। এক দুই বারও যদি মায়া দেখে যে, এ তো ঘাবড়াবার নয়, তবে সে নিজেই আপসেট হয়ে যাবে, তোমাকে করবে না। পরিস্থিতির লেনদেন করতে হলে করো, কোনো পরিস্থিতির উদয় হলে নলেজফুল হওয়ার কারণ বুঝতে তো পারো যে - এটা ঠিক কিন্তু এটা ঠিক নয়, এটা হওয়া উচিত বা হওয়া উচিত নয়... কিন্তু পরিস্থিতির লেনদেন পরিস্থিতি হিসেবেই করো, আপসেটের রূপে করো না। একদিকে বলতে থাকবে অন্যদিকে গঙ্গা- যমুনা বইয়ে দিতে থাকবে। মনে মনেই বইয়ে দাও অথবা দু চোখ দিয়েই বইয়ে দাও, কোনোটাই ঠিক নয়। তো গিফ্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তোমরা? ভেবে নিয়েছো নাকি এমনিই হ্যাঁ করে দিয়েছো?

বাপদাদা সহজ শব্দে যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে, যখনই কোনো পরিস্থিতি অথবা প্রকৃতি অস্থিরতার রূপ নিয়ে আসবে, তখন দুটি শব্দ স্মরণে রাখো। বিধি হলো - হয় নট(না) করো অথবা ডট (বিন্দু) লাগাও। নট অথবা ডট। কোনো কিছু রং (ভুল) যদি হয়, তবে ভাববে নট, মানে সেটা করা যাবে না। না ভাববে, না করবে, না বলবে। আর ডট লাগিয়ে দিলে তো নট-ই হয়ে যাবে। ভাবো নট, লাগাও ডট। ফিনিশ। ডট (বিন্দু) লাগাতে কতটুকু টাইম লাগে? সেকেন্ডের থেকেও কম। কিন্তু কী হয়? তোমরা ভাবো যে এটা করতে নেই, ঠিক নয় কিন্তু ডট লাগাতে জানো না। নলেজফুল তো হয়ে গেছো কিন্তু কেবল নলেজফুল চাই না, নলেজের সাথে পাওয়ারফুলও চাই। তো পাওয়ারফুল স্থিতির অভাব রয়েছে বলেই ডট লাগাতে পারছো না। আর যে ডট লাগাতে পেরে যাচ্ছে সে বাবাকেও ভুলবে না, বাবাও তো হলেন ডট (বিন্দু)। তোমরাও তো হলে ডট। তাহলে সব কিছু স্মরণে এসে যাবে। ফুলস্টপ। কোশ্চেন মার্ক (?), আশ্চর্যের মাত্রা (!), কমা (,) এই সব দেবে না, ফুলস্টপ (.)। ফুলস্টপের মাত্রা তো সহজ তাই না? অন্য সব গুলো তো হলো কঠিন। আর সব থেকে কঠিন হলো কোশ্চেন মার্ক। সেটা খুব তাড়াতাড়ি লাগানো যায়। আগেও বলেছি যে, হোয়াই (কেন) শব্দ এলে তখন কী করবে? ক্লাই। উপরে উড়ে যাও। হোয়াই নয় ক্লাই। ক্লাই (ওড়া) করতে জানো তো? এমনিতে ডবল ফরেনারদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো রঙ্গ বেরিয়ে আসে। বাপদাদা এই রকম রঙ্গদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হন। সাথে সাথে এই রকম যে অমূল্য রঙ্গ রয়েছে, এই রকম অমূল্য রঙ্গের মধ্যে যদি এতটুকুও দাগ কোনো দিক থেকে দেখতে পাওয়া যায়, তবে অমূল্য রঙ্গের জায়গায় সেই দাগ দেখতে ভালো লাগে না। হয় ছোট্ট একটা দাগ, কিন্তু দাগ-ই তো বলবে তাকে না? তো যখন অমূল্য রঙ্গ হয়ে গেছো, তখন বাকি ছোট্ট একটা দাগ কেন রেখে দিয়েছো? ভালো লাগে কি? এটা তো ভাবো না যে, চাঁদেও তো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, সেইজন্য দাগ ভালো। ডবল বিদেশী স্যাম্পল হয়ে দেখাও। এতটুকুও কম যেন না হয়। এমনিতে দাগের কারণ কী? চাও না যে দাগ লাগুক, কিন্তু লেগে যায়। কেন লেগে যায়? মূল কারণটাকে কি জানো? জানার ব্যাপারে তো বেশ হুশিয়ার তোমরা। জানোও আবার যখন নিজেদের মধ্যে ওয়ার্কশপ করে থাকো তখন বাপদাদা ওয়ার্কশপের ফটোও দেখেন। কারণ তো অনেকগুলিই তোমরা বের করে থাকো - এই কারণে, এই কারণে... আর ভালো ভালো কথা ওয়ার্কশপে তোমরা বের করে থাকো, কিন্তু ওয়ার্কে নিয়ে আসো না। বডি কনশাসনেস এর অনেক সূক্ষ্ম রূপে তৈরী হয়ে যেতে থাকে।

এখন বড় বড় রূপে বড়ি কনশাস আসে না, কিন্তু সূক্ষ্ম আর রয়্যাল রূপে আসে। বুদ্ধি খুব ভালো চালিয়ে থাকো, যখন ভালো ভালো কথা ভাবছো তখন তো বাপদাদা খুশী হচ্ছেন, অথচ ভালো ভালো কথা ভেবেও করার সময়ও যদি কোনো অ্যাডিশন - কারেকশন করে থাকো তখন 'আমি' ভাব চলে আসে। যেমন, খুশী মনে নিজের আইডিয়া (বিচার) দিয়ে থাকো তেমনি অন্যদের আইডিয়াও খুশী মনে নাও। ঘাবড়িও না - এটা কী করে হবে, এটা কী করলো, এটা তো হতে পারে না, এ তো চলতে পারে না...। অন্যদের আইডিয়া, অন্যদের কথাকেও এতটাই রিগার্ড দাও যতখানি নিজের কথাকে রিগার্ড দিয়ে থাকো। মতামত ব্যক্ত করা আলাদা ব্যাপার, তার বা তাদের মত যদি তোমার পছন্দ নাও লাগতে পারে, কিন্তু তার এফেক্টে চলে এসে অবস্থা উপরে নীচে হয়ে গেলো, তবে সেই সেবা, সেবা হবে না। অ্যাডজাস্ট করা, অন্যের আইডিয়াকেও নিজের আইডিয়ার মতোই দেখা - বোঝা - এটাই হলো অন্যদের মতামতকে রিগার্ড দেওয়া। যেমন তোমরা মনে করো না যে, আমি এটা ভেবেছি বা এই ভাবনাটা বেরিয়ে এলো, চিন্তা ভাবনা করেছি, কাজ করেছি, তো আমার আইডিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, অন্যকে রিগার্ড দেওয়া উচিত, সেই রকমই অন্যদের ভাবনা চিন্তাকেও নিজের ভাবনা চিন্তার সাথে মেলানো, সেটা তোমরা মেলাতে পারো না, অন্যদের মতামতকে অন্যদের মতামতই মনে করছো। কারণ এখন তোমরা ডবল বিদেশীরাও সেবার ক্ষেত্রে প্ল্যান বানানোতে ভালোই প্রোগ্রেস করছো এবং এর পরেও করবে। কিন্তু অ্যাডজাস্টের বিশেষত্বকে ইউজ করো। যে কোনো বাস্তব অগ্রগতি দেখে বাপদাদার আনন্দ হয়। এই রকম ভাবেন না যে এ কেন এগিয়ে যাচ্ছে? এগিয়ে যদি যায় তবে খুব ভালো। তো ডবল বিদেশীদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ তো আছেই, কিন্তু সেবার প্ল্যান বা প্র্যাকটিক্যাল সেবার জন্য যা তোমরা করে থাকো, করছো, তার জন্য অনেক অনেক রিগার্ড রয়েছে।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, তোমরা ডবল বিদেশীরা না থাকলে তো বাবার একটি টাইটেল প্র্যাকটিক্যাল সিদ্ধ (প্রমাণিত) হতো না। কোন্ টাইটেল? বিশ্ব কল্যাণকারী। তাহলে এখন দেখো বিশ্বের চতুর্দিকে বাবার ম্যাসেজ দিচ্ছে তোমরা তাই না? এই সীজনে চতুর্দিক থেকে এসেছে তোমরা, তাই না! টোটাল কত গুলো দেশ থেকে এসেছে? (৫৮) পাঁচটি মহাদেশের আটাল্লটি দেশ থেকে। তাহলে আর ক'টি দেশ বাকি থাকলো? (১২৫) ছোট ছোট তো অনেক দেশ থেকে থাকবে, কিন্তু প্রধান ১২৫ টি দেশ রয়ে গেছে! সুতরাং ডবল বিদেশীদের এখন অনেক কাজ করতে হবে! ভারতেও করতে হবে আর বিদেশেও করতে হবে, দুই জায়গাতেই করতে হবে। বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, সেবার সম্পূর্ণ সফলতার লক্ষণ হলো এটাই যে, কোনো দিকেরই আত্মা যাতে অভিযোগ করতে না পারে যে, আমাদের কাছে তো ম্যাসেজ এসে পৌঁছাইনি। ম্যাসেজ পৌঁছালে অথচ শোনার পরেও যদি তারা তাদের ভাগ্যকে বদলালো না, তবে তাকে তোমার প্রতি অভিযোগ করা বলা যাবে না, সেটা সেই আত্মার প্রতি হবে। কিন্তু তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ যেন না থেকে যায়। যখন তোমরা বলো যে, আমরা হলাম মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী, তখন বিশ্বের চারিদিকে ম্যাসেজ পৌঁছে যাওয়া উচিত। ভারতেও পৌঁছানো উচিত আবার বিদেশেও পৌঁছানো উচিত। যে সময় তোমাদের বিজয়ের পতাকা উড়ছে, সেই সময় যদি কোনো আত্মা এসে অভিযোগ করছে, তখন কি ভালো লাগবে? একদিকে তোমরা পতাকা ওড়াচ্ছে আর অন্যদিকে লোকে অভিযোগ জানাচ্ছে, তাহলে ভালো লাগবে? ভালো লাগবে না, তাই না? ডবল বিদেশীরা সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। বাবার প্রতি ভালোবাসা তো আছেই, কিন্তু সেবার প্রতিও ভালোবাসা রয়েছে। উভয় দিকের সার্টিফিকেটই ভালো। এখন কোন্ সার্টিফিকেট নিতে হবে? যত বেশী সেবাধারী, ততই শক্তিদারী। তো শক্তি স্বরূপ হয়ে গেছো - এই সার্টিফিকেট নিতে হবে। বাপদাদা দেখেন যে - মেজরিটি বাবার প্রতি আর সেবার প্রতি ভালোবাসাতে পাশ। আচ্ছা।

চতুর্দিকের ধর্ম সত্তার অধিকারী আত্মারা, সদা স্বরাজ্য সত্তার অধিকারী আত্মারা, সদা ডবল সেবাধারী ডবল মুকুটধারী শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা সর্ব শক্তির দ্বারা শক্তি স্বরূপের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখাতে পারা শক্তিশালী আত্মারা, সদা লক্ষ্যকে লক্ষণের রূপে দেখিয়ে থাকা, অনুভব করাতে পারা শক্তিশালী মহাবীর, অচল অটল আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- দূত সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থের অসুখকে চিরদিনের জন্য সমাপ্তকারী সফলতা-মূর্তি ভব সফলতা মূর্তি হওয়ার জন্য সকল বাস্তবদেরকে এই একটি দূত সংকল্প করতে হবে যে, না কখনো ব্যর্থ ভাববো, না কখনো ব্যর্থ দেখবো, না ব্যর্থ শুনবো, না ব্যর্থ বলবো আর না ব্যর্থ কোনো কিছু করবো... সদা সাবধান থেকে ব্যর্থের নাম লক্ষণটুকুকেও সমাপ্ত করবো। এই ব্যর্থের অসুখ হলো বড়ই কড়া, যা যোগী হতে দেয় না। কারণ ব্যর্থের বিস্তার, বিস্তারে বিভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকে পড়া বুদ্ধিকে সমাহিত করার শক্তির দ্বারা সার স্বরূপে স্থিত করো তবেই সহজযোগী, সফলতা মূর্তি হয়ে উঠবে।

স্লোগান:- অন্যকে মুখে বলে শেখানোর পরিবর্তে নিজে করে দেখিয়ে শেখাও।

সূচনা: - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় অনুভব করুন যে, আমি আত্মা হ্রকুটির আসনে বিরাজিত এক চৈতন্য দীপক। আমি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দিয়ে আলোকোজ্জ্বল করবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কুল দীপক আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা বাবা, টিচার, সন্স্কর - তিনজনের সম্মুখেই বসে আছো, বাবার কৃপা এটাই যে তিনি টিচার রূপে তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন এবং সন্স্কর রূপে তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন"

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কোন প্রতিজ্ঞা রয়েছে? তোমাদের কর্তব্য কি?

*উত্তরঃ - বাবার কাছে তোমাদের প্রতিজ্ঞা হলো - বাবা, আমরা তোমার কাছে যা কিছু শুলি, অবশ্যই অন্যদের শোনাবো। আমাদের সমান করে তুলবো। আমাদের কর্তব্য হলো - বাবা যেমন সবাইকে পড়ান, সেই মতো সবাইকে পড়ানো। কেননা এখন বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। যেমন আমরা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ তেমনই সহৃদয় (রহমদিল) হয়ে অন্যদেরও উত্তরাধিকার পাইয়ে দিতে হবে।

*গীতঃ- নিয়ে নাও আশীর্বাদ মাতা-পিতার....

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা মা-বাবার সম্মুখে বসে আছে অথবা বাচ্চারা স্কুলে টিচারের কাছে বসে আছে। বাচ্চারা জানে আমরা সন্স্করর কাছে বসে আছি জ্ঞান শোনার জন্য। কার কাছে শুনবে? জ্ঞানের সাগর তো বাবাই। তোমরা জানো উনি পরমধাম থেকে এসেছেন আমাদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তোমাদের বুদ্ধি পরমধাম, সুইট হোমের সাথে জুড়ে আছে। যদিও পড়াশোনা করান তো এখানে। মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছো তবুও বুদ্ধিযোগ অথবা স্মরণ নির্বাণধামের প্রতি। আমাদের বাবার সাথে ঘরে যেতে হবে। তারপর বিষ্ণুর ঘরে আসবো। ওটাও ঘর, এটাও ঘর। শ্রীকৃষ্ণপুরীতে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। প্রথমে যে বাবা যোগ্য করে তোলেন তাকে স্মরণ করতে হবে। মা-বাবা কন্যাকে যোগ্য করে তোলেন, সে যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, মা-বাবার প্রশংসা করে বলা হয় কন্যা তো খুব ভালো এবং সুলক্ষণা। এখন তোমরা জানো আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছি, পঠন-পাঠন করছি। বাবা বাচ্চাদের জন্য খুব পরিশ্রম করেন। এটাই ওঁনার কৃপা। বাচ্চা ব্যারিস্টার হওয়ার পরে বলা হয় মা-বাবা খুব ভালোভাবে পালন করেছে। পড়াশোনা করিয়েছে। মা-বাবা হলো ক্রিয়েটরও (রচয়িতা), ডাইরেক্টরও (পরিচালক)। পুত্রদের মোহ বাবার প্রতি থাকে, যেখানে কন্যার মোহ মায়ের প্রতি থাকে। কেননা পুত্ররা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে। কুমারী পরবর্তী সময়ে মা হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। ব্রাহ্মণদের গায়ন আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান। ঐ ব্রাহ্মণদের কাছেও তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - তোমরা তো মুখ বংশাবলী তবে কি ব্রহ্মার মুখ সন্তান তোমরা? গর্ভজাত সন্তান তো লৌকিক মাতা-পিতার দ্বারা জন্ম নিয়ে থাকে। ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা কবে জন্ম নিয়েছো? বলতে পারবে না। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি জানো - আমরা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা অ্যাডপ্ট হয়েছি। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা বুঝতে পেরেছো - আমরা বাবা-টিচার-গুরু এই তিনজনের সম্মুখেই বসে আছি। বাবা তো ম্যানার্স (আচরণ) শেখান - শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণবান, সর্বগুণ সম্পন্ন..... এখানেই হতে হবে পুরুষার্থ করে। মানুষ তো এটাও জানে না যে রাধা-কৃষ্ণ গত জন্মে কারা ছিলেন? এটা শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো। যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারী হয়ে আবারও পূজ্য হয়ে ওঠে। পূজারী বলা হয় ভক্তদের। নর থেকে নারায়ণ বা বেগর (ভিখারি) থেকে প্রিন্স হওয়ার বর্সা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমরা কি করছো? উত্তরে বলো - আমরা গডফাদারের দ্বারা ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছি। এইম অবজেক্ট তো প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই আছে না! আমরা বাবার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। স্বর্গের বর্সাই হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য। এখানে এই কলেজে তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরি হও। তোমরা জানো ভবিষ্যতে নতুন বিশ্বের প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি। নতুন বিশ্বকে সত্যযুগ বলা হয়। সত্যযুগ অথবা কলিযুগে থাকবে তো মানুষই তাইনা। নলেজও মানুষই পেয়ে থাকে। জানোয়ারদের তো নলেজ দেবেন না। মানব দৈবী গুণ সম্পন্ন ছিল। এখন আসুরিক গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছে এরপর আবারও আমরা দৈবীগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠছি। এ'সবই বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এটা খুবই সহজ বোঝার বিষয়। ৮৪ জন্মের চক্রও ভারতের জন্যই প্রযোজ্য। ৮৪ জন্ম চক্রের রহস্য আর কারো বুদ্ধিতে বসবে না। স্বদর্শন চক্র তো শ্রীকৃষ্ণের ছিল। বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণের কন্সাইন্ড (একত্রিত) রূপ। শৈশবে তারা রাধা-কৃষ্ণ ছিল। কিন্তু সেটাও (চক্র) শুধু শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া হয়েছে। রাধাকে কখনও চক্র সহ দেখানো হয়নি। লক্ষ্মীকেও নয়, শুধু নারায়ণকে দেখানো হয় বা বিষ্ণুকে চক্র সহ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যেই লক্ষ্মী এসে যায়। বাস্তবে স্বদর্শন চক্রধারী তো তোমরা।

তোমরা জানো আমরা কতো ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা করছি গডফাদারের কাছে। তিনিই জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির

বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য। আত্মাকেই সত্য আর চৈতন্য বলা হয়। শরীরকে সত্য আর চৈতন্য তো বলা যায় না। বাচ্চাদের শরীর ৫ মাস পর্যন্ত জড় অবস্থাতেও গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি জিনিসই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই মনুষ্য আত্মা মহান। মানুষের যেমন মহিমা হয় তেমনি গ্লানিও হয়। সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল - ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার চার্চে গেছে তো সাথে করে তার বিড়ালকেও নিয়ে গেছে। দেখা, একটা বিড়ালেরও কত সম্মান। তোমরাও সেখানে বিনা পারমিশনে যেতে পারবে না, কিন্তু বিড়াল পারমিশন পেয়ে যায়। অনেক মানুষ বলে - কুকুরও ভগবানকে স্মরণ করে। ওরা ঘেউ ঘেউ করে না! তারা শুধুই গঁড় বলে, জানে না কিছুই। সুতরাং মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি থাকলো! তোমরা এখন কতো উচ্চ হতে যাচ্ছে। তোমাদের এখন অনেক মহিমা হবে। প্রাকটিক্যালি যখন তোমাদের প্রভাব বিস্তার করবে তখন বলবে - ব্যস্, ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যেতে হবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা শিবের পৌত্র-পৌত্রী। বাবা তো একজনই না ! মাম্মা-বাবা এক যার দ্বারা তোমরা রচিত হও। তোমরা জানো আমরা শিববাবার পৌত্র বা পৌত্রী। এর মধ্যে বৃদ্ধ বা যুবকের কোনো বিষয় নেই। আমরা শিববাবার পৌত্র, সুতরাং ব্রহ্মার পুত্র পৌত্র। কত সহজ কথা। এটা ব্রাহ্মণদের কুল তাইনা। ক্রিয়েটর তো বাবাই। তোমরা জানো আমরা শিববাবার সন্তানরা এই বৃক্ষের প্রথম ফাউন্ডার (আদি প্রতিষ্ঠাতা)। ব্রহ্মা সঙ্গম যুগে কান্ডের নিচে বসে আছেন। আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবার পৌত্র, ওঁনার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। এটা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দেহ সহ যা কিছু আছে সবাইকে ভুলে অশরীরী হতে হবে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে - দাদার কাছে অথবা সুইট হোমে। আমরা শিববাবার নাতি-নাতনি। বাবাকেও তো অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা প্রকৃতপক্ষেই ব্রহ্মাকুমার কুমারী। শিবের পৌত্র, দাদার কাছেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বিশ্বের বাদশাহীকেই সত্যিকারের স্বরাজ্য বলা হয়। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। কারো ভয় নেই। একে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়। সেখানে দ্বিতীয় কেউ থাকে না। সর্বগুণ সম্পন্ন, অহিংসা পরম ধর্ম হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন - হিংসা দুই রকমের হয়। এক হলো ভায়োলেটের (হিংসা), দ্বিতীয় হিংসা হলো কাম কাটারি চালানো। আমরা ডবল অহিংসক। সত্যযুগে হিংসার কোনো ব্যাপারই নেই। না শারীরিক, না বিকারের। অহিংস পরম দেবী-দেবতা ধর্ম বলাই হয়। আমরা তার সদস্য হই। ব্রাহ্মণ থেকে আমরা এরপর দেবতা হব। আমাদের মানুষ নাম তখন মুছে যাবে। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই। যেমন ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়। কিভাবে ওরা হয়েছে সেটা নিজেরাই জানে। তোমরা জানো এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করে আমরা দেবতা হই। খুব সহজ। নানা রকম ধর্মের এখানে বৃক্ষের যে বংশলতিকা আছে, এর আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমাদের মধ্যে আছে, যা আর কারো নেই।

তোমরা জানো আমাদের বাবা, টিচার পরমধাম থেকে এসেছেন - আমাদের পড়াতে। পরমধাম কতো উঁচুতে। এরোপ্লেনও সেখানে যেতে পারে না। দেখা, ডানা ছাড়াই বাবা কিভাবে এসে আমাদের পড়ান, তাই এতোটাই খুশি থাকা উচিত। আমাদের বাবাই আমাদের টিচার। তিনি থাকেন পরমধামে, সেখান থেকে এসে আমাদের পড়ান। ওঁনাকে অনেক সার্ভিস(সেবা) করতে হয়। ভক্তদের খুশি করার সার্ভিসও করতে হয়। ভক্তরা তো আমাকে চেনে না। ওদের আমি অনেক সার্ভিস দিই, যারা নবধা ভক্তি করে তাদের ইচ্ছাও আমি পূরণ করি। যার সাক্ষাৎকার বাচ্চারা করেছে। নবধা ভক্তিতে বসে যে - ব্যস্, যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়। চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বইতে থাকে। যখন এতোটাই তীর ভক্তি করে তখন সাক্ষাত্কার করাই। ওটা হলো ভক্তি মার্গ। সুতরাং এই সময় ওদেরও রাজি করাই। তোমাদের তো সম্মুখে বসে শোনাই, পড়াই। ভগবানুবাচ অবশ্যই আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। গীতাতেও লেখা আছে - হে বাচ্চারা! তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখেছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো এই সময় অস্তিম জন্মে আছে। তিনিও বসে পড়াশোনা করেন। বাচ্চারা জানে - পূর্বের মতোই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আমরা পুরুষার্থ করে অবশ্যই উত্তরাধিকার নেবো। বাবা কতো করুণাময় ! তিনি এসে বাচ্চাদের কোলে তুলে নেন (অ্যাডপ্ট করেন)। বাচ্চারা বলে - বাবা, তুমিও সেই, আমরাও সেই বাচ্চারাই যারা আবারও এসে মিলিত হই। তুমি সেই বাবা, আমরাও তোমার সেই বাচ্চারা। এখন তুমি এসেছো আমাদের রাজ্য-ভাগ্য দেওয়ার জন্য। বাবা পুনরায় আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা শিবের পৌত্র-পৌত্রী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামও প্রসিদ্ধ। এটা তো জানো - স্বর্গের রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মাই, তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। ব্রহ্মাও ওঁনার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই বাবা তোমরা ব্রাহ্মণদের সাথে কথা বলছেন। কতো ভালোভাবে বোঝান। তারপরেও কেন ভুলে যাও? বাবার ঘরে বসে আছো। বাবাই টিচার হয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। আমরা রাজযোগ শিখছি। আমরা শান্তিধামে যাবো তারপর সুখধামে যাবো। এই কলিযুগের দুনিয়ার বিনাশ হবেই। কল্প পূর্বের মতোই তোমাদের সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। দেখে যাও - কিভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিভাবে বিনাশ হলো? তারপর যেখানে জয়, সেখানেই জন্ম কিভাবে হয়? কিভাবে মহল ইত্যাদি নির্মাণ হবে? তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা কোথাও নিচে চলে গেছে, সেটা বেরিয়ে আসবে। বলাও হয় - রাবণেরও সোনার লক্ষা ছিল। এমন তো কিছুই নেই। সোনার মহল তো দেবতাদের জন্য হয়। এখন

নেই। ভারতের তরী এখন ডুবে গেছে। তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের সাগর নরক থেকে সবাইকে উদ্ধার করছো। এখানে স্টিমার ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। তোমরা সাগরের সন্তানরা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছো। কাম চিতায় বসে কালো (কুৎসিত, বিকারগ্রস্ত) হয়ে গেছো। তোমরা সুন্দর ছিলে তারপর শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছো। ভারতের তোমরা দেবী-দেবতারা কত সুন্দর ছিলে। তোমরা সবাই শ্যাম-সুন্দর। বাচ্চারা জানে - আমরা কার সামনে বসে আছি? এমন কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে গডফাদার বসে রাজযোগ শেখান। নিরাকার বাবা কারো শরীরে তো আসেন তাইনা। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আসবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো এখানেই আছে না!

এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তোমরা জানো আমরা বাবার দ্বারা বিশ্বের মালিক হই। উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। তোমরা মাম্মা-বাবা বলো সুতরাং তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে ফলো করতে হবে। সেইজন্যই গায়ন আছে - ফলো ফাদার। সত্যিকারের ফাদার চাই, আর্টিফিসিয়াল (কৃত্রিম) নয়! গান্ধীকেও বাপু জী বলা হতো কিন্তু বর্সা তো কিছুই পাওয়া যায়নি। ওটা হলো হৃদের (সীমিত) বাপু জীর থেকে পাওয়া সীমিত উত্তরাধিকার। তাকে অসীমিত উত্তরাধিকার বলা যায় না। এই অসীম জগতের বাপু জী তো পরমধাম থেকে এসেছেন। তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। তোমরাই বৈকুণ্ঠের মালিক হও। অসীম জগতের বাবার প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকা উচিত! সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক তোমার সঙ্গে জুড়ে থাকব। এটাই তোমাদের প্রতিজ্ঞা বাবার কাছে। কতো ভালোবাসা দিয়ে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান ! আর সবাই কি জানে যে শিববাবা কবে এসেছিলেন? রক্ষাবন্ধন কবে হয়েছিল? দৈবী গুণ ধারণ কিভাবে করেছিল? গীতা শাস্ত্র পড়ে-শোনে কিন্তু কিছুই বোঝে না। তোমরা মুখেই সব ব্যাখ্যা করো। এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। ভগবান বসে শেখান। সঙ্গমে এসেই শেখান। এখন তোমরা সম্মুখে বসে শুনছ সুতরাং নেশা (ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নেশা) বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই নেশা কম হওয়া উচিত নয়। এই পড়াশোনা কোনো মানুষ এসে পড়ায় না। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সবাই শুনছো। তোমরা শুনে তারপর অন্যদেরও শোনাও। তোমাদের এগ্রিমেন্ট (চুক্তি) - বাবার কাছ থেকে শুনে তারপর অন্যদেরও অবশ্যই শোনাবো। তা না হলে কিসের জন্য শুনেছি। এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়েছো। বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ইত্যাদি ছেড়ে দাও। বাবা শিব, তোমরা তাঁর শালগ্রাম। বাবা আর তাঁর বাচ্চারা। বাবা বলেন - আমি নিরাকার, তোমরাও নিরাকার ছিলে। এখানে এসেছো পার্ট প্লে করতে। এখন ফিরে যেতে হবে। বাবা ব্রহ্মান্ডের মালিক। তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক ছিলে। যাকে পরমধাম, নির্বাণধাম, মূললোক ইত্যাদি বলা হয়। এ'সব হলো নাম। মূললোক, স্থূললোক, সূক্ষ্মলোক - এই চক্র সামনে ঘুরতে থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পঠন-পাঠনে মাতা-পিতাকে ফলো করতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে। কেননা উঁচু থেকে উঁচু ধাম থেকে ভগবান আমাদের পড়াতে আসেন।

২) এখন আমাদের সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেহ সহ সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ:- আওয়াজের উর্ধ্ব শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থেকে শান্তির শক্তি অনুভবকারী মাস্টার বীজরূপ ভব আওয়াজের উর্ধ্ব থাকার শ্রেষ্ঠ স্থিতি সর্ব ব্যক্ত আকর্ষণ থেকে পৃথক মনোরম এবং শক্তিশালী। এক সেকেন্ডও যদি এই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও তবে তার প্রভাব সারাদিন কর্ম করেও নিজের মধ্যে বিশেষ শান্তির শক্তি অনুভব করবে। এমন স্থিতিকেই কর্মাতীত স্থিতি, বাবার সমান সম্পূর্ণ স্থিতি বলা হয়। এ হলো মাস্টার বীজরূপ, মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি, এই স্থিতির দ্বারাই প্রতিটি কার্যে সফলতা অনুভব হয়।

স্লোগানঃ:- মহান আত্মা সেই, যার প্রতিটি কথা মহাবাক্য।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই রুহানী ইউনিভার্সিটিতে এসেছো বুদ্ধ থেকে বুদ্ধিমান হতে, বুদ্ধিমান অর্থাৎ পবিত্র, পবিত্র হওয়ার পড়া তোমরা এখন পড়ছো"

*প্রশ্নঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন শোনাও ?

*উত্তরঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চারা সর্বদা জ্ঞানের মধ্যে বিচরণ (রমন) করতে থাকবে। তাদের ঈশ্বরীয় নেশা চড়ে থাকবে। তাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ থাকে। নেশা থাকে যে আমাদের বাবা আমাদের জন্য পরমধাম থেকে এসেছেন। আমরা ওঁনার সাথে পরমধামে থাকি। আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, এখন আমরা মাস্টার জ্ঞানসাগর হয়েছি। আমাদের তিনি মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে....

ওম্ শান্তি । জীবের আত্মা জানে যে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের সম্মুখে থেকে পড়াচ্ছেন বা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই যেমনকি এ হয়ে গেল ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। একে ইউনিভার্সিটি কেন বলা হয় ? এরকম নয় যে আর যেসব ইউনিভার্সিটি রয়েছে সেসব ইউনিভার্সিটির জন্য। না, ওগুলো ইউনিভার্সিটির জন্য নয়। তাহলে সেগুলোকে ইউনিভার্সিটি বলবেনা। বাচ্চারা, এখানে তোমরা জানো -- এ হলো সত্যিকারের ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। কিন্তু কেউই বুঝতে পারেনা কারণ তারা হলো বুদ্ধ। বুদ্ধকে বুদ্ধিমান বাবাই তৈরি করে থাকেন। মানুষ বুদ্ধিমানদের সামনে মাথা নত করে। দেবী-দেবতা, সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের কাছে মাথা নত করে। সন্ন্যাসী পবিত্র হয় তাহলে অবশ্যই বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। পবিত্রতাকে ভালো মনে করে। এই বিকারই মানুষকে হারান করে সেজন্য পবিত্র থাকা সন্ন্যাসীদের গৃহস্থীরা বুদ্ধিমান মনে করে আর তাদের চরণে নত হয়। ব্যস, সন্ন্যাসী বেশ(বস্ত্র) দেখবে আর তৎক্ষণাৎ মাথা নত করে দেবে। এখন তো তাদের মানমর্যাদা কম হয়ে গেছে, সেজন্য দেখে শুনে পদক্ষেপ নেয়। আগে তো সন্ন্যাসীদের দেখে তৎক্ষণাৎ অফার করতো -- স্বামীজি, আমাদের ঘরে চলুন। এখন তো অনেক বেশি হয়ে গেছে আর তমোপ্রধান হয়ে গেছে সেইজন্য যারা অত্যন্ত নামিদামি (প্রসিদ্ধ) তাদেরই মান থাকে। বড় ব্যক্তিরও তাদের কাছে মাথা নত করে -- কেন ? লেখাপড়া তো সন্ন্যাসীদের থেকেও বেশী। কিন্তু তারা হলো পবিত্র, সন্ন্যাসগ্রহণ করেছে সেইজন্য বুদ্ধিমান মনে করা হয়ে থাকে। এখন তোমরাও বুদ্ধিমান হতে থাকো। এখন তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও সকলের এত নেশা নেই। নেশা চড়তেও সময় অনেক লাগে। সম্পূর্ণ নেশা তো অস্তিমেই থাকে। এখন যত তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো ততই নেশা চড়ে যেতে থাকে। নিরন্তর এটা স্মরণে থাকা উচিত -- আমরা আত্মাদের পিতা পরমাত্মা এসে পড়েছেন। আমাদের পড়াচ্ছেন - বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। তাহলে পুরুষার্থ করার জন্য শুভ চিন্তা থাকা উচিত! সকলের সেই চিন্তা থাকে না। এখানে শোনার সময় নেশা চড়ে, এখান থেকে বাইরে বেরোয় আর খেলা শেষ। নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে, তাই না ! আমাদের আত্মা দেব বাবা এসেছেন। আমরা ওনার কাছে পরমধামে থাকি। এমন আর কেউ মনে করে না। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিরাও পবিত্র হয়। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। সকলের এই নিশ্চয় বসেনি যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, জীবন মুক্তিদাতা, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এখান থেকে পা বাইরে বের করে আর সেই খুশি হারিয়ে যায়। বাচ্চারা, নাহলে তোমাদের কত খুশি থাকা উচিত !

আমিও এই শরীরের আধার নিয়েছি। নাহলে রাজযোগ কিভাবে শেখাবো ? আমার নিজের শরীর নেই। মন্দিরে দেখবে যে সকলের নিজের শরীর রয়েছে। আমি তো হলাম অশরীরী। আর সকলের আকারী বা সাকারী শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমার শরীর নেই। সোমনাথের মন্দিরই হোক বা শিবের মন্দির যেখানেই যাও সেখানেই হলো নিরাকারী রূপ। কেবল নাম আলাদা আলাদা রেখে দিয়েছে। একথা তো জানো যে আত্মা পরমধাম থেকে আসে। বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকে। আমি এই ৮৪-র চক্রতে আসি না। আমি হলাম পরমধামের অধিবাসী। এই শরীরে এসেছি। তোমরা বলবে নিরাকার আবার কিভাবে আসে ? হ্যাঁ, আসতে পারে। তোমরা পিও খাইয়ে থাকো তখন আত্মা আসে, তাই না ! শরীর তো আসে না। আত্মা প্রবেশ করে। মনে করে আত্মা অন্য শরীরে প্রবেশ করে। কোনো কোনো ভুতের আত্মারা তো অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে থাকে। পাথর ইত্যাদি মারতে থাকে। আত্মা যখন শরীরে আসে তখন কিছু করতে পারে, তাকে ঘোষ্ট (ভুত) বলা হয়। অশুদ্ধ আত্মারাও প্রবেশ করে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের অনুভব রয়েছে যে কিভাবে অশুদ্ধ আত্মারা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের নিজের শরীর প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ আত্মারাও আসে। এও ড্রামায়

নির্ধারিত রয়েছে। যা কিছু অতিবাহিত হয় তা হলো ড্রামার খেলা। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- আমি এসে সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি। অবশ্যই অনুভবীর শরীর চাই, তাই না ! ব্রহ্মার নাম প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার রায়ও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার আবার কোথা থেকে রায় প্রাপ্ত হয়েছে ? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। তাই ঔনার হলো শ্রীমৎ। তাহলে অবশ্যই মুখ্য শ্রীমৎ ব্রহ্মার হওয়া উচিত যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন। ভারতবাসীরা এই কথাগুলিকে জানেনা। তারা মনে করে -- সবই হলো একই। শ্রীকৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি সব একই। শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা, যোগেশ্বর বলে থাকে। কিন্তু কেন বলে ? সে তো বোঝেনা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন ঈশ্বরের দ্বারা যোগ শিখে যোগেশ্বর হতে চলেছেন। কত গুপ্ত রহস্য। মানুষ তো বলে দেয় পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ থেকে পৃথক। ঔনার শরীর নেই। কিন্তু তোমরা তো বলে থাকো -- সোমনাথের মন্দির শিবের অবতরণের স্মৃতিস্মারক। অবশ্যই কল্প-পূর্বে শিববাবা এসেছিলেন আর এখন পুনরায় এসেছেন। তারপর দ্বাপর থেকে ঔনার ভক্তি শুরু হয়। শিবরাত্রি পালন করা হয়।

বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন, তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। আত্মা হলো অবিদ্য। এর মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে। যেমন বাবা পুরোনো শরীরে এসেছেন তেমনই তোমরাও পুরোনো শরীরে রয়েছে। বাবা এই পুরোনো শরীরের থেকে লিবারেট করে নতুন (শরীর) দেন। যুক্তি বলেন যে কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য কিভাবে হবে ? গাওয়া হয়ে থাকে -- প্রিয়তম হলেন অদ্বিতীয়। বাবা বলেন -- আমি পরমধামের অধিবাসী, তোমরাও পরমধামে থাকো। আমি পুরোনোর থেকেও পুরোনো শরীরে এসেছি। তোমাদেরও ৮৪ জন্মের অন্তের এ হলো পতিত শরীর। তোমরাও নিজেদের আত্মা মনে করো। আমরাও ৮৪ জন্ম ভোগ সম্পূর্ণ করেছি। এখন পুনরায় নতুন দুনিয়ায় আমাদের নতুন শরীর প্রাপ্ত হবে। তাহলে কত খুশিতে থাকা উচিত ! নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে, কেউ তো একদমই ডালহেড (নির্বোধ) হয়। মায়া সম্পূর্ণই প্রস্তুতবুদ্ধি-সম্পন্ন করে দিয়েছে। যেমন উত্তপ্ত তাওয়ার উপর জল ঢাললে তখন একদমই শুকিয়ে যাবে, তেমনি উত্তপ্ত তাওয়া। আরে, তোমরা নিজেদেরকে কেবল আত্মা, বাবার সন্তান মনে করো। সেও মনে করে না। যদি মনে করতো তাহলে আশ্চর্যজনকভাবে পালিয়ে কেন যায় ? মায়াও হলো অতিব শক্তিশালী। কেউ গাফিলতি করলে তখন মায়াও থাপ্পড় মেরে দেবে। আরে, বাবা এসেছেন উত্তরাধিকার প্রদান করতে তারপরেও তোমরা বিকারী হয়ে যাও। অত্যন্ত জোরে থাপ্পড় মারে, বাবা তো থাপ্পড় মারবে না। মায়া থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। এরকম অনেকেই মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে। মায়াও বলে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো না তাই তোমাদের আঘাত (ঘুমি) করি। মায়ারও হুকুম প্রাপ্ত হয়েছে। বুদ্ধিহীনকে বুদ্ধিমান বানাতে হবে তাহলে সার্ভিস করো না কেন ? এখনো পর্যন্ত কি মায়ার আঘাত খেতে থাকবে ? অনেক আঘাত পেতে থাকে -- কেউ ক্রোধের আঘাত, কেউ মোহের আঘাত। বাবা বলেন -- তোমরা সব কিছু স্যারেন্ডার করে দিয়ে ট্রাস্টি হয়ে থাকো। বিকারকে দান করে দিয়ে পুনরায় কার্য-ব্যবহারে কেন নিয়ে আসো। বিকারের তো কোনো রূপ নেই। ধনের ক্ষেত্রে বলবে ট্রাস্টি হয়ে থাকো। অবশ্যই কার্যে ব্যবহার করো কিন্তু অতি সতর্কভাবে, বাবার শ্রীমতানুসারে। অর্থের দ্বারা এমন কোনো বিকর্ম করবে না। নাহলে তার সমস্ত বোঝা তোমাদের মাথার উপর চাপবে।

মায়া হলো অত্যন্ত তমোপ্রধান। সে জানে - এরা বাবাকে সঠিক রীতিতে স্মরণ করে না, সেইজন্য এদের আঘাত করো (ঘুমি মারো)। মায়াও বলে -- যদি বাবা আর উত্তরাধিকার-কে স্মরণ না করো তাহলে আমি থাপ্পড় মেরে দেব। অনেক বাচ্চারা লেখও - বাবা, মায়া থাপ্পড় মেরে দিয়েছে। বাবাও লেখেন -- হ্যাঁ বাচ্চারা, মায়া হুকুম পেয়েছে খুব থাপ্পড় মারার কারণ তোমরা আমার হও না যে। বাচ্চারা, তোমাদের সদা সুখী করতে এসেছি, তবুও তোমরা স্মরণ করো না। তা হলোও অতি সহজ কিন্তু সময় লাগে। নাহলে তো বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে খুশির পারদ চড়ে থাকা উচিত। শেষে স্মরণ করতে করতে হিচকি এসে যাবে -- ব্যস, আমরা বাবার কাছে চলে যাচ্ছি। তারপর চলে আসবো স্বর্গে। যেমন সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হয়ে চলে যাব।

আচ্ছা ! এ'কথা কেউ জানে না -- আত্মা হলো পরমপিতা পরমাত্মার প্রিয়তমা। সত্যিকারের প্রিয়তমা হলে তোমরা। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা প্রিয়তমা হয়ে প্রিয়তমকে অনেক স্মরণ করে থাকো। কিন্তু এটা জানে না যে আত্মা পরমাত্মার প্রতি প্রেমবিভোর হয়ে যায়। ওরা তো বলে -- আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। এখানে তো অনেক পার্থক্য রয়েছে। তোমরা জানো - পরমাত্মা হলেন প্রিয়তম (মাশুক)। সেই পবিত্র সোল আমাদের কত সুন্দর বানিয়ে দেন। আমরা আত্মারা নোংরা (বিকারী) হয়ে যাওয়ার জন্য গয়নাও (দেহ) নোংরা হয়ে গেছে। বাবা এসেছেন পুনরায় গৌরবর্ণ করে দিতে, তখন শরীরও স্বর্ণযুগীয় (গোল্ডেন এজেন্ড) পাওয়া যাবে। সোনায় খাদ মেশানো হয়, তাই না !

এখন দেখো - এই মন্দির হলো আদিদেবের। ওনার নাম কেউ মহাবীর রেখে দিয়েছে। অর্থ কিছুই জানে না। হনুমানকেও

মহাবীর বলে দেয়। এখন কোথাও হনুমান, কোথাও আবাব আদিদেব-কে মহাবীরও বলে দেয়। জৈন মহারাজ মুনি যা কিছু বলেছেন সেটাই প্রচলিত হয়ে গেছে। আজকাল তো অনেক ঋদ্ধি সিদ্ধি (চমৎকার) হচ্ছে। এই বাবাও সকলকে জানেন। অনেক পরিশ্রম করে। হাত থেকে কেশর বের করে। মানুষ মনে করে - বাঃ এ তো বেশ, আশ্চর্যের। তৎক্ষণাৎ ফলোয়ার্স হয়ে যায়। যারা চমৎকার দেখায় তাদের তো অসংখ্য ফলোয়ার্স থাকে। এখানে তো সে বিষয়(কথা) নেই। বাবা বলেন - আমি ৫ বছর পূর্বের মতন এসেছি। এ'রকম কেউ বলতে পারে না। বাচ্চারা বলে -- বাবা, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমরা এসেছিলাম। তোমার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। এখন পুনরায় এসে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান হয়েছি এই ব্রহ্মার দ্বারা। দুনিয়া রয়েছে কলিযুগে। কলিযুগে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে? ব্রাহ্মণ তো সঙ্গমে চাই। পা আর টিকি (কেশশিখা), সঙ্গম হয়ে গেল, তাই না! শূদ্র আর ব্রাহ্মণের সঙ্গম। শূদ্র থেকে পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এই ৮৪-র চক্রকে কেউ জানে না। তোমরা জানো -- আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। প্র্যাকটিকালি ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি। ওই ব্রাহ্মণদের তোমরা বলতে পারো -- তোমরা ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলে থাকো। আচ্ছা! ব্রহ্মার বাবা কে? বলতে পারবে না। এ যেন টিনের ক্যানে নুড়ি (ডিম্বায় পাথর)। ব্যস্, আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম ভগবান। তোমরা সকলেই ভক্ত ছিলে। এখন বোলো -- আমরা লক্ষ্মীকে বরণের উপযুক্ত হয়ে উঠছি। এতে পুরুষার্থ চলতে থাকে। বোঝো, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি। এখন বাবা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছেন। এখন আমরা হলাম ব্রহ্মান্দের মালিক। বাবাও পুরোনো দেহে এসেছেন। আমরাও পুরোনো দেহে আছি। বাবা বলেন - আমাকেও পুরোনো শরীর ধার (লোন) নিতে হয়। এখন আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। টাইমও দেওয়া হয়ে থাকে। পান্ডব গভর্নমেন্টের সার্ভিস কমপক্ষে ৮ ঘন্টা হওয়া উচিত। রাজযোগ শেখাতে হবে। শঙ্খধ্বনি করতে হবে। তোমরা শ্রীমতানুসারে ভারতকে বিশেষভাবে আর দুনিয়াকে সাধারণভাবে স্বর্গে পরিণত করো। স্বর্গে কেবল তোমরাই আসো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে না। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র -- একে বিরাট স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। একটি বিরাট রূপের চিত্রও তৈরী করতে হবে যা মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। বিষ্ণুকে বিরাট স্বরূপে নিয়ে আসে। চিত্র তো অবশ্যই চাই, তাই না! স্কুলেও চিত্র রাখা হয়, তাই না! নাহলে বাচ্চারা কিভাবে জানবে -- হাতি কি? চিত্র বানিয়ে দেখানো হয়। তাহলে এও হলো চারযুগ। এখন হলো কলিযুগ। চক্র অবশ্যই ঘুরবে। ব্রাহ্মণ তো সঙ্গমে থাকে। এছাড়া হয় শরীরের ব্রাহ্মণ, পান্ডা। তারা ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত নয়। ব্রহ্মা মুখ-বংশজাতদের তো দাদুর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ওই ব্রাহ্মণদের উত্তরাধিকার কোথায় প্রাপ্ত হয়! এইসমস্ত কথা তো তোমাদের মধ্যেও নব্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু স্যারেন্ডার করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। অতি সতর্কতার সঙ্গে শ্রীমতানুসারে কার্য করতে হবে।

২) বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে অপার খুশি অনুভব করতে হবে বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় হয়ে যেতে হবে। প্রকৃত প্রিয়তমা হতে হবে।

বরদানঃ:- সমাহিত করার এবং গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির দ্বারা একাগ্রতার অনুভবকারী সার স্বরূপ ভব দেহ, দেহের সম্বন্ধ বা পদার্থের হলো অনেক বড় বিস্তার, সকল প্রকারের বিস্তারকে সার-রূপে নিয়ে আসার জন্য সমাহিত বা গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি চাই। সকল প্রকারের বিস্তারকে এক বিন্দুতে সমাহিত করে দাও। আমিও বিন্দু, বাবাও বিন্দু। এক বাবা বিন্দুতে সমগ্র সংসার সমাহিত হয়ে রয়েছে। তাই বিন্দুরূপ অর্থাৎ সারস্বরূপ হওয়া মানে একাগ্র হওয়া। একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা সেকেন্ডে যেখানে চাও, যখন চাও বুদ্ধি সেই স্থিতিতে স্থিত হতে পারে।

স্লোগানঃ:- যে সদা আত্মিক স্থিতিতে থাকে, সেই হলো রুহে (আধ্যাত্মিক) গোলাপ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই জন্ম খুবই অমূল্য, কেননা বাবা স্বয়ং এই সময় তোমাদের সেবা করেন, লক্ষ্য সোপ (লাক্স সাবান) দিয়ে তোমাদের বস্ত্র পরিষ্কার করেন"

*প্রশ্নঃ - যে আল্লাহকে সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয়, তাঁর কাছে কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত?

*উত্তরঃ - তাঁকে জিজ্ঞাসা করো - আল্লাহ যখন এই সৃষ্টির রচনা করেছিলেন, তখন এই রচনার জন্য তাঁর ফিমেল প্রয়োজন হয়েছিলো, আল্লাহের ফিমেল কে? গড ফাদার যখন বলো, তখন অবশ্যই মাদারও তো চাই, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা এই গুহ্য রহস্যকে খুব ভালোভাবে জানো। আল্লাহের ফিমেল হলেন এই ব্রহ্মা। ইনি হলেন তোমাদের বড় মা। এই কথা মনুষ্য বুঝতে পারে না।

*গীতঃ- কে এই সব খেলা রচনা করেছেন....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে, কোনো মনুষ্যই এই গীতের যথার্থ অর্থ করতে পারবে না। যারা নাটক তৈরী করে, তারাও বুঝতে পারে না। এমনিই গীত রচনা করে যেমন শাস্ত্র রচনা করা হয়েছিলো। কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা বেদের সম্বন্ধে বলে থাকো - এ ধর্ম শাস্ত্র নয়। শাস্ত্র বলবে কিন্তু ধর্ম শাস্ত্র নয়। এখন ধর্ম শাস্ত্র থেকে তো কিছু লাভ হওয়া উচিত। মানুষ ধর্ম শাস্ত্রের অর্থও বোঝে না। শাস্ত্র অর্থাৎ যার দ্বারা কারোর সাহায্যে কোনো ধর্ম স্থাপন হয়। তাই তোমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত - বেদ - উপনিষদ কোন্ ধর্মের শাস্ত্র? সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? এর থেকে তো কোনো ধর্মই তৈরী হয়নি। কোন্ কোন্ ধর্ম আছে - তোমাদের তাও বোঝানো হয়। যেমন বৃষ্ণের মুখ্য হলো কান্ড। তারপর বড় ডাল, তার থেকে ছোটো ছোটো শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়। বাচ্চাদের তাই বোঝানো হয় - এই যে ধর্ম শাস্ত্র আছে, তার সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতা, এই হলো কান্ড। এর পরে বাকি সবই রচনা। এই ইসলামী, বৌদ্ধি, খ্রিস্টান ইত্যাদি, এই সবই কল্প বৃষ্ণের ডালপালা। গীতাতেও লেখা আছে - মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় আছে। এই ঝাড়ের রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে। এর মুখ্য কান্ড হলো - আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম। এই বৃষ্ণের তুলনা বড় বড় বৃষ্ণের সঙ্গে করা হয়। ওই বৃষ্ণ অনেক বড় হয়। বৃষ্ণ যখন পুরানো হয়ে যায় তখন তার কান্ড নষ্ট হয়ে যায়, বাকি ডালপালা থাকে। এও এমনই। বাচ্চারা জানে যে - এর কান্ড, যা দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো, তা এখন আর নেই। পরমাত্মা ২৪ অবতার যখন গ্রহণ করেন, তখন তিনি তো সর্বব্যাপী হতে পারেন না। অবতার যখন গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে কিভাবে সর্বব্যাপী বলা যাবে? এ তো নতুন কথা, তাই না। এ কতো বড় বৃষ্ণ। কান্ড আর নেই-ই। একজন মানুষও নেই যে বলবে, আমি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের।

মানুষ সত্যযুগকে লক্ষ্য বছর পিছনে নিয়ে গেছে। এ কতো ঝঙ্কাটের বিষয় হয়ে গেছে! এখন সব মানুষই দুঃখীই দুঃখী। এখানে কে সুখী হতে পারে? সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতেও এই তফাৎ নজরে আসে না যে, এখানে কাক বিষ্ঠার সমান সুখ আর অগাধ দুঃখ। একথা তারা জানেই না। বাবা এখন বলেন - আমি তোমাদের আবার অপার সুখে নিয়ে যাই। এই সময় আমি নিজের পার্ট প্লে করে সবকিছু করে আবারও আচ্ছাদিত হয়ে যাই। এমনিতে পার্ট তো সবাই প্লে করে। ইসলাম - বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই গুপ্ত হয়ে যাবে, উপরে চলে যাবে। এও কেউ জানে না। মনুষ্যকেই এই সব কথা বোঝানো হয়। জানোয়ারদের তো আর বলা হবে না। মনুষ্য জন্ম সবথেকে উঁচু, এমন গায়ন আছে। সে কোন্ জন্ম? এমন বলাও হয়ে থাকে যে, মানুষের চামড়াও কোনো কাজে আসে না। আবার বলা হয় -- মনুষ্য জন্ম উত্তম। বাস্তবে তোমাদের এই জন্ম উত্তম, যে এই জন্মে বাবা বসে তোমাদের সেবা করেন। দুনিয়ার মানুষের এই জন্ম খুবই কনিষ্ঠ (অপ্তানী)। তোমরা জানো যে - আমরাও পূর্বে ছিঃ - ছিঃ পুতিনকধময় কাপড়ের মতো মনুষ্য ছিলাম। বাবা এখন আমাদের এই বস্ত্রকে গুস্তান লক্ষ্য সোপ (লাক্স সাবান) দিয়ে পরিষ্কার করছেন, আর তিনি বলছেন - এখন তোমরা নিজেদের বাবাকে স্মরণ করো।

এই দুনিয়াতে কেউই বাবাকে জানে না। বাবাকে জানলে তবেই তো বাচ্চা হবে। শিবের হবে, ব্রহ্মার হবে, তবেই তো পৌত্র বলা হবে। ব্রাহ্মণও দুই প্রকারের -- এক হলো মুখজাত ব্রাহ্মণ, আর এক হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মার বাবা কে? শিব বাবা। তাঁর তো কোনো বাবা হয় না। তিনিই তোমাদের পড়ান। আবার তিনিই তোমাদের গুরু। এখন তিনি তোমাদের সামনে বসে আছেন, আবার লুকিয়ে যাবেন। পতিত দুনিয়াকে পাবন বানিয়ে, দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করে তিনি আর সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাবেন। তিনি তোমাদের ২১

জন্মের সুখ দান করেছেন, আর কি চাই ! বাবা তো তোমাদের সদা সুখী বানান। বাকি উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণপুরীকে সুখধাম বলা হয়। শ্রীনারায়ণের ছেলেবেলা দেখানো হয় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংবর দেখানো হয়। যদি রাধার সঙ্গেই স্বয়ংবর হলো তাহলে তাঁর নাম কেন পরিবর্তন করে দেওয়া হলো ! এসব দেখায় না। লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা তো মানুষ জানেই না। তাদের জীবন চরিত্রকে কেউই জানে না। তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো। কোটিতে কয়েকজনই আসবে যারা সম্পূর্ণ চক্র অতিক্রম করেছে। তোমরা একথা জানো যে - ভক্তি তারাই করে, যারা পূজ্য থেকে প্রথমে পূজারী হয়। সকলেই তো ভক্ত। সর্বের মতো মানুষ ভর্তি এই দুনিয়ায়। তোমরা জানো যে - এখন বেচারারা সকলেই মৃত্যুর চাকীতে আছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বৃহৎ বুদ্ধির অধিকারী হয়েছো। ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে রাখা এখন খুবই সহজ। আমরা এখন ব্রাহ্মণ। আমরা আবার দেবতা হবো তখন আবার ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হবে। 'হাম সো' (আমিই সেই) এর অর্থও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। 'হাম সো -- সো হাম' -- এখানেই গেয়ে থাকে। অন্য ধর্মে এই অক্ষরই নেই। "ওম্" এর অর্থ ভগবান মনে করে নেয়। বাস্তবে ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা (আমি আত্মা)। ওরা এর অর্থ উল্টো বলে দেয় -- বলে, আত্মাই পরমাত্মা। আত্মা, এরপর কি? আমরা তো শরীর নই। পরমপিতা পরমাত্মা তো এমন বলতেই পারেন না যে, অহম্ আত্মা - মম শরীর। সেই বাবা বলেন -- অহম্ আত্মা তো অবশ্যই। আমি এই শরীর লোন হিসাবে নিয়েছি। এ আমার জুতো নয়। আমার তো পা নেই। আমার চরণের পূজা হতেই পারে না। কৃষ্ণের তো চরণ আছে, আমার তো তা নেই। আমি হলাম নিরাকার। এমনিতে তো আত্মাও নিরাকারই কিন্তু আত্মা ৮৪ জন্মতে আসে। আমার তো শরীরই নেই। আমি হলাম অশরীরী। আমি তোমাদেরও বলি - তোমরা অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করো। তোমরা জানো যে - বাবা এসেছেন। তাঁর কি পাট আছে? এই পতিত সৃষ্টিকে পাবন বানানো। নিরাকার তো অবশ্যই কোনো শরীরেই আসবেন। মানুষ না জানার কারণে ফার্স্ট প্রিন্স হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসতে পারেন? একথা বুঝে তারপর বোঝাতে হবে।

টেগোর ইত্যাদিরা গীতার কতো মহিমা করতেন। বাস্তবে এ হলো শ্রীকৃষ্ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, যার মধ্যে শিব বাবা বসে গীতা জ্ঞান শোনান। বাবা বলেন - আমি ছোটো বাচ্চার শরীরে কিভাবে বসে শোনাবো? অবশ্যই অনুভাবী রথ চাই। ড্রামা অনুসারে আমার এই রথ নির্ধারিত। এমন নয় যে, পরের কল্পে অন্য রথে আসবো। ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা করবো। পূর্ব কল্পেও তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রহ্মার দ্বারাই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলে। বাবা এখন বলছেন -- অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে জুড়ে থাকো। আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। তুমিই মাতা-পিতা.... যাঁর এতো মহিমা, এখন তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছো। বিচার করা উচিত যে - বরাবর আমাদের কে রচনা করেছিলেন? বলা হয় - আল্লাহ রচনা করেছিলেন। তাহলে অবশ্যই আল্লাহের কোনো ফিমেল ছিলেন? আল্লাহ তো নিরাকার, তাহলে তাঁর ফিমেল কোথা থেকে আসবে? তোমরা গড ফাদার বলে থাকো, তাহলে ফাদার তো সবসময় রচয়িতাই হয়। মাদার না হলে তাঁকে ফাদার কিভাবে বলা হবে? বাচ্চার জন্ম হলে তবেই তো ফাদার বলা হয়, তাই না। এ কথা কেউই জানে না যে গড ফাদারের ফিমেল কে? এ হলো সবথেকে গুহ্য কথা। আদম বিবি দুইই আছে। আদম তাঁকে বলা হবে কিন্তু সরস্বতীকে বিবি বলা যাবে না। তিনি যদি বিবি হন, তাহলে তাঁর মা কে? এ হলো খুব বোঝার মতো কথা। বাবা বসেই এই কথা বোঝান। এই হিসাবে এই ব্রহ্মা আমার সজনী হলো। বাচ্চারা ঐঁর মুখের দ্বারা আমি তোমাদের রচনা করি। আমি ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করি। ওই বাচ্চাদের দেখভাল করার জন্য জগদম্বা নিমিত্ত হয়েছে। আদি দেব ব্রহ্মা আর জগদম্বা সরস্বতী -- ঐঁরা কে? বিবেক বলে -- ইনি ব্রহ্মার কন্যা। তাহলে কিভাবে রচনা করা হয়েছিলো? ব্রহ্মার দ্বারা যখন রচনা করা হয়েছিলো, তখন ইনি হলেন বড় মা। এরপর দেখাশোনা করার জন্য মাম্মাও আছেন, বাবাও আছেন। প্রথম নম্বরে সরস্বতী আসে। জগদম্বার কতো মহিমা। তোমরা এখন বুঝে গেছো - আমরাই সেই ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছি। আমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছি। এতেও দুই প্রকারের আছে - সৎ বাচ্চা আর নিজের বাচ্চা। একই মাতার বাচ্চা যখন তখন সৎ আর নিজের এমন প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। এখানে তাহলে কেন সৎ আর নিজের বাচ্চা বলা হয়? বলা হয়, যারা নিজের বাচ্চা হয় তারা প্রতিজ্ঞা করে - আমরা পবিত্র হয়ে অবশ্যই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। তাই এমন পবিত্র বাচ্চারাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়। সৎ বাচ্চারা প্রজাতে চলে যায়। নিজের বাচ্চাও অনেকেই হবে কিন্তু তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার থাকবে। যে যতো পুরুষার্থ করবে, তারা মা - বাবার সিংহাসনে বসবে। মাম্মা - বাবা যখন সিংহাসনে বসবেন, তখন আমাদেরও সিংহাসন প্রাপ্ত করা উচিত কিন্তু তা হবে নম্বরের ক্রমানুসারে। তাই এ হলো যোগের যাত্রা। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, অন্যদেরও নিজের সমান বানাতে হবে। নিজের সমান বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চারা বাবার পরিচয় দান করে বাবার কাছে অন্যদের রিফ্রেশ

হওয়ার জন্য নিয়ে আসে। বাবা দেখেন - কে কে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে, আর সব দিক থেকে মমত্ব দূর করে একের প্রতি একাগ্র হবে? তারা জানে যে, বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাবেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো। এরপর তোমরা সূর্যবংশীও হতে পারো, আবার চন্দ্রবংশীও হতে পারো।

তাই বাবা নিজেই সবকিছু করছেন। এরপর তিনি লুকিয়ে যাবেন। মুহূর্তে - মুহূর্তে তো আর তিনি অবতার হয়ে আসেন না। তাঁর তো নিজের শরীরই নেই। তিনি এই একবারই আসেন। তোমরা তো ঘন - ঘনই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করো। আমি পুনর্জন্মতে আসি না। তিনি কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। পূর্বে এইসব কথা বুদ্ধিতে ছিলো না। অনায়াসে ঘরে বসে বা রাস্তায় যেতে যেতে বাবা প্রবেশ করলেন আর জানতে পারলেন। এখন দিনে দিনে সব কথাই বুদ্ধিতে বসে যায়। এমন তো বলে থাকে - আমি সাত দিনের বাচ্চা, আমি দুই মাসের বাচ্চা। এই জ্ঞান তো সেকেন্ডেই প্রাপ্ত করা যেতে পারে। বাবার কতো বাচ্চা! আর কোনো সংসঙ্গ হবে না, যেখানে এতো বাচ্চা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বাও বাবার ছেলে-মেয়ে, নাকি তাঁরা মেল - ফিমেল। মেল - ফিমেল এতো বাচ্চার কিভাবে জন্ম দেবে! কুলজাত বংশাবলীর তো এখানে কথাই নেই। যারা পূর্ব কল্পে মাতা-পিতার হয়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো, তারাই আসতে থাকে। কলম (চার) লাগতেই থাকে। এ তো বাগান, তাই না। এখন তো দেবী - দেবতা ধর্মের ফুল তো আর নেই। বাকি সবই যেন কাঁটা। কাঁটা ফুটেই থাকে। এ হলো কাঁটার দুনিয়া। বাবা এসে কাঁটা থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুল তৈরী করেন। শ্রীমতে না চললে আবার নেমে যায়। বাবা বুঝতে পারেন - এরা বিকারে পড়ে গেছে। তোমরা এখন পতিত থেকে পাবন তৈরী হচ্ছে। বাপু গান্ধীজীও পতিত - পাবনকে স্মরণ করতেন। তিনি চাইতেন - ওয়ার্ল্ড অলমাইটির রাজত্ব হোক। সে তো বাবাই স্থাপন করবেন। তোমরা জানো যে - এখন আমাদের এই কংসপুরী থেকে কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। ভারতে সত্যযুগ ছিলো। এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। পাঁচ হাজার বছরের থেকে পুরানো আর কিছুই হয় না। লাক্ষ বছরের তো কোনো জিনিস হতেই পারে না। দেখো, তুমি বুড়ি মাতা, গুরুগাঁও থেকে মাতা-পিতার কাছে এসেছো, যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবাও বৃদ্ধাদের দেখে খুশী হন। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এসেও তোমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলে। সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। তোমরা বৃদ্ধারা এতো জ্ঞান ধারণ করতে পারো না। এই দাদা বৃদ্ধ, তবুও ভালো পড়াশোনা করতে পারে। তোমরা বুঝতে পারো - অল্পবয়সী সরস্বতী মা ভালো পড়াশোনা করে। আরে, ইনি তো ব্রহ্মপুত্র নদী। ইনি তো অবশ্যই বেশী পড়বেন, তাই না। এই বৃদ্ধ সবথেকে তীক্ষ্ণ। ও তো তাও কন্যা হয়ে গেলো। বৃদ্ধাদের জন্যও খুব সহজ। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। আহাঃ! শিব বাবার প্রতি আমরা বলিদান যাই, তুমি তো আমাদের সুখধামে নিয়ে যাও! ব্যস, এমন খুশীতেই থাকো, তাহলেও তরী পার হয়ে যাবে। সবসময় মনে করো - শিব বাবা আমাদের বোঝান। এনাকে ছেড়ে দাও। এমনই মনে করো যে, শিব বাবা আমাদের শোনান, তাহলে বুদ্ধিযোগ শিব বাবার সাথে যুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। মাঝাও শিব বাবার কাছ থেকে শুনেই তোমাদের শোনায়। সর্বদা এক শিব বাবার স্মরণ থাকলে তাহলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সিংহাসনে আসীন পাক্ষা অধিকারী হওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে প্রকৃত সন্তান হতে হবে, অন্য সংস্র ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গেই জুড়তে হবে।

২) নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। কাঁটা থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুল হতে হবে আর অন্যদেরকেও বানাতে হবে। নতুন বৃক্ষের চারা লাগাতে হবে।

বরদানঃ:- কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে ধর্মরাজপুরীর সাজা থেকে রক্ষা পেয়ে বিকর্মজিৎ ভব সাজার অনুভবকেই ধর্মরাজপুরী বলা হয়, বাকি ধর্মরাজপুরী কোনো আলাদা স্থান নয়, লাস্টে নিজের কৃত পাপ ভয়ানক রূপে সামনে উপস্থিত হয়। ওই সময় হলো অনুতাপ আর বৈরাগ্যের। ছোটো - ছোটো পাপকেও তখন ভূতের মতো মনে হয়। অনুতাপের গ্রাহি - গ্রাহি রব হতে থাকে, তাই সেই সাজার ফিলিং থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো আর বিকর্মজিৎ হও।

স্নোগানঃ:- যে তন-মন এবং ধনের দ্বারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে সেই গলার হার হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববার চিত্র একটা কুঠুরিতে রেখে দাও, ক্ষণে ক্ষণে গিয়ে তাঁর সামনে বসে তাঁর সাথে কথা বলো - তাহলে সারাদিন তাঁর স্মৃতিতে স্মৃতিময় হয়ে থাকবে"

*প্রশ্ন:- নতুন আর অভিনব এ কোন্ প্রেম, যার অনুভূতি কেবলমাত্র সঙ্গম যুগেই হয়?

*উত্তর:- বিচিত্র বাবাকে ভালোবাসা, এই হলো নতুন রকমের প্রেম। তোমরা জানো যে - নিরাকার বিচিত্র বাবা এখন সাকারে এসেছেন, আমরা সকলে তাঁর সামনে বসে আছি, আমাদেরকে সঙ্গম যুগের ডাইরেক্ট (সরাসরি) ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়, এ হলো অভিনব এক নতুন রকমের ভালোবাসা। সমগ্র কল্প আমরা দেহধারীদেরকে ভালোবেসেছি, এখন বিদেহী বাবাকে ভালোবাসার পালা - এমন প্রেম শুধুমাত্র সঙ্গম যুগেই হয়।

*গীত:- কে এলো আমার মনের দুয়ারে....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে - অসীম জগতের পিতা হলেন বিচিত্র, এখন এক নতুন রকমের ভালোবাসা নিয়ে আমরা বাবার কাছে বসে আছি আর তিনি এসেছেন আমাদের কাছে। একে বলা হয় নতুন রকমের ভালোবাসা। ঈশ্বরের ভালোবাসা, বাচ্চারা শুধুমাত্র একবারই পেয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে যে - অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকেই তারা সকলে স্মরণ করে। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে পড়ান। তিনি নিরাকার বিচিত্র বাবা, ঐর মধ্যে এসেছেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। এখন আমরা তাকে চিনেছি জেনেছি। এই ভালোবাসাও অভিনব ভালোবাসা। এমনিতে সবসময় দেহধারীদেরকে লোকে ভালোবাসে। বাবা হলেন বিদেহী, তাঁর কোন দেহ নেই। আমরা তার সামনে বসে আছি, তিনি অনেক যত্ন করে, অনেক ভালোবেসে আমাদেরকে পড়ান। সুতরাং এ তো হল এক নতুন কথা। আগে যেসব আশা ছিল যে - ধনপ্রাপ্তির আশা, বিশাল অট্টালিকা প্রাপ্তির আশা, সেই সব আশা এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষের তুলনায় তোমাদের আশার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য, বাবার কাছে পুরুষার্থ করছ। এখন তোমরা বাবার সামনে বসে রয়েছে। তোমাদের হৃদয়ে এখন নতুন আশার জাগরণ ঘটেছে - অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে, অসীমিত উত্তরাধিকার নিতে হবে। কত বিচিত্র অভিনব ওয়াল্ডারফুল (অভাবনীয়) বাবা! এ কথা আর কেউই জানেনা, শুধুমাত্র তোমরাই জানো যে - বাবা কিভাবে তোমাদেরকে আপন করে পড়ান। তাহলে এমন কোন উপায় বার করা যায়, যাতে মুহূর্তে মুহূর্তে বাবার স্মৃতি মনে পড়ে যায়? বাবা রায় দেন যে - প্রত্যেকে নিজের ঘরে শিবের চিত্র রেখে দাও। শিব বাবার চিত্র দেখে তাদের মনে পড়বে যে - পতীত পাবন অসীমের পিতা এখন এসেছেন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করবার জন্য। তাঁর কাছ থেকে আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যেমন নিয়েছিলাম ঠিক তেমনভাবেই এখন আবার স্বর্গের স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আত্মা জানে যে - আমরা স্বর্গে গিয়ে, দেহ ধারণ করে রাজত্ব করব। যা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই বাবা এখন এসেছেন, তাই নিজের একটি ছোট কুঠুরিতে শিবের চিত্র রেখে তাতে লিখে দেওয়া উচিত যে - বাবা এসেছেন। স্বর্গের স্থাপনা করার জন্য, নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী করে তুলতে - বাবাকে আসতেই হত। মুহূর্তে মুহূর্তে শিব বাবাকে দেখলে, তাঁকে মনে পড়বে। অনেকে শিব বাবার চিত্র, গলায় হারের লকেট করে পরে নেয়। স্ত্রীরা অনেক সময় স্বামীর চিত্র গলায় এইভাবে লকেট করে পরে নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের জন্যও এখন এরকম বানানো হচ্ছে। পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করা - এ বড় অভিনব কথা। বাকি সকলের স্মৃতিকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যেমনভাবে ভক্তি মার্গে নিজেদের ঘরে পূজার স্থান অথবা মন্দির বানানো হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই জ্ঞান মার্গেও একটি ছোট কুঠুরি বানিয়ে তাতে শুধুমাত্র শিব বাবার চিত্র রাখতে হবে। মানুষ ভাবে, ব্রহ্মাকুমারীদের মুরলী, মানুষকে বিকার থেকে মুক্ত করে। আরে এতো ভালো কথা। পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। মানুষ রেগে যায় যে - ভক্তি কেন ছাড়তে হবে? আচ্ছা আমরাও ভক্তি করি, কিন্তু শুধুমাত্র এক বাবার, অন্য কারোর নয়। বাকি সমস্ত সঙ্গ থেকে বুদ্ধি যোগ উঠিয়ে নিতে হবে।

তোমাদের যুদ্ধ মায়ার সাথে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, আর মায়া সেই যোগ ছিন্ন করার চেষ্টা করে। তোমরা শিব বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, জানতে পারো যে, কিভাবে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। শিব বাবাকে যখন জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখতে থাকবে তখন তোমাদের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ হয়ে যাবে। মীরাও ভক্তি করতেন, তিনি বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার করতেন। তাঁকেও সাক্ষাৎকার করাতেন শিব বাবা। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন একথা ধারণ হয়েছে যে -

তোমরা শিব বাবার মাধ্যমে বিশ্বের মালিক হয়ে উঠবে। ভক্তি মার্গে একথা জানা ছিল না যে - শিব কি করেন? কেন লোকে তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়? তোমরা এখন জানো যে, সর্বোপরি হলেন শিব বাবা, তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মা থেকে অবশ্যই নতুন কিছু প্রাপ্ত হবে। তাঁকে বলা হয় হেভেনলি (ঐশ্বরীয়) গডফাদার। স্বর্গে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকে ফাদার বলা হয় না, শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট শিশু। স্বর্গ স্থাপনকারী হলেন নিরাকার পিতা। তিনি দেহধারী নন। এমনিতে আজকাল তো সবাইকেই ফাদার বলা হয়। গান্ধীজিকেও বাপুজি বলা হয়। কিন্তু সর্ব ধর্মের লোকেরা তাঁকে ফাদার হিসেবে স্বীকার করবে না। তারা তো ফাদার কথার অর্থ বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা জানো যে - সকলের বাপুজি হলেন একমাত্র শিব বাবা। শিব ঠাকুরদা নন, তিনি হলেন বাবা। তিনি থাকেন নিরাকারী দুনিয়াতে। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, কিন্তু তিনি তো বৈকুণ্ঠ নিবাসী। মুনি ঋষি ইত্যাদি সকল দেহধারীরাই এখানে এক সময় ছিলেন। পরমাত্মা হলেন নিরাকার, তাঁর কোন দেহ নেই। সর্বব্যাপীত্বের এই জ্ঞানের জন্য, কারোরই বুদ্ধি সঠিক পথে যায় না। বাবা এসে বুদ্ধির তালা খুলে দেন, এ হল নতুন কথা। অন্যান্য সমস্ত সংস্পর্শে একথা মনে করে না যে, শিব বাবা এই জ্ঞান প্রদান করছেন। ওখানে সব দেহধারীরাই বসে থাকে। তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে যে - আমরা নিরাকার বাবার কাছ থেকে এসব জ্ঞান শুনছি। নিরাকার যিনি তিনি অতি অবশ্যই সাকারে এসেছেন, তবেই তো তিনি তাঁর পরিচয় সকলকে দিয়েছেন। কল্প কল্প ধরে বাবা এই সঙ্গম যুগেই আসেন, এসে তিনি বাচ্চাদেরকে মালিক বানিয়ে দেন। তবুও মায়া বাচ্চাদেরকে কত হয়রান করে! বিঘ্ন সৃষ্টি করে। রুদ্র জ্ঞান যন্তো অসুরেরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলেন যে - নিজেকে অশরীরী জানো। আমরা তো বাবার হয়ে গেছি, বাবা এসেছেন আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, এই শরীর ছেড়ে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে - এমনিভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বল। সূক্ষ্ম দেহধারী অথবা স্থূল দেহধারী সকলেরই স্মৃতি ভুলতে হবে। একদম পাক্কা নিশ্চয় করতে হবে - যে আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছি, আমরা ওখানকার অধিবাসী। সত্যযুগে এতগুলি জন্ম ধরে আমরা রাজত্ব করব, ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে ঘরে ফিরে যেতে হবে। ঘরে ছবি রাখলে যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে একটি কুঠুরিতে শিবের চিত্র রেখে দাও।

ব্রাহ্মণেরা বলে নারীদের শিবের পূজা করা নিষেধ। কিন্তু শিব বাবা তো এখানে আসেনই মাতাদের জন্য। অনেকেই শিব মন্দিরে গিয়ে তার ওপরে জল অর্পণ করে, তাতে আবার মন্দিরের পূজারীরা অত্যন্ত খুশি হয়। কারণ মাতাগণ সবচেয়ে বেশি টাকা-পয়সা প্রণামী হিসেবে দেয়। ভক্তির সঠিক ভাবনা অবলা মাতাদের মধ্যেই থাকে। পুরুষেরা অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির হয়, মুহূর্তে মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, তাদের বুদ্ধিযোগ অনেক দিকে ঘুরতে থাকে। পতির প্রতি পত্নীর অত্যন্ত মোহ থাকে। বাচ্চারা তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, এ হলো দুঃখ ধাম। এখন সুখধাম স্থাপন করতে বাবা এসেছেন। নানান রকম উপায় বার করতে হবে, যে বাবাকে কিভাবে স্মরণ করব ? তাঁকে তো এই চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। এই আত্মা বলে যে, আমাদের বাবা হলেন শিববাবা। শিবের চিত্র দেখলে মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের অব্যভিচারী যোগ হওয়া প্রয়োজন। শিবের চিত্র রেখে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মাবাবা তাঁর নিজের উদাহরণ বলেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের ছবির প্রতি তাঁর কত শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল! তারপর একদিন তাঁর মনে হল যে - লক্ষ্মী দাসী হয়ে নারায়ণের পা টিপে দিচ্ছে। এটা তো ঠিক কথা নয়। তখন তিনি চিত্রকারকে বললেন যে, এই চিত্রে লক্ষ্মীকে এ কাজ থেকে মুক্ত কর। তাছাড়া নারায়ণের চিত্র তাঁর পকেটে সব সময় থাকতো। একটা ছবি থাকতো তাঁর পকেটে আর একটা ছবি থাকতো তাঁর ক্যাশ বাক্সে। ক্ষণে ক্ষণে তিনি সেই চিত্র দেখতেন, যখনই দেখতেন একেবারে আনন্দে মগন হয়ে যেতেন, কিন্তু গুপ্তভাবে দেখতেন, যাতে কেউ তা দেখতে না পায়, না হলে লোকে বলবে - যে কি করছে? প্রথমে তাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তারপর তা হল বিষ্ণুর প্রতি। যেমনভাবে ভক্তি মার্গে নবধা ভক্তির কথা থাকে রয়েছে, ঠিক তেমনভাবে বাবার স্মরণও নবধা হওয়া প্রয়োজন, এতে অনেক উচ্চ প্রাপ্তি হয়। ভক্তি মার্গে, আর কিছু না হোক অল্পকালের অল্প সুখপ্রাপ্ত হয়। তাঁর পরবর্তী জন্মে আবার সেই মেহনত করতে হয়। ভক্তিতে, ব্যবসা পত্র ইত্যাদিতে মেহনত করতে হয়। রোজগার করলে তবে খেতে পাবে। বাবা এখন তোমাদেরকে এই একমাত্র জন্মে এত মেহনত করিয়ে নেন, যাতে ২১ জন্ম ধরে তার প্রাপ্তি পেতে থাকবে। তখন আর কোন মেহনত করা দরকার পড়বে না, ২১ জন্ম ধরে সদা সুখী হয়ে থাকবে। সুতরাং এমন বাবা যিনি তোমাদেরকে পুরুষার্থ করা শিখিয়ে দেন, তাঁকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। বলা হয় - প্রত্যেক শ্বাসে প্রশ্বাসে তাকে স্মরণ করে। লৌকিক গুরুরা নিজেদের শিষ্যদেরকে বলেন যে - মালা জপ কর, রাম রাম বলতে থাকো, ব্যাস। রাম-রাম জপ করতে করতে তাদের মনে শিহরণ জাগে, রাম-রাম নামের ধ্বনিতে মগ্ন হয়ে তারা দুলতে থাকে, যেন রামের পুরীতে পৌঁছে গেছে। তোমাদেরকে বাবা বলেন শুধু এক শিববাবার স্মরণের অজপাজপ করতে থাকো আর কিছু যেন মনে না পড়ে। কিন্তু মায়া এসে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। ভক্তি মার্গে মায়া বাধার সৃষ্টি করে না। এ হলো ঐশ্বরের সন্তানদের সাথে মায়ার যুদ্ধ। নাটকও বানানো হয় যে -

ভগবান এমন বলেন, মায়া এমন করে। এখন হল সঙ্গম যুগ। মায়ার উল্টোপাল্টা সংকল্প বিকল্প তো আসতেই থাকবে। প্রকৃতিতে এমন প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় যে, মানুষকেও উড়িয়ে দূরে ফেলে দেয়। এ হল মায়ারূপী রাবণের তুফান। তার থেকে বাঁচার উপায় বাবা বলতে থাকেন। তোমরা বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন।

তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদেরকে এই সন্ন্যাস ধারণ করিয়েছে কে? গুরু কে? বলো - পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের গুরু। এরকম আর কাউকেই পাবে না যাদেরকে স্বয়ং ভগবান এসে সন্ন্যাস ধারণ করায়। লৌকিকে মানুষ মানুষকে সন্ন্যাস দেয়। এখানে বাবা এসে বলেন যে - দেহের সাথে যে সকল সম্বন্ধ আছে তা সব ত্যাগ কর, এই পুরাতন দুনিয়ার ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো - জাগতিক সন্ন্যাসীরা এমনটা কখনোই বলে না। প্র্যাকটিক্যালি এখন পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে, সেই কারণেই বুদ্ধি থেকে সকলের প্রতি মোহ ত্যাগ করে, এক বাবার প্রতি বুদ্ধি যোগ যুক্ত করো। তোমরা তো বাগদান করো। দেহধারীকে স্মরণ করলে এই বাগদান অপূর্ণ রয়ে যাবে। সর্ব ধর্মালী... আমি অমুক, আমি তমুক...। এসব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা বলে অনুভব কর। তোমরা এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্বন্ধে জেনে গেছো। এখন আনন্দ সহকারে ঘরে ফিরে যাচ্ছ। তাই খুশিতে হাততালি দাও। তোমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করবে। নিজেকে দেহী মনে কর। তোমরা আত্মারা প্রথমে প্রথমে গৌরবর্ণ ছিলে, তারপর ৮৪ টি জন্ম ধারণ করেছো। এখন ফিরে গিয়ে আবার স্বর্গে এসে রাজত্ব করবে। এই স্বদর্শন চক্র ঘোরানো কত সহজ। শিবের চিত্র তো পকেটে থাকবে। বাবা তুমি এসেছ, তুমি কত মধুর, তুমি আমাদের বাবা, তাই না - এমনভাবে বাবার সাথে কথা বলতে হবে। ভক্তি মার্গে তো শ্রীকৃষ্ণের সাথে এমন ভাবেই কথা বলতে, তাই না। শিবের ফার্স্ট ক্লাস লকেট বানাবে সোনা রূপা দিয়ে। গরিবদেরকে দেবে সোনার লকেট আর ধনীদেরকে দেবে রূপোর লকেট। এই মাতাগন অত্যন্ত মধুর স্বভাবের। সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যেও খুব ভালো ভাব থাকে। সাধারণ বাচ্চাদেরকে দেখে বাবাও খুশি হন। শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাম্য কিশোর বলে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই গ্রাম্য কিশোর হতে পারেন না। তিনি তো স্বর্গের মালিক। ঐ (ব্রহ্মা বাবার) এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা মিশ্র করে দিয়েছে। গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা এনার রয়েছে। সুতরাং শিব বাবা অথবা শ্রীকৃষ্ণ কখনোই গ্রাম্য কিশোর হতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, ইনি (দাদা) শৈশবে গ্রামে ছিলেন। তাঁর লালন পালন হয়েছিল গ্রামে। তারপর সেই সাধারণ দেহে এসে স্বয়ং বাবা প্রবেশ করেছেন। বাবা প্রধান যে কথাটা বুঝিয়েছেন তা হল যে, সমগ্র খেলাটাই নির্ভর করছে স্মরণ করার উপর। তাঁর স্মৃতি কখনোই ভোলা উচিত নয়। লৌকিক বাচ্চারা কখনো কি বলতে পারে যে - আমি আমার বাবাকে ভুলে গেছি। সজনী কি কখনো সাজন কে ভুলে যেতে পারে? ইম্পসিবল (অসম্ভব)। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই এই মেহনত করতে হবে। নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাসের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে, আর তা না যদি না করতে পারো, তাহলে সাজা ভোগ করতে হবে। তখন বিজয়মালায় স্থান পাবে না। এতো বাবার কামাল যে, বৃদ্ধা, দরিদ্র, গণিকা, অহল্যা, কুন্ডা ইত্যাদি সকলকে তিনি আপন করে নেন। এমনিতে তো কোন চিত্রেরই প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু যেহেতু মায়া ভুলিয়ে দেয়, তাই চিত্র রাখা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে একথা থাকা দরকার যে - আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। এখন মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ তোমরা দেখতে পেয়েছ। এই পথের জন্য আর কোন পান্ডা নেই। একে ইন্দ্রপ্রস্থও বলা হয়ে থাকে, কোন পতিত লুকিয়ে এসে যদি এখানে বসে যায়, তাহলে সে প্রস্থরবুদ্ধিতে পরিণত হয়ে যাবে। বাবা তো অন্তর্যামী, তাই না! এই বাবা (ব্রহ্মা) বহির্য়ামী (বাহ্যিক জ্ঞান সম্পন্ন)। ওই বাবা (শিব বাবা) ঝট করে জানতে পেরে যান যে - কোন পতিত লুকিয়ে এসে বসে আছে। সুতরাং যিনি নিয়ে এসেছেন এবং যে পতিত এসেছে সেই উভয় ব্যক্তিকেই সাজা পেতে হবে। সেই জন্যই কখনো পতিত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা উচিত নয়। এ বড়ই কড়া নিয়ম। কোন অযোগ্য পতিত ব্যক্তিকে এখানে বসানো উচিত নয়। না হলে অনেক বড় কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। এখানে কোন চুরি চামারি ঠকানো চলে না। পাপ এবং পুণ্যের হিসাব-নিকাশ ধর্মরাজের কাছেই তো থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐন্নার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সব কিছুর স্মৃতিকে গুটিয়ে নিয়ে, সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে, এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। শিব বাবার একটি ছোট কুঠুরি বানিয়ে তাঁর অব্যভিচারী স্মরণে বসতে হবে।

২) নিজের সাথে নিজে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে। প্রথমে আমরা কতো সুন্দর (ফর্সা) ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নেবার পর, এখন আনন্দের সাথে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে - এইভাবে নিজের সাথে কথা বলে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

- *বরদান:-* স্বচিন্তন আর স্বদর্শনের দ্বারা হীরের সমান অমূল্য জীবনের অনুভব কারী দাগ বিহীন ভব
হীরের সমান অমূল্য জীবনের অনুভব করার জন্য সদা স্বচিন্তন করো আর স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে ওঠো।
কারণ হীরেকে দাগি করে তোলে শুধুমাত্র দুটি বিষয় - প্রথমতঃ পরদর্শন, দ্বিতীয়তঃ পরচিন্তন। এই দুটো
বিষয়ের সঙ্গে রঙ, স্বচ্ছ হীরেকেও দাগী করে তোলে, সেই জন্য এর মূল বীজকেই সমাপ্ত করে স্বচিন্তন করো
আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। তাহলে ধূলো আর দাগ লাগতে পারবে না। সদা দাগ বিহীন স্বচ্ছ প্রকৃত
হীরা, ঝলমলে উজ্জ্বল অমূল্য হীরা হয়ে যাবে।
- *স্লোগান:-* বিচিত্র বাবার চিত্র এবং চরিত্রকে স্মরণকারীই হলো চরিত্রবান ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা হলেন এক বাবা, তিনি কখনও কারোর পালনা নেন না, তিনি সদা-ই হলেন নিরাকার - এই কথাটি প্রমাণ করে সবাইকে বোঝাও”

*প্রশ্ন:- গডলি স্টুডেন্টদের প্রথম মূখ্য লক্ষণগুলি কেমন হবে?

*উত্তর:- গডলি স্টুডেন্ট কখনও মুরলী না শুনে থাকতে পারবে না। তারা এইরকম কখনই বলবে না যে মুরলী শোনার সময় নেই। যেখানেই থাকবে, জ্ঞানের পয়েন্ট চেয়েও পড়বে। কতো কতো পয়েন্টস আছে। যদি মুরলী না শুনবে তাহলে ধারণা কি করে হবে? এটা হলো পড়াশোনা, এখানে শিক্ষক হলেন সুপ্রিম টিচার তাই বাচ্চাদেরকে মুরলী কখনও মিস করা উচিত নয়।

*গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা...

ওম শান্তি । এখন তোমরা আত্মারা বাবাকে জেনে গেছো। বাচ্চারা জানে যে এক শিববাবাই, যাঁর কোনও সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও সূক্ষ্ম শরীর দেখানো হয়। নামও আছে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে - তাদের মধ্যে আত্মা আছে, সূক্ষ্ম শরীর আছে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা ত্রিলোকীনাথ হচ্ছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কেউ ত্রিলোকীনাথ বলবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই ত্রিলোকের (মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন) বিষয়ে জানেন না। প্রত্যেক কথা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে যে সঠিক কোনটা আর ভুল কোনটা! কেবল শুনে সত্য-সত্য বলা - এটা তো ভক্তি মার্গ হয়ে গেল। এখানে তো ভালো ভাবে বুঝতে হবে। এটা সত্য যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরের সূক্ষ্ম শরীর আছে। কেবল এক শিববাবাই হলেন নিরাকার। তাঁর মন্দির তো অনেক প্রকারের তৈরী হয়েছে আর নামও অনেক প্রকারের রেখে দিয়েছে। অনেক মন্দির আছে, যেখানে শুধু শিবলিঙ্গ রাখা আছে। বস্ত্রেতে তাঁকে বাবুরীনাথ (বাবুলনাথ) বলা হয়। শিব তো হলেন এক, বিদেশেও অনেক নাম রেখে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা জানে যে আমরা হলো আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিন লোকের জ্ঞান প্রদান করছেন। এই সময় তোমরাও হলে ত্রিলোকীনাথ, কেননা তোমাদের মধ্যে এখন ত্রিলোকের জ্ঞান আছে। যখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞান ছিল না, তখন তোমাদেরকে নাথ বলা হত না। কেবল ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণরাই হল ত্রিলোকীনাথ, যাদের মধ্যে ত্রিলোকের নলেজ আছে। নলেজফুল, ব্লিসফুল হলেন বাবা। সেই নিরাকার বাবা আমাদেরকে নলেজ প্রদান করছেন। কোনও সাকার মানুষকে গড বলা যায় না। এখানে তো গডকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে।

বাচ্চারা এখন তোমরা বুঝে গেছো যে - গড ফাদার হলেন এক নিরাকার শিববাবা, যিনি কারো পালনা নেন না। অন্যন্য সকলেরই পালনা হয়। আত্মা ছোটো শরীরে আসে। গর্ভের মধ্যে তো নিজের আঙুল চোষে। শিববাবার কোনও আঙুল নেই যে তিনি চুষবেন। শিববাবা বলছেন - আমি তো গর্ভে আসি না, অন্যন্য সবাইকেই গর্ভে যেতে হয়। তারপর তাদের পালনাও হয়। গর্ভাবস্থায় মা যেমন খাবার খাবে, যেমন কোনো টক জাতীয় খাবার খেলে তার প্রভাব বাচ্চার উপরে পড়ে তো বাচ্চার ক্ষতি হয়। শিববাবা জিজ্ঞেস করছেন - তোমরা আমাকে কিভাবে পালনা করবে? আমাকে তো বলেই থাকে সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা। তাই আমার থেকে বড় কেউ নেই। এই কথাগুলিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করে পয়েন্টস বের করতে হবে। শিববাবা অবশ্যই আছেন। তাঁকে প্রিয়তমও (মাশুক) বলা হয়। সকল মানুষই হলো সেই প্রিয়তমের প্রিয়তমা। তোমরা সবাই হলে সজনী, তিনি হলেন সাজন। সাজন হলেন নিরাকার। কোনও সাকার বা আকারকে সাজন বলা যাবে না। সকলের মাশুক (প্রিয়তম) হলেন এক নিরাকার শিববাবা। নিরাকার আত্মারা নিজেদের প্রিয়তমকে স্মরণ করে। স্মরণ কেন করে? অবশ্যই কিছু না কিছু কষ্টে আছে। সকল ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। এই আশিক মাশুক (প্রিয়তম-প্রিয়তমা) হলো নিরাকারী। সেখানে যে সাকারী আশিক-মাশুক থাকে তাদেরও মহিমা হয়, খুব কমই হয়। একে-অপরের শরীরের মোহে থাকে। তাদের ভালোবাসা কোনও বিকারের জন্য হয় না। কেবল একে-অপরকে দেখতে থাকে। না দেখলে সুখ পায় না। শরীরকে স্মরণ করে। যেকোনও জায়গায় বসে থাকে। মনে করে আমার সামনে মাশুক দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরও সাক্ষাৎকার হয়, কেননা তাদের প্রেম হলো পবিত্র প্রেম। শরীরেরও শোভা হয় তাই না। বিকারের জন্য নয়, একে-অপরকে দেখে খুশী হয়। খাওয়ার সময় তার কথা স্মরণে এলে, ব্যস, খাওয়াই ভুলে যায়। তাকেই দেখতে থাকে। তারাও সংখ্যায় অল্প হয়। এখানে সবাই হল আশিক (প্রিয়তমা), সেই মাশুকের (শিববাবার), কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই সত্যিকারের আশিক হয়, যারা পাশ উইথ অনার হয়! বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ

করো, কেননা আমার থেকে তোমাদের অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। লৌকিক ভালবাসায় অল্পকালের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসা থাকে। এটা হলো অসীম জগতের বাবার সাথে অসীম ভালোবাসা। সীমাহীন ভালোবাসা এক বাবার কাছেই আছে। বাচ্চারা জানে যে - তাঁর কোনও শারীরিক নাম নেই।

বিশ্বুর দুইরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণের অবশ্যই ডিনায়েস্টি হবে। সত্যযুগের আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে তো অবশ্যই প্রজাও থাকবে। বুদ্ধিও বলে যে - সত্যযুগের আদিতে এত সংখ্যক আত্মা থাকবে, পরে বুদ্ধি হতে থাকবে। সত্যযুগের আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই যমুনার কন্ঠেই (তীরেই) রাধা-কৃষ্ণের রাজধানী ছিল। গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি অনেক নদী থাকবে। নদীর তীরে বাসস্থান হবে। এখানে যে দেখায় দ্বারিকা সাগরের তলায় চলে গেছে - এইরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। না কোনও সাগরের তীরে দেবতাদের গ্রাম থাকবে। এই বম্বে তখন থোড়াই থাকবে! এখন এসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মোস্ট বিলাভড গড ফাদার, যীশু খ্রিষ্টকে গড ফাদার বলবে না। জানে যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন ম্যাসেঞ্জার (বার্তা বাহক)। পরমপিতা পরমাত্মা তাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আসেন নিরাকারী দুনিয়া থেকে। তাকে গড ফাদার মনে করা হয় না। প্রিসেপ্টার (ধর্ম স্থাপক) মনে করা হয়। হিন্দুদের এটা জানা নেই যে - হিন্দু ধর্ম কবে আর কে স্থাপন করেছেন? বাস্তবে হিন্দু ধর্মই তো নেই। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আছে। আদম-সুমারীতে (জন-গণনাতে) যদি তোমাদেরকে জিপ্তেস করে তো তোমরা বলবে যে আমরা তো হলাম ব্রাহ্মণ। এই সময় আমরা কোনও হিন্দু নই। এই সময় আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমরা যদিও ব্রাহ্মণ ধর্ম বলবে তথাপি তারা হিন্দুতেই লিখে দেবে। সেখানে স্বর্গে তো আদম সুমারী হয় না, কেননা সেখানে হলোই এক দেবী-দেবতা ধর্ম। তাই জিপ্তেস করার দরকারই হয় না। এখানে অনেক ধর্ম আছে তাই জিপ্তেস করে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তাই বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেনই নিরাকার আর তাঁর নাম একটাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও আকারী চিত্র দেখা যায়, শিবের চিত্র কোথায়? বুম্ভতে পারে যে ইনি হলেন ভগবান। আমরা নিজেদেরকে ভগবান বলতে পারবো না। আত্মা তো পুনর্জন্ম নেয়। এমন নয় যে বাবাও পুনর্জন্ম নেন।

এখন তোমরা তিনলোক সম্বন্ধে জেনে গেছো এইজন্য তোমাদের নাম হল ত্রিলোকীনাথ। ত্রিলোকের জ্ঞাতাকেই নাথ বলা হয়। তোমাদের কাছে এখন ত্রিলোকের জ্ঞান আছে। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো, আর কেউ জানে না। সত্যযুগে এই জ্ঞানই থাকে না। এই জ্ঞান কেবল তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়, এইজন্য তোমাদের নাম সুপ্রসিদ্ধ। দিলবারা মন্দিরে শিব, আদিদেব, আদি দেবী আর তোমরা বাচ্চারা আছো কেননা তোমরাই এখন সেবা করছো। বাবা আসেন পতিতদেরকে পাবন বানাতে, তাই বাচ্চারা, তোমাদের থেকে বাবা সহযোগ নেন। বাবা বলছেন - যারা যারা আমার সহযোগী হয়, তাদেরকে আমি জানি। এটা তো যেকেউ বুম্ভতে পারবে, এই সহযোগ করার জন্য তোমাদেরকে বাবা স্বর্গের মালিক বানান। সব স্টুডেন্ট তো একইরকম হবে না। শিববাবার - মানুষকে দেবতা বানানোর দোকান আছে, পুনরায় সেখানে নম্বরের ক্রম আছে। মহারথীদের সেন্টার অবশ্যই ভালোভাবে চলবে। বাবা বুম্ভতে পারবেন যে এ খুব ভালো সেলস্ ম্যান। সবই হল শিববাবার দোকান। তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করছো। এই বাবা কতোই না সাধারণ! সত্য আর মিথ্যার মধ্যে কতোই না পার্থক্য আছে! সত্যবাদী তো হলেন এক বাবা। বাকি সব মিথ্যাই মিথ্যা। সবথেকে বড় মিথ্যা হল - যিনি শ্রীমত প্রদান করছেন সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া! আগে তো অনন্ত বলে দিত। রাবণ কে, কবে থেকে এসেছে - এটাও কেউ জানে না। রাবণকে তারা ত্রেতাতে নিয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সত্যযুগকে জানেই না। রাম-সীতা ছিল ত্রেতাতে। সেখানে রাবণের তো থাকার কথাই উঠতে পারেনা। এইসব হল এখানকার কথা। এটা তো এক গল্প বানিয়ে দিয়েছে। কাউকে বোঝালে তো সে বলবে এসব হল বি কে দের কল্পনা। এখন বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। পয়েন্টস্ গুলিকে ধারণ করতে হবে। যেখানেই থাকো পয়েন্টস্ চেয়েও পড়তে হবে। এমন বলবে না যে সময় নেই। আরে গডলি স্টুডেন্ট যদি বলে যে আমার সময় নেই তো তাকে কি বলা হবে? কাউকে ধারণা কিভাবে করাবে? এতো অসংখ্য পয়েন্টস্ আছে, সে যদি মুরলী না শোনে বা না পড়ে তো ধারণা কিভাবে হবে? এটা তো এডুকেশন (শিক্ষা)। এক সুপ্রীম টিচার শিক্ষক পড়াচ্ছেন। যদি মুরলী না পড়ে তাহলে পয়েন্টস্ শোনাতে কিভাবে? এটা তো বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার। তিনি পুনর্জন্ম নেন না। কিন্তু তাঁর জয়ন্তী পালন করে। এরা তো শিব জয়ন্তী পার্বনটাকেই বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন কে বলবে - শিবের জয়ন্তী কিভাবে হয়েছে? তিনি কি করেছেন? গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম আছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে তো আসতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা হয়, ত্রিলোকীনাথ নয়। তো বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গ এখানেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণও এখানেই ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ কোনও ভাই বোন ছিলেন না। দুজনে আলাদা আলাদা নিজেদের রাজধানীতে ছিলেন। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে - কিভাবে স্বয়ংবর হয়? বাবা শুরুতেই তোমাদেরকে এই খুশীর নেশায় অনেক ভাসিয়েছিলেন। একাই অন্দরে ভাঙিতে পড়ে ছিল। কোনও মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে মিলিত হত না।

তো বাবা অনেক সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। পুনরায় অন্তিম সময়ে তোমরা অনেককিছু দেখবে। মনে হবে আমরা যেন বৈকুণ্ঠে বসে আছি। অন্তিম সময়ে মানুষের হয়রানি হবে। অনেক ঝঞ্ঝাট আসবে, একে বলা হয় অত্যন্ত দুরতাপূর্ণ। এসব কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। এমন নয় যে গভর্নেন্ট কোনও রায় দেবে। এখন তো সকলের বিনাশ হবে। তোমরা অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করছো। যদি প্রজাতেও আসো তো অহো সৌভাগ্য। সেখানে হল সুখই সুখ। এখানে হল দুঃখই দুঃখ। এখন বাবা পড়াতে এসেছেন তাই পড়তে হবে। যদি কাজ থাকে, তাহলে হাত দিয়ে কাজ করো, হৃদয় দিয়ে বাবাকে স্মরণ করো... বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত থাকবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তাঁকে স্মরণ করতে হবে। আরে, বাবা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন, তোমরা কি তা বুঝতে পারছো! ২১ জন্ম রাজত্ব করেছে। কোনও চিন্তার কথা নেই। এখানে তো দেখো, সাধারণ মানুষ কতোইনা চিন্তাগ্রস্ত থাকে! সেখানে চিন্তা থাকবে না। তোমরা সেখানে প্রালঙ্ক ভোগ করবে। কিন্তু সেখানে এটা জানতে পারবে না। এই জ্ঞান তোমাদের কাছে এখনই আছে যে আমরা অবিনাশী বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিষি। পুনরায় অটোমেটিকলি আমরা রাজধানীর উত্তরাধিকার নিতে থাকবো। এমন নয় যে দান-পূণ্য করলেই রাজা হয়ে যাবে। না। সেটা হল এই সময়ের পুরুষার্থের প্রালঙ্ক। তাই কতোইনা পুরুষার্থ করতে হবে, যার ফলে ২১ জন্মের প্রালঙ্ক তৈরী হবে! সেখানে পুরুষার্থ প্রালঙ্কের কথা হয় না। সেখানে কোনও অপ্রাপ্ত বস্তুই নেই যার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সেখানে সবাই হল ধনবান। এখানে মানুষ পড়াশোনা করে জজ হয়, ডাক্তার হয়.... সেখানে তো না জজ থাকবে আর না ডাক্তার ইত্যাদি থাকবে। সেখানে কেউ পাপ করবেই না। সেখানে কোনও চোর-ডাকাত থাকবে না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। তোমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও কিছু চিন্তা করার দরকার পড়বে না। অল্প ইত্যাদির জন্য টাকা পয়সা দিতে হবে না। বাবার সময়ে ৮-১০ আনাতে ২০ কেজি আনাজ পাওয়া যেত। তাহলে তারও পূর্বে কি হত? এখন তো কত দামী হয়ে গেছে! এখন আরও মূল্যবৃদ্ধি হবে, তারপর সম্ভা হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারে সবকিছুই তোমরা প্রাপ্ত করবে। তাদের সহায়তাতেই তোমরা রাজধানী প্রাপ্ত করবে। দুই বাঁদর নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে আর মাখন তোমরা পাবে। দুনিয়ার মানুষ এটা খোড়াই জানে যে তোমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন! ইনি ওস্ত বেষে আছেন। তোমাদেরকে এক সেকেণ্ডে বৈকুণ্ঠের রাজধানী প্রদান করেন। খুদা দোস্তের কাহিনী আছে তাই না। এই মহিমা হল বাবার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভালো হুশিয়ার সেলসময়ান হয়ে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে হবে। অবিনাশী প্রালঙ্ক বানানোর জন্য নিজের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে।

২) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য সত্যিকারের প্রিয়তমা (আশিক) হতে হবে। নিরন্তর এক প্রিয়তমের স্মরণে থাকতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে সকলের প্রতি শুভ ভাবনা প্রদানকারী চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত ভব কিছু কিছু বাচ্চা চিন্তন করে যে অমুকের অসুখ যেন ঠিক হয়ে যায়, বাচ্চা বা পতি যাতে জ্ঞানে চলে, ব্যবসা ঠিক হয়ে যায়... এইসব ভাবনা তো খুব ভালো, কিন্তু তোমাদের এই চাহিদা পূরণ তখন হবে যখন নিজে হাল্কা হয়ে বাবার থেকে শক্তি নেবে। এরজন্য বুদ্ধি রূপী পাত্র খালি রাখতে হবে। সকলের কল্যাণ চাও তো স্বয়ং শক্তিরূপ হয়ে সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে শুভ ভাবনা করতে থাকো। চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত হও, বন্ধনে ফেঁসে যেও না।

স্নোগান:- যারা প্রশ্ন থেকে উর্ধ্ব থাকে তারাই সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়া মৃত, বাবার হওয়া অর্থাৎ দেহ অভিমান চূর্ণ হওয়া, একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে"

*প্রশ্নঃ - অন্তিম সময়কে নিকটে দেখে কোন্ স্লোগানটিকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে?

*উত্তরঃ - "কারোর (ধন) চাপা পড়ে থাকবে ধুলোয়, কারোর (সম্পদ) রাজা হরফ করে নেবে..." -- এই স্লোগান সদা স্মরণে রাখো, কারণ এখন দুখের পাহাড় ভেঙে পড়বে। সকলের মৃত্যু হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বাবার কাছে সম্পূর্ণরূপে বলি প্রদত্ত হয়ে যাও, তোমাদের সবকিছু সফল হতে চলেছে। তোমরা এক জন্ম সমর্পিত হও আর বাবা ২১ জন্মের জন্য সমর্পিত হয়ে যান। ২১ জন্ম তোমাদের লৌকিক মা-বাবার উত্তরাধিকারের প্রয়োজন নেই। দ্বাপর থেকে পুনরায় যেমন কর্ম তেমন ফল প্রাপ্ত হবে।

*গীতঃ- আমি একটি ছোট শিশু...

ওম্ শান্তি । এ তো মানুষমাত্রই জানে যে উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) হলেন ভগবান। ভগবানকে সর্বদা পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে আর ওঁনার নামও উচ্চ, নিবাসস্থানও উচ্চ। সবথেকে উচ্চ মূললোকে থাকেন। এখন যখন গড ফাদার বলা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সন্তানই হবে। এমন তো বলতে পারবে না রে আমরা ফাদার। সর্বব্যাপী বললে তো তখন সকলেই ফাদার হয়ে যায়। ওঁনাকে তো সদা উর্ধ্ব থেকেও উর্ধ্ব পরমধামে বসবাসকারী পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবত (ভগবান), সেইজন্য সমস্ত ভক্তরা তাঁকে স্মরণ করে। তারা বলেও থাকে -- ভগবানকেই ভক্তদের ভক্তির ফল দিতে এখানে আসতে হবে। সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ক্রিয়েটর অবশ্যই নতুন দুনিয়া রচনা করবেন। তাহলে তিনি আসবেন কোথায় ? পতিত দুনিয়ায় কী ? নাকি পবিত্র দুনিয়ায় ? দেখো এই কথা ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। তোমরা কেউ ছোট নও। শরীরের অরগ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়) তো বড়, তাই না ! তোমরা জানো সকলেই বাবাকে স্মরণ করে, মনে করে এখানে দুঃখ রয়েছে। আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে শান্তি-সুখ রয়েছে। ড্রামা অনুসারে বাবাকে আসতেই হবে। যা নির্ধারিত হয়েই রয়েছে সেটাই হতে চলেছে.... এর মধ্যে কোন তফাৎ হতে পারে না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আবর্তিত হতে থাকে। চার যুগ ঘুরতে থাকে। কলিযুগের পর হয় সঙ্গমযুগ। কলিযুগ এবং সত্যযুগের মধ্যে এ হলো কল্যাণকারী ধর্মীয় যুগ। এ হলো পুরুষোত্তম যুগ অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। এই যুগের মতন উত্তমযুগ আর কখনো হয় না। সত্যযুগ-ত্রৈলোক্য সঙ্গমযুগ উচ্চ কিছু নয়। সেখানে তো দুই কলা সুখ কম হয়ে যায়। এই সঙ্গম যুগের মহিমা রয়েছে। তোমরা জানো বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। এমন নয় যে সর্বব্যাপী। বাচ্চারা কত ভুল করে, কিন্তু ভুলও ড্রামা অনুসারে হতেই হবে। আমি এসে নির্ভুল বানিয়ে দিই। বাবা বলেন তোমরা আমায় উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবত বলা। আমি আবার তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উচ্চ বানিয়ে দিই, তবেই তো ভক্ত স্মরণ করে। কিন্তু সর্বব্যাপী বলে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তোমরা নিজেরাই এরকম কাণ্ডাল দুঃখী হয়ে গেছো। ভারত সুখধাম ছিল। এখন দুঃখধাম হয়েছে। এখন বাবা বলেন আমি তোমাদের নিজের থেকেও উচ্চ বানিয়ে দিই। আমি তো পরমধাম ব্রহ্মাণ্ডে থাকি, তোমরাও ওখানে থাকো। তারপর এখানে আসো ভূমিকা পালন করতে। তোমরা জানো ব্রাহ্মণ হলো উচ্চ থেকে উচ্চ কেশ-শিখা। তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ শিববাবার কি নিদর্শন রাখবে? তিনি হলেন একটি স্টার। যেমন আত্মা তেমনই পরমাত্মা। জ্বলজ্বল করে ব্রহ্মকুটির মধ্যভাগে আজব নক্ষত্র। আত্মার স্বরূপ হলোই স্টার। এ হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। এরমধ্যে সকল আত্মারা ব্রহ্মাণ্ডে, নিরাকারী বৃক্ষে থাকে, যাকে নির্বাণধাম বলা হয়ে থাকে। আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া সুইটহোম থেকে আসে। এখন হলো দুঃখধাম। কত পার্টিশন রয়েছে, সত্যযুগে কোন পার্টিশন ছিল না। ভারতই উচ্চ ভূখন্ড ছিল। বাবাকে সত্য বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন আমি সত্য ভূখণ্ড স্থাপন করতে এসে থাকি, সেইজন্য অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন করে পুরোনো দুনিয়াকে সমাপ্ত করে দিতে হবে, তাই না ! এখন দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়বে। কত চাপা পড়ে থাকবে ধুলোয়....। তারাও মনে করে যে আমরা যে বোমা তৈরি করছি, পরস্পরকে চোখ রাঙাচ্ছি তাহলে শেষে সমাপ্ত তো অবশ্যই হবে। কিন্তু জানা নেই কে প্রেরণা দেয় যে এইরকম জিনিস তৈরি করে থাকে। গীতাতেও রয়েছে যে পেট থেকে মুশল বেরিয়েছে। এ হলো সমস্ত বুদ্ধির কথা। বোমা আবিষ্কৃত হয় নিজের দেশকে বিনাশ করতে। যাদব, কৌরব, পাণ্ডব -- তিন সেনাবাহিনী রয়েছে, তাইনা ! যাদব-কৌরব যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায়। বাকি কৌরব- পাণ্ডবদের কোনো লড়াই হয় না। তোমাদের কারোর সঙ্গে যুদ্ধ নেই। তোমরা হলে যোগের দ্বারা বলপ্রাপ্তকারী রাজাশ্বশি। সন্ন্যাসী হলো হঠযোগ শ্বশি। উনি হলেন

শংকরাচার্য, ইনি হলেন শিবাচার্য। শ্রীকৃষ্ণকে আচার্য বলা যাবে না। তিনি এখন নলেজ গ্রহণ করছেন, পুনরায় সেই শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্য। এই রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা পতিত কাঁটার থেকে দৈবী ফুলে পরিণত হচ্ছে।

গানেও শুনেছো -- এসো, অজামিলের মতন পাপীদেরও উদ্ধার করো। গাওয়াও হয়ে থাকে পতিত-পাবন, তিনিই সদ্ধরু। যিনি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার-রাজা বানিয়ে দেন। এ'টাই হলো এইম অবজেক্ট। এ হলো পাঠশালা, তাই না! এখানে আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে যাই। এতে অন্ধশ্রদ্ধার কথা নেই। স্কুলে এইম অবজেক্ট থাকে, তাই না ! তোমরা বাবার কাছে এসেছো অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে। ওখানের উত্তরাধিকার এখানে নিতে হয়। ও'টা হলোই সুখধাম। এ হলো দুঃখধাম। গানে শুনেছো -তোমরা তো হলে সন্তান, তাই না! কেউ ২৫ বছরের, কেউ ২০ বছরের। বাবা বলেন -- একদিনের বাচ্চাও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। অসীম জগতের পিতা পুনরায় ভারতকে হীরের মতন বানাতে এসেছেন। সত্যযুগে কত হীরে-জহরতের মহল ছিল, সে আর জিজ্ঞাসা করো না। তারপর যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন থেকে পতিত রাজার বসে সোমনাথের মতন মন্দির নির্মাণ করেছে। রাজাদের কাছে মন্দির থাকে। আজকাল তো অনেক মন্দির নির্মাণ করতে থাকে। সবথেকে মুখ্য মন্দির কে বানিয়েছিল ? যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয় অবশ্যই তারাই বানিয়েছিল। তোমরাই পূজ্য তোমরাই হলে পূজারী -- এই মহিমা পরমপিতা পরম আত্মার নয়। ঔঁনার মহিমা তো সব থেকে আলাদা। প্রত্যেক মানুষের মহিমা আলাদা হয়ে থাকে। উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) মহিমা হলো বাবার, যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাও। তারপর দ্বাপর থেকে নিয়ে তোমরা লৌকিক পিতার সন্তান হয়ে যেমন যেমন কর্ম করো তেমনই জন্ম নিতে থাকো। ধন দান করলে এক জন্ম অল্প কালের জন্য সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। রাজারাও তো রোগী হয়, তাই না ! স্বর্গে তোমরা রোগী হবে না। তোমাদের গড়ে ১৫০ বছর আয়ু থাকে। কত হেলদি থাকো। রোগ, দুঃখ ইত্যাদি নামই থাকে না। শিববাবা বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন, একে হাতে করে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। পুরুষার্থ করা উচিত -- তা সে সূর্যবংশীয়ই হও, বা চন্দ্রবংশীয় হও অথবা বিংশালী প্রজা। এইম অবজেক্ট হলো -- শ্রীকৃষ্ণের মতন হওয়া। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-বাচ কখনো হয়নি। এ হলো ভগবানুবাচ। বোঝানো হয়ে থাকে -- এগুলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রাজস্ব অর্থাৎ স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য। শাস্ত্রে তো বড় কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাবার উপর সমর্পিত হলে তারপর বাবাও ২১ জন্মের জন্য সমর্পিত হয়ে যান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত উচ্চ থেকেও উচ্চ বানিয়ে দেন। ব্রহ্মান্দে বসবাসকারী, ব্রহ্মান্দের মালিকই হলেন, তাই না! তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, আমি বিশ্বের মালিক হই না। তোমাদেরকে বানানোর জন্য আসি।

তোমরা বলেও থাকো -- পতিত পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। তারপর সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে ? সদগতি দাতা, পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবাই। এইসময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতো, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে সকলকে যেতেই হবে। প্রত্যেকটি বস্তু প্রথমে সতোপ্রধান হয়, তারপর তমোপ্রধান হয়ে যায়। সত্যযুগেও দেবী-দেবতার সতোপ্রধান, তারপর ত্রেতায় সতো; রামরাজ্য; ঋত্বিয়, তারপর রজোতে বৈশ্য, তমোতে শূদ্র, বর্ণও তো রয়েছে, তাই না! বিরাটরূপে দেবতা, ঋত্বিয়, বৈশ্য, শূদ্র দেখানো হয়ে থাকে। বাবা আর ব্রাহ্মণকে গোপন করে দেয়। তোমরা ব্রাহ্মণের দেবতাদের থেকেও উচ্চ হও। কারণ তোমরা ভারতের উচ্চ সেবা করে থাকো। শ্রীমতানুসারে তোমাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবানের মং প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরাও শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও, শ্রী শ্রী শিববাবার মাধ্যমে। তারপর মায়ার প্রবেশ হয় তখন তোমরা আসুরীক হয়ে যাও। প্রতি কল্পে বাবা এসে তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। বাবা জ্ঞানের কলস তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের উপর রেখেছেন -- মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য। সন্ন্যাসীরা তো মাতাদের নরকের দ্বার মনে করে, নিন্দা করে তারপর এসে সেই মাতাদের কাছে ভিক্ষা চায়, তখন আবার ঋণ চেপে যায় সেইজন্য পুনর্জন্ম যদিও গৃহস্থীদের কাছে নেয় তারপর সন্ন্যাসগ্রহণ করে। পুনর্জন্ম না নিলে তাহলে এত অসংখ্য সন্ন্যাসী কোথা থেকে আসতো ?

ভারত পবিত্র ছিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই দেবতাদের সামনে মহিমা গাওয়া হয় -- আপনি সর্বগুণসম্পন্ন..... তারপর নিজেকে বলে -- আমি নিগুণী আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। ল্ল সর্বগুণ সম্পন্ন -- এ শিববাবার মহিমা নয়, এ হলো দেবতাদের মহিমা। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে রাম-সীতার সামনেও এই মহিমা করে। শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু বুঝতে কিছুই পারে না। সেইজন্য বাবা বলেন -- এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খোলে। দেবতাদের তৃতীয় নেত্র থাকে না। চিত্রে দেবতাদের দেখানো হয় কিন্তু বাস্তবে হলো তোমাদের। কিন্তু তৃতীয় নেত্র খোলে আবার বন্ধও

হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে শোনে, ধারণ করে, অন্যদের শোনায় তারপরেও পালিয়ে যায়। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা

মায়ার কাছে হেরে যায়। বাবা যুদ্ধ করান ৫ বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করানোর জন্য। এছাড়া আর যুদ্ধ তো হয় না। তোমরা এখন হলে ব্রহ্মা-বংশীয়, তারপর দেবতা হবে। এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো। এইসময় সৃষ্টির চক্র সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে রয়েছে। নাটক সম্পূর্ণ হয়। বাবা নিয়ে যেতে এসেছেন। মায়া সকলকে পতিত করে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন -- যোগ অগ্নির দ্বারা তোমরা বিকর্মাজিৎ হও, এতে পরিশ্রম রয়েছে। আর কিছু করতে হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা আমরা তোমার ছিলাম। তারপর তুমি আমাদের সত্যযুগে পাঠিয়েছিলে, সত্যযুগে পুনর্জন্ম নিতে থেকেছি। তারপর ত্রেতায় এসেছি তখনো পুনর্জন্ম ত্রেতাতেই নিতে থেকেছি। এঁনাকেও বাবা বলেন -- তুমি নিজের জন্মকে জানো না, আমি বলে দিচ্ছি। মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় ? ৮৪ লক্ষের কথা তো হতেই পারে না। কল্পের আয়ুই ৫ হাজার বছর। এইসমস্ত শাস্ত্রগুলি তোমাদের গভীর নিদ্রায় শুয়ে দিয়েছিল। এখন বাবা এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলেছেন। তোমরা জেগে উঠে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। তোমরা হলে ছোট বাচ্চা, কেউ ৩ মাসের, কেউ ৪ মাসের। তোমরা যখন ঈশ্বরের হয়ে যাও, তখন আবার তোমরা মৃত-সম হও, দুনিয়াও (তোমাদের কাছে) মরে যায়। যখন বাবার হয়ে যাও তখন দেহ-অভিমান ভেঙে যায়। বাবা বলেন -- শরীর-সহ থেকে, গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমল ফুলের মতন থাকতে হবে। সত্যযুগে তোমরা পবিত্র সম্বন্ধে ছিলে। এখন অপবিত্র গৃহস্থ ধর্মালম্বী হয়েছো। তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মান্বিতরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। ভক্তিও তোমরাই শুরু করো। পূজ্য থেকে পূজারী তোমরাই হও। প্রথমে তোমরা অব্যভিচারী ভক্তি করেছো, এখন ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে। তারপর তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবাকে আসতেও সঙ্গম যুগেই হয়। যুগে যুগে বললে, তাহলে চার যুগ বলা, তাই না ! তারপর ২৪ অবতার -- কুর্ম, মৎস্য অবতার কীভাবে হতে পারে? গড ইজ ওয়ান (ঈশ্বর অদ্বিতীয়), রচয়িতাও হলেন এক, আর ওঁনার রচনাও হলো এক। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্বরাজ্যের জন্য বাবার উপর বলি প্রদত্ত হতে হবে। এইম অবজেক্টকে সর্বদা সামনে রাখতে হবে। পুরুষার্থ করে সূর্যবংশীয় হতে হবে।

২) বাবার থেকে যে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তা সর্বদা যেন খোলা থাকে। মায়ার প্রবেশ না হয়ে যায় এর জন্য পুরোপুরি ধ্যান রাখতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্মাজিৎ হতে হবে।

বরদান:- সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা বাবাকে আপন করে একরস হয়ে থাকা নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ ভব নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার জন্য সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা বাবাকে আপন করে নাও। কোনো দৈহিক সম্বন্ধে বুদ্ধির আকর্ষণ যেন না থাকে। যদি কখনো আকর্ষণ হয় তাহলে বুদ্ধি এদিক ওদিক বিচরণ করতে থাকবে। বসবে বাবাকে স্মরণ করতে আর স্মরণ সে-ই আসবে যার প্রতি মোহ রয়েছে। কারোর মোহ অর্থের প্রতি থাকে, কারোর গহনায়, কারোর কোনো সম্বন্ধে.... যেখানেই থাকবে সেখানেই বুদ্ধি যাবে। যদি বার-বার বুদ্ধি যায় তাহলে একরস থাকতে পারবে না।

স্লোগান:- প্রকৃতিকে দাসী বানিয়ে নাও তাহলে উদাসীনতা (হতাশা) দূর হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মার লক্ষণ - সন্তুষ্টতা আর প্রসন্নতা"

আজ সর্ব প্রাপ্তি করানো বাপদাদা তাঁর চতুর্দিকের প্রাপ্তি সম্পন্ন বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সর্ব প্রাপ্তির দাতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ বাবার বাচ্চা তোমরা, তাই প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবা সর্ব প্রাপ্তির উত্তরাধিকার দিয়েছেন। এমন নয় যে - কাউকে ১০ টা দিয়েছেন আর কাউকে ২০টা দিয়েছেন। সকল বাচ্চাকে সর্ব প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছেন। সব বাচ্চারাই হলো ফুল (সম্পূর্ণ) সম্পদের অধিকারী। সুতরাং বাপদাদা দেখছেন যে, প্রতিটি অধিকারী বাচ্চা নিজের মধ্যে প্রাপ্তির অধিকার কতখানি প্রাপ্ত করেছে? বাবা সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছেন। বাবাকে সর্বশক্তিমান বা সম্পন্ন সাগর বলা হয়। কিন্তু বাচ্চারা সেই প্রাপ্তি গুলিকে কতদূর নিজের বানিয়েছে? বাবার দেওয়া উত্তরাধিকারকে যখন বাচ্চারা নিজের বানিয়ে নেয়, তো যত যত নিজের বানায়, ততই নেশা আর খুশী হতে থাকে যে - 'এসব হলো আমার সম্পদ। দিয়েছেন বাবা, কিন্তু নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজের বানিয়ে নিয়েছে। তাহলে কী দেখলেন? দেখলেন যে, নিজের বানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নস্বরক্রম হয়ে গেছে। এই নস্বর বাবা বানাননি, কিন্তু নিজেদের ধারণ করবার যার যেমন শক্তি সেই অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে নস্বরের সারিতে নিয়ে গেছে। যে আত্মারা সম্পূর্ণ অধিকার বা সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন, তারা সদা অমৃতবেলার থেকে রাত পর্যন্ত প্রাপ্তির নেশায় বা অনুভবে থাকে, তাদের চিহ্ন কী হবে? প্রাপ্তির চিহ্ন হলো সন্তুষ্টতা। সে সদা সন্তুষ্টমণি হয়ে অন্যদেরকেও সন্তুষ্টতার ঝলকের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিতে থাকে। তাদের চেহারা সদা প্রসন্নচিত্ত দেখাবে। প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ সর্ব প্রশ্ন চিত্তের (মনে সকল রকমের প্রশ্ন আসার থেকে) থেকে অনেক দূরে। কোনো রকমের প্রশ্ন থাকবে না, প্রসন্ন থাকবে। কেন, কি, কীভাবে - এ সব সমাপ্ত। তো এই রকম প্রসন্নচিত্ত হয়েছে? নাকি এখনও কখনো কখনো কোনো কোনো প্রশ্ন মনে ওঠে যে, এটা কী, এটা কেন হলো, এটা কীকরে হলো, কখন হলো? এই সব প্রশ্ন তোমার নিজের কিংবা অন্যদের মনে ওঠে? তোমরা প্রশ্নচিত্ত নাকি প্রসন্নচিত্ত? নাকি কখনো প্রশ্নচিত্ত কখনো প্রসন্নচিত্ত? কোনটা? এমনিতে তো গাওয়া হয়ে থাকে - অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। এ কাদের, কোন্ ব্রাহ্মণদের গায়ন? তোমাদের নাকি অন্যরা কেউ আসার আছে? তোমরাই তো! তো যখন কোনো কিছুই অপ্রাপ্ত হয়, অপ্রাপ্তি হলো অসন্তুষ্টতার কারণ। নিজের অনুভবকে দেখো - কখনো যদি মন অসন্তুষ্ট হয়, কী কারণে হয়? কোনো না কোনো অপ্রাপ্তির অনুভব করে থাকো বলেই অসন্তুষ্টতা এসে থাকে। গায়ন তো রয়েছে অপ্রাপ্ত নেই কোনো বস্তু। এটা এখনকার গায়ন নাকি বিনাশের সময়ের? বিনাশের সময় সম্পন্ন হয়ে যাবে নাকি এখন হতে হবে? যারা মনে করো যে, আমরা সদা প্রসন্নচিত্ত থাকি, কখনোই কোনো বিষয়েই, সেটা নিজেদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই হোক এমনকি অন্যদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও প্রশ্নই ওঠে না, সদা সন্তুষ্ট থাকে - এই রকম সন্তুষ্ট আত্মারা সংখ্যায় কত হবে? অনেক রয়েছে! আচ্ছা, যারা মনে করো যে, সদা প্রসন্ন থাকো, মায়া যতই নাড়াতে থাকুক, কিন্তু আমরা নড়ি না, মায়া নাড়ায়, মায়া নমস্কার করে, আমরা হলাম অঙ্গদ, মায়া হেরে যায়। কিন্তু আমরা বিজয়ী হই, এই রকম যারা রয়েছে, তারা হাত তোলো, সদা শব্দটিকে মনে রাখবে, কখনো কখনো হয় যাদের, তারা নয়। খুবই কম, কোটির মধ্যে কেউ রয়েছে! কোশ্চেন মার্ক তো ওঠে না? কোশ্চেন মার্ক ডিক্শনারী থেকে যেন বাদ হয়ে যায়। দোলাচলও যেন না হয়। কম্পিউটার যখন চালাও তাতে তো আসে, তাই তো? তোমাদের বুদ্ধি রূপী কম্পিউটারে সদা ফুলস্টপের মাত্রা যেন আসে। কোশ্চেন মার্ক, আশ্চর্যের মাত্রা সমাপ্ত। একে বলা হয় সদা প্রসন্নচিত্ত। এই রকম প্রসন্নচিত্ত অন্যদের কোশ্চেন মার্ককে সমাপ্ত করে দেয়। নাহলে তো নিজের মধ্যে যদি কোশ্চেন মার্ক থাকে, তবে যেটাই শুনবে, দেখবে, বলবে - হ্যাঁ, এটা তো হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হচ্ছে, আমিও বুঝতে পারি, হওয়া উচিত নয় - মিস্স হয়ে যাবে। তার প্রশ্নকে আরও বেশী করে আন্ডারলাইন করে দেবে। তাকে তো তুমি সাপোর্ট দিয়ে দিলে এই বলে যে - হ্যাঁ, এটা ঠিক নয়, কিন্তু হয়ে থাকে...। তো প্রসন্নচিত্ত তাকে করলে না, বরং আরোই প্রশ্নকে বাড়িয়ে দিলে। অ্যাডিশন হয়ে গেলো। এমনিতে একজনের প্রশ্ন ছিল, এখন দুইজনের হয়ে গেলো, দুই থেকে চার হয়ে যাবে। তো প্রসন্নচিত্ত ভাইব্রেশনের পরিবর্তে খুব দ্রুত প্রশ্নচিত্তের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে যাবে। তুমি বললে হ্যাঁ! এই রকম... অর্থাৎ তাকে সাপোর্ট করলে। আশ্চর্যের মাত্রা এসে গেলো না? হ্যাঁ! তো ফুলস্টপ তো হলো না, তাই না? নিজের প্রতিও - এটা আমার দ্বারা হওয়া উচিত হয়নি, এটা আমার পাওয়া উচিত, এটা অন্যদের থাকবে কেন, তো এই চাই - চাই প্রশ্নচিত্ত বানিয়ে দেয়, প্রসন্নচিত্ত নয়। তো তোমাদের সকলের লক্ষ্য কী? সন্তুষ্ট, প্রসন্নচিত্ত।

যার চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তার মন-বুদ্ধির ব্যর্থের গতি ফাস্ট হবে না। সদা নির্মল, নির্মান। নির্মান হওয়ার কারণে সকলকে নিজের প্রসন্নচিত্তের ছায়াতে শীতলতা দেবে। যতই অগ্নিশর্মা ব্যক্তি লোক, অত্যন্ত মাখা গরম লোকই হোক না কেন

প্রসন্নচিত্তের ভাইরেশনের ছায়াতে শীতল হয়ে যাবে। দুর্বলতা কেন আসে? এমনিতে ঠিকঠাক চলছে, তোমার নিজের হিসাবে একা ঠিক মতোই চলছে, কিন্তু যখন সম্বন্ধ সম্পর্কে আসছে, তখন অন্যদের দুর্বলতা গুলিকে দেখে শুনে, বর্ণনা করে তার প্রভাবে এসে যাচ্ছে। তারপর তখন বলতে থাকো যে, অমুকে এই রকম করলো বলেই না আমিও ওই রকম করে ফেললাম। সে (আগে) বললো, তখনই আমি বললাম। অমুকে ৫০ বার বললো, আমি একবারই বলেছি। তারপর বাবার কাছেও খুব মিষ্টি মিষ্টি করে বলতে থাকে - বাবা আপনিই বলুন তো আর কতো সহ্য করা যায়! এইরকম ছিল তো, ওই রকম ছিল তো, এই রকম ছিল যে... এই রকম ওই রকম এর মালা জপতে থাকে। বাপদাদা সব সময়ই ইশারা দিতে থাকেন যে, এই ধরনের কথা কে দুটি শব্দে বর্ণনা করো। লম্বা টানতে থেকো না। কারণ এইসব ব্যর্থ কথা অত্যন্ত টেকঝালমিষ্টির হয়ে থাকে। মজাদার লাগে। খাওয়ার সময়ও যেমন টক মিষ্টি জিনিস বেশি ভালো লাগে তাই না? আর ফিকা, সাদামাটা হলে বলবে এগুলো তো সব সময়ই খাচ্ছি। তো ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ চিন্তন শোনা, বলা আর করা - এতে চলতে চলতে ইন্টারেস্ট বেড়ে যায়। তখন ভাবে - আমি তো চাইনি কিন্তু অমুকে বললো বলেই না। তখন আমিও ভাবলাম এর কথা শুনেই নিই, এর মনটা হাঙ্কা হয়ে যাক। তার মন তো হাঙ্কা হয়ে গেলো আর তুমি তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে ফেললে। সে'সব একটু একটু করে মনের মধ্যে ভরতে ভরতে তারপর সেটাই সংস্কার হয়ে যায় আর যখন সংস্কার হয়ে যায়, তখন বুঝতেই পারা যায় না যে এটা রং। এই ব্যর্থ সংস্কার বুদ্ধির নির্ণয় করার শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। সেইজন্য সব থেকে সহজ সন্তুষ্ট থাকার বিধি হলো - সদা নিজের সামনে কোনো না কোনো বিশেষ প্রাপ্তিকে রাখো, কারণ প্রাপ্তির কথা ভুলতে পারা যায় না। জ্ঞানের পয়েন্টস্ ভুলে যাওয়া সম্ভব কিন্তু কোনো প্রাপ্তি হলে সেটা মনে থাকে। বাবার থেকে কি কি পেয়েছি, কতখানি পেয়েছি - ভ্যারাইটি ভালো লাগে তো না? এক রকমের জিনিস ভালো লাগে না। তো নিজের প্রাপ্তি গুলিকে নিজে দেখো - জ্ঞানের খাজানার প্রাপ্তি কতখানি, যোগের থেকে প্রাপ্তি কতখানি, দিব্য গুণের প্রাপ্তি কতখানি, প্র্যাকটিক্যাল নেশাতে, খুশীতে থাকার প্রাপ্তি কতখানি? অনেক বড় লিস্ট তাই না? আগেও বলেছিলাম যে, কখনো একটি, কখনো অন্য আরেকটি গুণের প্রাপ্তিকে সামনে রেখে সন্তুষ্ট থাকো। কারণ একটি গুণকেও যদি গ্রহণ করো, তবে বিকার গুলির নিজেদের মধ্যে যেমন গভীর সম্বন্ধ রয়েছে, বহিরাঙ্গিক রূপে যদি ক্রোধের প্রকাশ ঘটে, তখন যদি অভ্যন্তরীণ দিক থেকে চেক করে দেখো, তবে দেখতে পাবে ক্রোধের সাথে লোভ, অহংকার মিশে থাকবেই থাকবে। এগুলি সব হলো নিজেদের মধ্যে সাথী। কোনোটা ইমার্জ রূপে থাকে, কোনোটা মার্জ রূপে থাকে। অন্যদিকে গুণের ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। ইমার্জ একটি গুণকে রাখো, কিন্তু অন্য গুণও তার সাথেই মার্জ রূপে থাকে। সুতরাং রোজ কোনো না কোনো প্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব অবশ্যই করো। প্রাপ্তি যদি ইমার্জ রূপে থাকে তবে প্রাপ্তির সামনে অপ্রাপ্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সদা সন্তুষ্ট থাকবে। এমনিতেও দেখো, দুনিয়াতেও সকলে প্রধানতঃ কি প্রাপ্ত করতে চায়?

প্রত্যেকে চায় যে, নিজের নাম হোক, দ্বিতীয়তঃ মান হোক, তৃতীয়তঃ মর্যাদা (শান) পেতে চায়। নাম - মান - মর্যাদা - এ'সব প্রাপ্ত করতে চায়। তোমরাও কী চাও? তোমরাও তো এইসবই চাও তাই না? জাগতিক নয়, অসীম জগতের। জগতের মানুষ তো জাগতিক নামের পিছনে ছোট্ট আর তোমাদের নাম বিশ্বে যতখানি উচ্চ হয়, ততখানি আর কার হয়? তো তোমরা তোমাদের নিজেদের নামকে দেখো। নামের সবথেকে বড় বিশেষত্ব এটাই দেখো যে, তোমাদের নাম কে জপ করে? স্বয়ং ভগবান তোমাদের নাম জপ করেন! তাহলে এর চেয়ে বড় নাম আর কী হবে! তোমাদের নামের দ্বারা এখনও এই লাস্ট জন্মেও অনেক আত্মারা নিজেদের শরীর নির্বাহ করে চলেছে। তোমরা তো ব্রাহ্মণ না? তো ব্রাহ্মণদের নামে আজও নামধারী ব্রাহ্মণ কতো রোজগার করছে! এখনও পর্যন্ত নামধারী ব্রাহ্মণদেরকে কতো উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়। তাহলে তোমাদের নামের তবে কতো মহিমা! তোমাদের এত শ্রেষ্ঠ নাম হয়ে গেছে, তাই সীমিত নামের পিছনে যেও না। আমার নাম তো কখনো কেউ নেয়ই না, আমার নাম সব সময় পিছনেই থাকে, সেবা করছি আমি আর নাম হয়ে যাচ্ছে অন্যদের... তাই সীমিত নামের পিছনে যেও না। বাবার হৃদয়ে তোমার নাম সর্বদাই শ্রেষ্ঠ হিসেবে রয়েছে। বাবার হৃদয়ে যখন নাম হয়ে গেছে, তাহলে কোনও সেবাতে বা কোনো প্রোগ্রামে অথবা যে কোনো বিষয়ে যদি তোমার নাম নাও আসে, তাতে কি এসে গেল, বাবার কাছে তো আছে না! ভক্তি মার্গে যেমন হনুমানের চিত্রে দেখায় না যে, তার হৃদয়ে কে রয়েছে? রাম ছিল! আর বাবার হৃদয়ে কি রয়েছে? (বাচ্চারা) তো বাচ্চাদের মধ্যে তোমরা রয়েছে না কি নও? তো সকলের নাম রয়েছে। তাহলে আর নামের পিছনে কেন পড়ো? কেননা মেজরিটির কাছে এই নাম - মান - মর্যাদা পতনও ঘটায় আবার এই নাম - মান - মর্যাদা নেশাকেও উদ্ধর্মুখী করে তোলে। সুতরাং প্রাপ্তির রূপে দেখো! মনে করো কোনো কারণে তোমার নাম গুপ্ত রয়েছে আর তুমি ভাবছো যে, আমার নাম হওয়া উচিত। হ্যাঁ সেটা ঠিক যে হওয়া উচিত। তবুও যদি কোনো আত্মার সাথে হিসাব নিকাশের কারণে অথবা তার সংস্কারের কারণে তোমার নাম যদি না হয়, তুমি ঠিক আর সে রং, অথচ তারই নাম হচ্ছে, তোমার হচ্ছে না, তবে বিজয়মালাতে তোমার নাম নিশ্চিত রয়েছে। সেইজন্য এরও পরোয়া ক'রো না। এই রূপ ধরে মায়া বেশী করে আসে। সেইজন্য এখন যদি ভুলবশতঃ নাম মিসও হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু বিজয় মালাতে তোমার নাম মিস হতে পারে না। আগে তোমাদের নাম হবে। তো তোমাদের নামের মহিমা মনে রেখো যে, আমার নাম বাবার হৃদয়ে রয়েছে, বিজয় মালাতে রয়েছে, অন্তিম সময় পর্যন্ত আমার নাম সেবা করছে।

আর তোমরা মান কতখানি পেয়ে থাকো? ভগবানও তোমাদেরকে নিজের থেকেও আগে রাখেন। আগে বাচ্চারা। তো স্বয়ং বাবাই তোমাদেরকে মান দিয়েছেন। কতখানি মান তোমাদের, তার প্রফ দেখো যে, তোমাদের জড় চিত্রেরও লাস্ট জন্ম পর্যন্ত কতখানি মান রয়েছে! জানুক কিম্বা না জানুক, কিন্তু যে কোনো দেবী-দেবতার চিত্রকে দেখো তারা কতো সম্মানের সাথে দেখে। সবথেকে শ্রেষ্ঠ মান এখনও পর্যন্ত তোমাদের চিত্রেরও রয়েছে। এটাই হলো প্রফ। যখন তোমাদের চিত্রই এত মাননীয়, পূজনীয়, তো যাকে এত মান দেওয়া হয়, তাকে পূজনীয় বলে মানা হয়। সব সময় বলে না যে - ইনি হলেন আমাদের পূজনীয়, পূজ্য ইনি। তো প্র্যাকটিক্যাল প্রফ হলো যে, তোমাদের চিত্রেরও মান রয়েছে, তো চৈতন্যতেও রয়েছে, তবুও চিত্রের মান রয়েছে। চৈতন্যতে যদি মান না থাকে, তবে চিত্র কীকরে পেতো? বাবা তো সব সময় বলেন যে - আগে বাচ্চারা। বাচ্চারা ডবল ভাবে পূজিত হয়ে থাকে, বাবার হলো সিঙ্গল। তো তোমাদের মান বাবার থেকে বেশীই হলো তাই না! এতখানি শ্রেষ্ঠ মান প্রাপ্ত হয়েছে! তো যখনই কোনো সীমিত জাগতিক মান এর কথা আসে, তো ভাববে যে, আমাদের মান নিয়ে কি হবে? যখন পরম আত্মার মান প্রাপ্ত হয়ে গেছে। এমন ভেবো না যে, আমি তো এত কিছু করি, তবুও মান দেয় না, খোঁজই নেয় না! এ'সব ভাবনা হলো ব্যর্থ। কারণ তোমরা যত বেশী সীমিত জাগতিক মান এর পিছনে ছুটতে থাকবে, তো এই সীমিত জগতের যে কোনো জিনিস হলো ছায়ার মতো। ছায়াকে যদি ধরতে যাও কখনো সেই ছায়াকে ধরতে পারা যায়, কখনো সেটা দূরে সরে যায়। সেই রকমই এই সীমিত জাগতিক মান, সীমিত নাম - এ'সব হলো ছায়ার মতো। এই মায়ার রোদ্রে এই নাম, মানকে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে সেগুলির কোনোই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তোমরা নামও পেয়ে গেছো, মানও পেয়ে গেছো আর কতো কতো সম্মান বা মর্যাদা তোমাদের ! নিজের এক একটি সম্মানকে (শানকে) স্মরণ করো। আর এই সম্মানের আসনে কে বসিয়েছেন? বাবা বসিয়েছেন। বাবার হৃদয়ের সিংহাসনে আসীন তোমরা। সবথেকে বড়'র থেকেও বড় সম্মান তো হলো রাজ্য পদ, তাই না? তো তোমরা সিংহাসন আর মুকুট পেয়ে গেছো না? পরম আত্মার সিংহাসনে আসীন যে, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে?

কখনো কখনো নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা ছোট ভুল তোমরা করে ফেলো। যেটা রিয়্যাল সম্মান বা মর্যাদা, রুহানী শান, সেটা কখনোই অহমিকার ফিলিং আনতে দেয় না। কিন্তু কখনো কখনো তোমরা কী করে থাকো? অহমিকার জন্ম নিচ্ছে কিন্তু মনে করছে এই শান তো অবশ্যই রাখা উচিত। এইটুকু শান তো রাখাই উচিত না? শান এ থাকা ভালো, শান নাকি অহমিকা সেটা, সেটাকে খুব ভালো করে চেক করো। কখনো কখনো অহমিকাকে তোমরা শান মনে করে নাও আর তারপর নির্মান হতে পারো না। তোমরা তোমাদের শানকে রিয়্যাল ভেবে নাও, কিন্তু অন্যরা মনে করে যে এটা হলো অহংকার। তখন এতটুকুও কেউ যদি কিছু বলে দিলো, সেটা তখন অপমানের মতো লাগে। অহমিকা যার রয়েছে, তাদের অপমান খুব তাড়াতাড়ি ফিল হবে। মজার ছলেও যদি কেউ কিছু বলে দিলো, তো অপমান মনে হবে। এটাই হলো অহমিকার লক্ষণ। তখন ভাববে - না, আমি তো এইরকম নই, এইভাবে কী বলা উচিত! সুতরাং নির্ণয় ঠিক মতো করো। সেই সময় নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা নতুন দুর্বলতা তৈরী করে ফেলে থাকো তোমরা। যথার্থ পরিবর্তে মিস হয়ে যায় আর তোমরা সেটাকে যথার্থ মনে করে নাও। তো সাধারণভাবে দেখে তো বেশ ভালোই মনে হয়। কিন্তু কথাবার্তা, ওঠা-বসা দেখে বুঝতে পারা যায় যে এটা অহংকার। সেটাও যদি কেউ বলে ফেলে তখন অপমানের ফিলিং এসে যাবে। তো স্বমান আর অভিমান (অহমিকা) এর মধ্যে পার্থক্যকেও চেক করো। স্বমান হলো কতো বড়, সম্মান কতো বড়, সেই অসীম জাগতিক নাম, মান আর সম্মানকে সদা ইমার্জ রাখো। মার্জ নয়, ইমার্জ করো। স্মরণ করার ক্ষেত্রে যেমন কখনো কখনো অমনোযোগিতা এসে যায়, তখন তোমরা বলে থাকো যে, আমি তো বাবারই, স্মরণ আর কী করবো...। কিন্তু ইমার্জ সংকল্পের দ্বারা প্রাপ্তির অনুভব হয়ে থাকে। সেই রকমই ধারণাতেও অ্যালাট থাকো, অমনোযোগী হয়ো না। কেননা সময় সমীপে আসছে আর সময় যে সমীপে আসছে তার কী সূচনা দিচ্ছে? সমান হও, সম্পন্ন হও। তো সময়ের চ্যালেঞ্জকে দেখো আর সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হও। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সদা সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মারা, সদা সন্তুষ্ট, সদা প্রসন্নচিত্ত থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ নাম, মান, মর্যাদার অধিকারী অনুভবকারী সমীপ আত্মারা, সদা সকলকে সন্তুষ্টতার ভাইবোনের লাইট - মাইট প্রদানকারী প্রসন্নচিত্ত আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে ভরপুর অনুভব করে সদা সেফ থাকতে পেরে স্মৃতি তথা সমর্থী স্বরূপ ভব বাপদাদার দ্বারা সঙ্গমযুগে যে যে খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে, তার দ্বারা নিজেকে সদা ভরপুর রাখো, যত ভরপুর

ততই হেলদোল রহিত। ভরপুর জিনিসের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো জিনিস প্রবেশ করতে পারে না। এই রকম বলতে পারবে না যে, সহ্য শক্তি বা শান্তির শক্তি নেই, একটু আধটু ক্ষোধ বা আবেশ এসে যায়। কোনো শত্রু জোর করে তখনই চলে আসে যখন অমনোযোগ রয়েছে অথবা ডবল লক নেই। স্মরণ আর সেবার ডবল লক লাগিয়ে দাও, স্মৃতি স্বরূপ থাকো, তবে সমর্থ হয়ে সর্বদাই সেফ থাকবে।

স্লোগান:- বিশ্বের নব নির্মাণ করবার জন্য নিজের স্থিতি নির্মাণচিত্ত বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান রঞ্জের লেন-দেন করে তোমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারাই একে-অপরকে পালনা করতে হবে, নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা রাখতে হবে”

*প্রশ্নঃ - অসুখ অথবা কর্মভোগ ভোগ করার সময় কিসের আধারে অপার খুশী থাকতে পারে ?

*উত্তরঃ - বিচার সাগর মন্ডন করার অভ্যাস করো। যেকোনও কর্মভোগ অথবা অসুখ-বিসুখ হলে নিজের সাথে কথা বলো - এখন আমি ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি, এটা হলো পুরানো জুতো। এই পুরানো হিসেবপত্রকে পরিশোধ করতে হবে। পুনরায় আমরা ২১ জন্মের জন্য সকল অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। যখন কোনও অসুখ সেরে যায় তখন অনেক আনন্দ হতে থাকে তাই না।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । এটা হলো মাতাদের মহিমা, বন্দেমাতরম্। হে মাতা, তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে সকলের পালনা করছো। শিববাবার ভান্ডার থেকে তোমাদের জ্ঞান রঞ্জের খাজানা প্রাপ্ত হয় অথবা জ্ঞান অমৃতের কলস থেকে তোমাদের পালনা হয়। বাস্তবে মহিমা হয় শিববাবার, তিনি হলেন করনকরাবনহার। মাতা হলেন জগদম্বা। অবশ্যই অন্যান্য মাতারাও থাকবেন, এই মহিমা হল সকল মাতাদের। মাতারা খুব-খুব ভালো পালনা দিতে পারেন। শিববাবার যজ্ঞে যারা থাকে তাদের স্থলরূপেও পালনা হয়ে থাকে আর অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা তো সকলেরই পালনা হয়। পালনা দেওয়ার জন্য মেজরিটী মাতারা আছেন। এমনও অনেক ভাই আছে যারা বোনের পালনা দেন। এমন নয়, কেবল বোনেরাই ভাইদের পালনা করেন। দুইজনেই জ্ঞান রঞ্জের লেন-দেনের দ্বারা একে-অপরকে পালনা করে - ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের পালনা করে। বাচ্চাদেরকে খুব ভালবাসার সাথে থাকতে হবে। এই দুনিয়াতে তো একে -অপরকে বিকারই দিতে থাকে এইজন্য একে-অপরের শত্রু হয়ে গেছে। এখানে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের খাজানা দেন। সেখানে তো যেন পাথর দিয়ে মারে কেননা তারা হলই পাথরবুদ্ধি সম্পন্ন। এমন নয় যে সত্যি সত্যিই পাথর মারে, এটা তো বোঝানোর জন্য বললাম। তোমরা হলে ভাই-বোন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমাদের নামও হল অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাকুমার আছে তো কুমারও অবশ্যই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরাও থাকবে। বোর্ড পড়ে ঘাবরে যাবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীই হবে। এসব কথা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে।

গানে মাতাদের মহিমা করা হয়েছে। জগদম্বা সরস্বতী বললেও অবশ্যই সন্তান-সন্ততিরীও থাকবে। অবশ্যই পরিবার থাকবে। এটাও হল বোঝার বিষয় তাই না। বুঝতেও পারে - প্রজাপিতা লেখা আছে তাই না। ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ইনি হলেন সাকারী সৃষ্টির পিতা। গাওয়া হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়েছে। আদি সনাতন ধর্মের আত্মারা সবার আগে ব্রাহ্মণ হয়। বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা রং (ভুল) হয়ে যায়। সেটা তো হল সত্যযুগের ধর্ম। ব্রাহ্মণদের এই আদি সনাতন ধর্ম যেটা ছিল সেটা এখন প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন। তো এই সঙ্গম যুগ হয়ে গেলো দেবী-দেবতা ধর্মের থেকেও উচ্চ। প্রথমে এটা হল ব্রাহ্মণ ধর্ম, যাকে চোটি (টিকি) বলা হয়। একে বলা হবে সঙ্গমযুগী আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম। বোঝার জন্য কতোইনা সুন্দর রহস্যময় কথা। বাবা বুঝিয়েছেন যে যখন কেউ আসে তখন প্রথমে তাকে বাবার পরিচয় দাও। এটাই হল মুখ্য। ব্রাহ্মণদের তো রাজধানী হয় না। লেখা যায় সত্যযুগী ডিটি ওয়ার্ল্ড সান্তরেন্টি (সত্যযুগের সার্বভৌমত্ব দেব রাজ্য) তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম সিদ্ধ অধিকার। দেবী-দেবতা ধর্ম তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাদের এই রাজধানী কখন এবং কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে - এটাও বোঝাতে হবে এইজন্য ত্রিমূর্তির চিত্র সামনে অবশ্যই রাখতে হবে। এতে লেখা আছে - স্বর্গের রাজত্ব হল তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কিসের দ্বারা? এটাও লিখতে হবে। একটা বোর্ড বানিয়ে তাতে লিখে প্রত্যেকের বাড়িতে লাগাতে হবে। যেরকম গভর্নমেন্টের অফিসারদের বোর্ড থাকে তাই না। কারো কাছে ব্যাজও থাকে। সকলেরই নিজস্ব চিহ্ন আছে। তোমাদেরও চিহ্ন রাখতে হবে। বাবা ডাইরেকশন দেন, ধারণ করা - বাচ্চাদের কাজ, তাই না। বিহঙ্গ মার্গে সার্ভিস করতে হবে। এটা খুবই মুখ্য জিনিস। ডাক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সকলের ঘরে বোর্ড লাগানো থাকে তাই না। তোমাদেরকেও বোর্ড লাগাতে হবে - এসে বুঝে যাও যে শিববাবার থেকে ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের বাদশাহী কিভাবে প্রাপ্ত হয়? বাবা ডাইরেকশন দেন যে মানুষ দেখে অবাক হয়ে যাবে। বোঝার জন্য ভিতরে আসবে। ক্ল্যাটের বাইরেও বোর্ড লাগাতে পারো। যার যা ধান্দা, সেই বোর্ড লাগাতে হবে। একে-অপরের থেকে শিখতে হবে। কিন্তু

বাচ্চাদের উপর মায়ার আক্রমণ অনেক হয়, নিশ্চয় থাকে না যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। ৮৪ জন্মের পাট সম্পূর্ণ হয়েছে, পুনরায় নতুন দুনিয়া, স্বর্গে এসে উত্তরাধিকার নেবো। এটা স্মরণে থাকে না। বাবা বলছেন যে কর্ম করো, কিন্তু যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলো যে এটা হল সকলের অন্তিম জন্ম। এই মৃত্যুলোকে আর পুনর্জন্ম নিতে হবে না। তোমরাও জানো যে মৃত্যুলোক এবার সমাপ্ত হবে। প্রথমে নির্বাণধামে যেতে হবে। এইরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, একেই বিচার সাগর মন্বন বলা হয়। বাবা বলছেন তোমরা হলে কর্মযোগী। তোমাদের কি কচ্ছপের মতোও বুদ্ধি নেই! তারাও শরীর নির্বাহের জন্য ঘাস খেয়ে পুনরায় কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসে থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরকে তো বাবার স্মরণে থাকতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করতে হবে। বীজের মধ্যেই বৃক্ষের সমস্ত জ্ঞান আছে - এর উৎপত্তি এবং পালন কিভাবে হয়, ড্রামাতে ৮৪ র চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? ৮৪র চক্রের জন্য এই (চক্রের) চিত্র বানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে আত্মা ৮৪ লক্ষ যোনীতে যায়। কিন্তু তোমাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা কেবল ৮৪ টা জন্ম গ্রহণ করো। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয় তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। তোমরা ৮৪ জন্মকে জানো। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন বলা হয়, এতে ৮৪ জন্ম এসে যায়। ত্রিমূর্তির বোর্ড বানিয়ে লিখতে হবে যে - এটা হল ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধি অধিকার, নিতে চাইলে নাও। নাও অর নেভার (Now or Never, এখন নয় তো কখনই নয়)। এই অদূর ভবিষ্যতের মহাভারত যুদ্ধের পূর্বে পুরুষার্থ করতে হবে।

রাম (শিববাবা) কি দিচ্ছেন আর রাবণ কি দিয়েছে? - এটা তোমরা জেনে গেছো। অর্ধেক কল্প হল রামরাজ্য, অর্ধেক কল্প হল রাবণ রাজ্য। এমন নয় যে পরমাত্মাই দুঃখ দেন। দুঃখ তো দেয় ৫ বিকার যুক্ত রাবণ, যে পতিত বানিয়ে দেয়। বাচ্চাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জ্ঞান প্রতিদিন প্রাপ্ত হয় তাই খুশীতে থাকতে হবে, তাই না। তোমরা জানো যে শিববাবা প্রতিদিন পড়াচ্ছেন। এমন নয় যে সাকারকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা আমাদেরকে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। শিববাবা আসেনই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর কাউকে বলা যাবে না। ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। গাওয়া হয়ে থাকে সেকেণ্ডে মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার অথবা রাজ্য ভাগ্য নাও। বাচ্চারা বলে যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি হলেনই স্বর্গের রচয়িতা, অবশ্যই আমাদেরকেও স্বর্গের রাজত্ব দেবেন। বাবা কতোই না ওয়ান্ডারফুল! জনক এক সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি পেয়েছিলেন - এটাও গাওয়া হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে এখন আমরা শিববাবার হয়েছি। শিববাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। যেরকম বাচ্চারা ধর্মের ক্রোড় নেয় (অর্থাৎ ধর্মপুত্র হয়) তখন তারা জানে যে প্রথমে আমরা অমুকের বাচ্চা ছিলাম, এখন অমুকের হয়েছি, প্রথম বাবা মা-র থেকে হৃদয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে আর নতুনের সাথে যুক্ত হবে। আমরা এখানেও এইরকম বলবো যে আমরা হলাম শিববাবার অ্যাডপ্টেড বাচ্চা পুনরায় সেই লৌকিক বাবাকে স্মরণ করার কি দরকার আছে? মোস্ট বিলাভড বাবা এত বড় সম্পত্তি দিচ্ছেন। বাবাও পরিশ্রম করে বাচ্চাদেরকে যোগ্য বানাচ্ছেন তাই না! এইরকম বাবাকে তোমরা বারংবার ভুলে যাও। অন্যান্য সবাই তো তোমাদেরকে দুঃখ দেয় তথাপি তাদেরকেই স্মরণ করতে থাকো আর আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে ভুলে যাও? যদিও থাকো নিজের বাড়িতে কিন্তু বাবাকে স্মরণ করো। এতে পরিশ্রম চাই। কেবল আমার হয়ে থাকো। নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো। এইসব তো কবরস্থান হয়ে গেছে তোমরা আমার হয়েছেো মানে বিশ্বের মালিক হয়েছেো। তোমরা জানো যে এখন আমরা বাবার হয়েছি পুনরায় ভবিষ্যতে আমরা স্বর্গের মালিক হবো। খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত।

এটাও জানো যে এটা হলো পুরানো শরীর। কর্মভোগ ভুগতেই হবে। মাম্মা-বাবাও খুশী মনে কর্মভোগ স্বীকার করেছেন। তারপর ভবিষ্যতে ২১ জন্মের সুখ কতোই না শ্রেষ্ঠ। এটা তো হল পুরানো জুতো। কর্মভোগ চলতে থাকবে। তারপর ২১ জন্মের জন্য এর থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কোনও অসুখ ভালো হয়ে গেলে খুশী হয়, তাই না। কোনও ঝগাট এসে যখন চলে যায় তখন খুশী হয়, তাই না। তোমরাও জানো যে এখন জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঝগাট ঝামেলা চলে যাবে। এখন আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। এটাই হল বিচার সাগর মন্বন করে পয়েন্টস্ বের করা। বাবা তো রায় বলে দেন যে এইরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলো। আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে। সাক্ষাৎকারও করে থাকো। এইসময় প্রত্যক্ষ আর পরক্ষ ভাবে সাক্ষাৎকার করছে। যেরকম মাম্মার কোনও সাক্ষাৎকার হয়নি, বাবার তো হয়েছে। বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার হয়েছে। এনার ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকার অ্যাক্যুরেট হয়েছে। কিন্তু প্রথমে এটা বুঝতে পারিনি যে আমিই এই বিষ্ণু হবো। পরে বুঝতে পেরেছি যে আমি এই বিকারী গৃহস্থ ধর্ম থেকে নির্বিকারী গৃহস্থ ধর্মে যাচ্ছি, তত্বম্। তোমরাও বাবার পড়ার দ্বারা এইরকম হচ্ছেো। রেস করতে হবে। এছাড়া গানে তো মাম্মার মহিমা করা হয়েছে। তোমরা তো জেনে গেছো যে জগত অশ্বা কাকে বলা হয়েছে, বাস্তবে মাতা-পিতা কে?

মাতা-পিতা বললে জগদম্মা স্মরণে আসবে না। তিনি তো হলেন নিরাকার। এটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পিতা তো গড ফাদার, ঠিক আছে, তিনি হলেন নিরাকার। মাতা তো নিরাকার হতে পারে না। ফাদার হলেন নিরাকার, তিনি অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রদান করবেন তাই তাঁকে এখানে আসতে হবে তাই না, যিনি এসে নিজের পরিচয় দেবেন। তো অবশ্যই তাঁর একজন মাতা চাই। তো এই ব্রহ্মা হলেন বড় মাতা। দাদা হলেন নিরাকার। কতোইনা ওয়ান্ডারফুল নলেজ। কিন্তু ইনি হলেন মেল কেননা মুখবংশাবলী তাই না। এটা হল বড়ই ওয়ান্ডারফুল নলেজ। বাবা বলছেন যে তোমাদেরকে কতোই না গুহ্য রহস্য বোঝাচ্ছি। কারো বুদ্ধিতে বসবে না যে মাতা-পিতা কে? তারা মনে করে - শ্রীকৃষ্ণ। কেবল পার্থক্য এটাই করেছে। একেই বলা হয় - একটা ভুল। কাউকে তো নিমিত্ত হতে হয়, তাই না। কি ভুল হয়েছিল, যার কারণে ভারত এত দুঃখী হয়ে গেছে? এখন তোমরা জেনে গেছো - কে ভুলিয়ে দিয়েছে? কারণ কি ছিল, যে কারণে তোমরা ভুলে গেলে? অবশ্যই মায়া রাবণ বিমুখ করে দিয়েছে। যেরকম বাবা হলেন করণকরাবনহার, সেইরকম মায়াও হল করণকরাবনহার দুঃখদাতা। সে (রাবণ) হল করণকরাবনহার দুঃখদাতা আর সে (শিববাবা) হলেন করণকরাবনহার সুখদাতা। মায়া বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। এখন বাবা নিজে বলছেন যে - হে আত্মারা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। তোমরা হলে আমার বাচ্চা, তোমাদেরকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্রহ্মার দ্বারা অসীম জগতের মৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। গুরু ব্রহ্মা বলে থাকে, তাই না। এটা তো হল ভক্তিমার্গের মহিমা। গুরু ব্রহ্মা সুপ্রসিদ্ধ। তারা আবার বলে দেয় যে ঈশ্বর হল সর্বব্যাপী। আগে আমরাও বুঝতাম যে তারা ঠিক বলছে। এখন বুঝে গেছো যে মায়া তাদের মুখ দিয়ে এইরকম বলাচ্ছে। মায়া ভুল করায় - নীচে নামানোর জন্য আর বাবা নির্ভুল বানাচ্ছেন উপরে ওঠানোর জন্য। বাবা খুব ভালো ভাগ্য বানিয়েদেন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করে কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে গুটিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসার অভ্যাস করতে হবে।

২) বিচার সাগর মন্ডন করে খুশীতে থাকতে হবে আর খুশী মনে পুরানো কর্মভোগ স্বীকার করতে হবে। নিজের সাথে কথা বলতে হবে যে আমি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি।

বরদানঃ:- রিগার্ড (সম্মান) চাওয়ার পরিবর্তে সদা উচ্চ স্থিতিতে থেকে সকলের পূজনীয় ভব কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে যে আমি তো উল্লতির দিকে এগিয়ে চলেছি কিন্তু অন্যরা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য (রিগার্ড) সম্মান দেয় না। কিন্তু রিগার্ড চাওয়ার পরিবর্তে নিজের রিগার্ড (সম্মান) নিজেই রাখো তাহলে অন্যরা স্বতঃতই রিগার্ড দেবে। নিজেকে রিগার্ড দেওয়া অর্থাৎ নিজেকে সদা মহান শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করা। যেমন, মূর্তি যখন আসনে থাকে তখন তাকে পূজা করা হয়। সেইরকম তোমরাও সদা নিজের উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকো তাহলে পূজনীয় হয়ে যাবে। সবাই নিজে থেকেই রিগার্ড দেবে।

স্নোগানঃ:- মায়াকে তিরস্কার যে করে, সে-ই সকলের সংকারী (রিগার্ড দেয়) হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শুধুমাত্র দুটো শব্দ স্মরণ করো - আমরা হলাম সদ্ধরুর পৌত্র যারা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি"

*প্রশ্নঃ - আরোহণে চাখবে বৈকুণ্ঠ (স্বর্গ) রস.... এই গায়ন বাচ্চারা তোমাদের জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কারো জন্য নয় কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমাদের সামনে অত্যন্ত উচ্চ গন্তব্য (লক্ষ্য) রয়েছে। তোমরা বাবার কাছে পরমধাম ঘরে চলে যাও, তারপর নতুন দুনিয়াতে আসো। অন্য কারো জন্যই এই গায়ন হতে পারে না। যদিও তাদের মধ্যে (ভক্তি মার্গে) কাঁচা বা পাক্কানুসারে হয় তথাপি ওদের সামনে কোনো গন্তব্য নেই। ওরা বৈকুণ্ঠ রস সম্পর্কে জানেই না। তোমরা বাচ্চারা বলা এখন আমাদের ঐ পথে চলতে হবে যেখানে পড়ে যাওয়াও আছে আবার নিজেকে সামলে নেওয়াও আছে।

*গীতঃ- আমাদের সেই পথে চলতে হবে....

ওম্ শান্তি । যখন গান বাজে তখন বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের জন্য এই গানের ভিতরেও জ্ঞান আছে। অজ্ঞানী মানুষ এ বিষয়ে অজ্ঞাত। জ্ঞানী আমাদের জন্যই জ্ঞান। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে অবশ্যই মায়ার তুফান এসে ফেলে দেয় (পতিত করে তোলে) তারপর ভগবান পিতা এসে তোমাদের ওঠান অর্থাৎ পতিতদের জ্ঞানের সঞ্জীবনী ভেষজ দিয়ে থাকেন। কেউ কাম বিকারের তুফানে এসে পড়ে যায়, তারপর ক্রোধের তুফান এলেও তখন পড়ে যায়। এখানে পতন আর আরোহণ চলতেই থাকে। আরোহণ চাখতে পারবে বৈকুণ্ঠ রস.... এখন এই গান তোমরা ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। যদিও ওদের মধ্যেও কাঁচা (পরিপক্ক নয়) সন্ন্যাসী আছে কিন্তু ওদের কোনো লক্ষ্য নেই। তোমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চ। ওরা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে বিদ্বান হয়। এছাড়া রাজস্ব ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য কোনো লক্ষ্য নেই, এখানে মঞ্জিল অনেক উঁচু। বাচ্চারা জানে অসীম জগতের পিতা এসে পড়াচ্ছেন। মাম্মাও পড়াতেন এরপর বাচ্চারাও পড়াচ্ছে। তোমরা হলে দাদার পৌত্র। অমৃতসরে দাদার পৌত্ররা একসাথে হলে তাদের দেখিয়ে বলা হয় এ হলো সপ্তম প্রজন্মের (জেনারেশন), এ দ্বিতীয় প্রজন্মের। তোমরা জানো সত্যযুগে দেবতাদের বংশধররা থাকে। সেখানেও প্রথম প্রজন্ম, দ্বিতীয় প্রজন্ম..... থাকবে। এখানে তোমাদের প্রজন্ম নেই। এক দাদা, এক বাবা, এক মাম্মা আর পুত্র-কন্যারা। ব্যস্, দাদা আর পৌত্ররা ছাড়া আর কিছু নেই। এটা মনে করা তো খুব সহজ। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। ব্রহ্মা হলেন আমাদের পিতা। দাদা হলেন শিব। ঐনার কাছ থেকেই সম্পদ পাওয়া যায়। কত সহজ কথা। আমরা দাদার নাতি, নাতিরীরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মা শিবের একমাত্র সন্তান। এমনটা বলবে না যে আমরা বিষ্ণু কুমারী অথবা শঙ্কর কুমারী। প্রজাপিতা এক ব্রহ্মাকেই বলা হয়। বাবা কত সহজ করে বোঝান, ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছ শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। শিববাবা বলেন এইভাবেই কাউকে-কাউকে বোঝাও। স্মরণ শিববাবাকেই করতে হবে, যাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অন্য কাউকে স্মরণ করলে নরকের বর্সা পাবে - এটাও বোঝার বিষয়। বর্সা বাবার কাছে নয়, দাদার কাছে পাওয়া যায়।

স্বর্গের রচয়িতা জ্ঞান দাতা হলেন তিনি। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা শোনান, এই ব্রহ্মাও তখন শোনেন। ব্রহ্মারও প্রথম কন্যা সরস্বতীর গায়ন আছে। ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী জগত অম্বার কত মহিমা গাওয়া হয়। তিনি ব্রহ্মার চাইতেও অধিক বর্সা প্রাপ্ত করেছেন সেইজন্যই প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ বলা হয়। তোমরা জানো আমরা জগত অম্বা আর জগত পিতার বাচ্চা, তবে কেন দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেব না! আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা দাদার পৌত্র-পৌত্রী ব্যস্। দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্ম নই, নাতি বা পৌত্র কিছুই নই। দাদাকে কে না স্মরণ করবে? তোমরা জানো আমরা যত স্মরণ করব ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা যে কাউকে বোঝাতে পার শিব পরমপিতা পরমাত্মা স্বর্গের রচয়িতা। বরাবরই তিনি ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করেন, তারপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ব্রহ্মা দ্বারা বলেন আমাকে আর বর্সা (স্বর্গ)কে স্মরণ করো। দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। বলা হয় না যে - আমি মরে গেলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না। দেহ বোধ শেষ হয়ে যায়। আমরা বাবার কাছে এসেছি, এরপর আমরা সুন্দর হয়ে উঠব। এখন শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছি। শ্যাম আর সুন্দর হওয়ার জন্য এই নাটক। আত্মা পিওর (পবিত্র) আর সুন্দর হয়ে ওঠে। এখন তোমাদের আত্মা আইরন এজড হয়ে গেছে, সুতরাং শরীরও তেমনই হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমরা

সুন্দর ছিলে। একজন সুন্দর মুসাফির (পথিক) আসেন সুন্দর করে তোলার জন্য। ওঁনার আত্মা তো সবসময়ই সুন্দর। কখনও তাঁর মধ্যে খাদ পড়ে না কেননা তিনি জনম-মরণে আসেন না। কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। এরপরেও এমন দাদাকে ভুলে গিয়ে বিচ্ছেদ করে দেয় সেইজন্যই বাবা বলেন মহান থেকে মহান মুখ আর সেয়ানা থেকে সেয়ানা দেখতে হলে এখানে দেখ। মুখও এমনই আছে যে অতি সহজ দুটো কথাও বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে হবে - আমরা আত্মা, এবং উনি নিরাকার পরমাত্মা আমাদের দাদা। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সুপ্রসিদ্ধ। ওনার দ্বারাই শিববাবা উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ব্রহ্মাকে ত্যাগ করলে, দাদাকে ত্যাগ করলে বর্ষা শেষ হয়ে যাবে (পাওয়া যাবে না)। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর সূক্ষ্মলোকের নিবাসী। ওদের মধ্যে ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। সূক্ষ্মলোকে তো মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা যায় না। শঙ্কর বা বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলা যায় না। প্রজাদের পিতা তো অবশ্যই এখানেই হবে। ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করো - তোমরা কার বংশধর? এটা শুধুমাত্র তাদের গায়ন কারণ তারা বাস্তবে তা নয়।

এখন তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন সেটাও করবেন সঙ্গম যুগে। সঙ্গম যুগে অবশ্যই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। কলিযুগের অন্তিমে হয় শুদ্ধ। তোমরা বাচ্চাদের কত ভালোভাবে বোঝান হয়। শ্রীমত তো সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমত ভগবত গীতা। ভগবান গীতা থেকে তোমরা কি শুনছ? শ্রী শ্রী এই জ্ঞান প্রদান করেন, এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে তোলেন। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বি.কে. হয়েছ। তোমরা বলেও থাকো - বাপদাদা, আমরা কল্প পূর্বেও তোমার সাথে মিলিত হয়েছিলাম। আমরা দাদার কাছে নিজেদের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। আচ্ছা, ঐ উত্তরাধিকার নিয়ে তোমরা কি হয়েছিলে - সূর্যবংশী না চন্দ্রবংশী? শ্রী নারায়ণকে বরণ করেছিলে নাকি শ্রী রামকে বরণ করেছিলে? উত্তরে বলে - বাবা, আমরা তো শ্রী নারায়ণকে বরণ করব। কিন্তু তারপরেও ভুলে যাও, যিনি এতো যোগ্য করে তুলছেন তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও। দাদা ও বাবাকে কেউ যেন না ভুলে যায়। চট করে বিচ্ছেদ করে দেয়, স্মরণ-ই করেনা। জ্ঞানের দুটো শব্দও ধারণ করেনা। আমরা সন্তুর পৌত্র অথবা দাদার পৌত্র। ওঁনার কাছ থেকেই পুরুষার্থ করে উত্তরাধিকার নিই। লৌকিক বাবার উত্তরাধিকার অথবা প্রপাটি (সম্পত্তি) তো ভাগ করে দিতে হয়। এখানে ভাগাভাগির করার জিনিস নেই, এখানে পুরুষার্থ করতে হয়। তোমাদের মুন (চাঁদ) ইত্যাদি স্থানে প্লট কিনতে হবে না। এখানে তোমরা রাজস্বের মালিক হও। পার্ট তো এখানেও প্লে করতে হবে। তোমাদের চাঁদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, একে সাইন্সের অহংকার বলা হয়। অতি অহংকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কত কি বেরিয়েছে। হাজার লক্ষ মাইল মহাকাশে চলে যায়। এমনকি ওরা জানে যে ওরা কতদূর ভ্রমণ করেছে এবং চাঁদে কী আছে? চাঁদ তো শীতল না! সূর্যের দিকে গেলে তখন ওরা গরম তাপ অনুভব করবে। সাইন্সের কত অহংকার। নামও রেখেছে রকেট। বাবা বুঝিয়েছেন - আত্মা হলো সবচেয়ে বড় রকেট। আত্মা তো একটা বিন্দু। এর ওজন কত হবে? এই বিন্দুর মধ্যে অনেক নলেজ রয়েছে। এক সেকেন্ডেই কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করল আর সেকেন্ডে উড়ে গেল। যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হবে তারাই এটা বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে সক্ষম হবে। শিববাবাও বিন্দু। লিঙ্গ স্বরূপ বললে বলবে এতো বড় আত্মা তো হয় না, না পরমাত্মা এমন হবে। তারপর ওরা বলে - পরমাত্মা তো ব্রহ্ম। কিছুই জানা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সম্মুখে না আসবে ততক্ষণ পরমাত্মার নাম-রূপ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে না। যতই আমরা শিববাবার চিত্র দেখাই না কেন কিন্তু এমন তো নয়। তিনি তো বিন্দু স্বরূপ, কিন্তু বিন্দুকে পূজা কিভাবে করবে, ফুল ইত্যাদি কিভাবে অর্পণ করবে? সেইজন্যই ভক্তি মার্গে পূজার জন্য মন্দিরে বড় লিঙ্গের রূপ তৈরি করে দিয়েছে।

আচ্ছা, বাবা বলেন কারো বুদ্ধিতে যদি এই জ্ঞান না ধারণ হয় তবুও বুঝতে পেরেছে তো যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, ঠাকুরদাদার পৌত্র-পৌত্রী। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান হলেন শিব। ওঁনার রচনাকে তো গডফাদার বলা যায় না। আমরা ওঁনার পৌত্র। উনি বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরাও জানো যে আমরা এখন তমোপ্রধান শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছি। বাবার কাছে সতোপ্রধান গৌর বর্ণের হচ্ছে। কাম চিতায় বসে সবাই কালো হয়ে যায়। শ্যাম তারপর সুন্দর হয়ে ওঠে। এখন আবারও সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এক মুসাফির কতজনকে সুন্দর করে তোলেন, বিশ্বের মালিক বানান। তিনি শুধু বলেন - আমি বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তা না হলে বর্ষা কিভাবে পাবে? বিকর্ম বিনাশের জন্য যোগ অগ্নি চাই। ক্ষণে-ক্ষণেই স্মরণ করতে হবে। কেউ মনে করে - আমরা তো বাচ্চাই! কিন্তু সারাদিন স্মরণ না করলে তো বিকর্ম বিনাশ হবে না, খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে না। ২০-২৫ বছর ধরে আছে তাদের বুদ্ধিতেও এই কথা বসে না। ভুলে যায়, তারপর পুরানো দুনিয়াতে গিয়ে ভাগ্যের উপর রেখা টেনে দেয়। মা-বাবার কোলে আসলেই ভাগ্য শুরু হয়। মাম্মা-বাবা বলে তোমরা স্বর্গের অধিকারী তো হয়েছ না। প্রজারাও বলে - আমাদের হিন্দুস্তান সবার উপরে। সবার উপরে হলে এতো ঋণ কেন, কেন এতো কাণ্ডাল হয়ে গেলো? এখান থেকে বিপুল

পরিমাণ সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কারখানায় প্রচুর রাজস্ব অর্জিত হয়। কারখানা না থাকলে কেউ-ই চাকরি পাবে না। চাকরি না পেলে জীবিকা নির্বাহ কিভাবে হবে? দুঃখী হয়ে পড়েছে তাই ভারতের জন্য অনেক যুক্তি (কৌশল) তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশল তৈরি করা হয়েছে যাতে বাচ্চারা অধিক দুঃখ অনুভব না করে। এখান থেকে অনেকেই বাইরে চলে যায় চাকরি করার জন্য, কেননা সেখানে তারা অনেক অর্থ উপার্জন করে। বাবা বলেন আমার তো কাঁটার প্রতিও ভালোবাসা আছে। সমস্ত পতিতদের এসে পবিত্র করে তুলি। কাঁটার প্রতি ভালোবাসা আছে সুতরাং কাঁটা থেকে যারা ফুল হয় তাদের প্রতিও ভালোবাসা আছে। ড্রামা অনুসারে সবাইকে সঙ্গতি দিই। সবার সঙ্গতি দাতা রাম... তো সবার প্রিয় হবে না! এতে কাঁটার পাশাপাশি ফুলও আছে। নিয়ম অনুসারে স্বর্গ স্থাপনা হয় অতএব উনি তোমাদের এর যোগ্য করে তোলেন। আহ্বান করে বলে না - পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করে তোলো। এখন তোমরা জানো পতিত-পাবন বাবা এসেছেন। বিশেষ করে ভারতকে এবং বিশ্বকে পবিত্র করে তুলতে। সর্বোদয়া লিডার নাম রাখা হয়েছে। এই নাম ওরা নিজেদের উপরেই রেখেছে, যেমন শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হয়। সর্ব অর্থাৎ সব। কোনো মানুষই কারো সঙ্গতি করতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহ-বোধকে ভোলায় জন্যে বেঁচে থেকেও মরে যেতে হবে। আমি মরলে আমার জন্যে দুনিয়াও মৃত। বারে বারে এই দেহ থেকে পৃথক (ডিট্যাচ) হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে।

২) আমরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র। আমাদের উপযুক্ত হয়ে ঔনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। আত্মাকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে তুলতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে।

বরদান:- অশান্তি বা হাঙ্গামার (গন্ডগোল) মধ্যেও শান্তি কুন্ডের অনুভূতি করিয়ে শান্তি স্বরূপ ভব যখন কোনো স্থানে হাঙ্গামা হয়, তখন ঐ হাঙ্গামার সময় শান্তির শক্তির কামাল দেখাও। সবার বুদ্ধিতে আসে যেন এখানে তো শান্তির কুন্ড বিরাজ করছে, শান্তি কুন্ড হয়ে শান্তির শক্তি ছড়িয়ে দাও, শান্তি স্বরূপ হয়ে শান্তি কুন্ডের অনুভব করাও। ঐ সময় বাচা সেবা (কথার মাধ্যমে) করতে পারবে না। কিন্তু মনসা দ্বারা শান্তি কুন্ডের প্রত্যক্ষতা করাতে পারো। প্রত্যেকেরই এই ভাইব্রেশনের অনুভব যেন আসে যে এখানেই শান্তি পাওয়া যাবে। সুতরাং এই রকম বায়ুমণ্ডল বানাও।

স্লোগান:- নিজের আর সকলের চিন্তাকে মেটানোই হলো শুভচিন্তক হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মায়ার সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও, এখানকার জীবনমুক্তই ওখানকার জীবন মুক্তির পদ প্রাপ্ত করতে পারে"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞানের বীজ হলো অবিনাশী -- কিভাবে?

*উত্তরঃ - এই জ্ঞানের দ্বারা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হয়, ওই রাজধানী অনেক বড়, যে আত্মারা একবারও এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে যদি মাঝে ছেড়েও চলে যায়, তবুও তারা অন্তিমে এসে যাবে, কেননা তাদেরও রাজধানীতে আসতেই হবে। যার মধ্যে অল্পও এই জ্ঞানের বীজ বপন হয়েছে, সে এসে যাবে। সে যেতেই পারবে না। এই কথাই এই জ্ঞানকে অবিনাশী সিদ্ধ করে।

*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন নিজের প্রাণেশ্বর ভোলানাথের সম্মুখে বসে আছে আর তারা ভালোভাবেই জানে যে, এই অসীম জগতের মালিক ভোলানাথের কাছ থেকে আমরা আবার স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বুদ্ধি তাঁর কাছেই চলে যায় যে, বরাবর বাবার দ্বারাই আমরা বাবার ঘরে চলে যাই। বাবা আমাদের ডেকে নিয়ে যেতে এসেছেন, সাজন যেমন সজনীকে ডাকতে থাকে। এক সাজন এসে সমস্ত সজনীদের ফুলে পরিণত করেন। তাঁর নামই হলো - পতিত পাবন কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়াও ড্রামার ভিতরেই আছে। বাবা এসে সব রহস্যই বুঝিয়ে বলেন। তোমাদের মতো লাকী নক্ষত্রদের পদ বাবার থেকেও উঁচু। বাবা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তেমনই তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তোমরাও এই বাবার সাথেই ছিলে। বাচ্চারা, এরপর তোমাদের তো এই পার্ট প্লে করতেই হয়। তোমরা জানো যে, আমরা বৈকুণ্ঠনাথ হওয়ার জন্য ত্রিলোকীনাথের কাছে এসেছি। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরাও এই সময় ত্রিলোকীনাথ, আর আমিও ত্রিলোকীনাথ। এরপর যখন সত্যযুগ আসে, তখন তার নাথ তোমরা হও, আমি হই না। আমি আসিই তোমাদের আত্মাকে রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। রাবণের কাছ থেকে তোমরা অনেক দুঃখ পেয়েছো। এই ড্রামাকে তো বাচ্চারা বুঝতে পেরে গেছে। এই ড্রামাতে চার যুগ নয়, পাঁচ যুগ আছে। চার যুগ হলো বড়, আর সপ্তম যুগ হলো লীপ যুগ। এই নলেজও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত, কেননা তোমরা জ্ঞানের সাগরের বাচ্চা হয়েছো। ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমা করা হয়। তুমি হলে জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। এই মহিমা আবার বৈকুণ্ঠনাথের হয় না। তাঁকে আবার বলা হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ....। এই কলিযুগে তো এমন কেউ থাকে না, তাহলে অবশ্যই কোনো একজন এমন তৈরী করেন, তিনি এসেছিলেন। তাই স্বর্গের মালিক কেবল তোমরাই হও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর যে সৃষ্টিবতনবাসী দেবতারা আছেন, তাঁদেরও যুগল দেখানো হয় প্রবৃত্তি মার্গ দেখানোর জন্য। তাই স্বর্গও এখানেই হয়। ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে তোমরা দেবতা বর্ণে আসবে তারপর ক্ষত্রিয় বর্ণে আসবে।

যে বাচ্চারা চালাকচতুর হয়, তারা খুব ভালোভাবে পড়াতে মনোযোগ দেয়। অজ্ঞান কালেও যখন বাচ্চা হয়, তখন মনে করা হয় যে উত্তরাধিকারী এসেছে। তোমরাও তো মাঝা - বাবা বলো, তাহলে উত্তরাধিকারীই হলে, তাই না। গান্ধীকে যেমন বাপু বলা হতো, এমনিতে তো ভারতে অনেককেই মাতা - পিতা বলা হয়। বয়স্ক মানুষদের পিতাজী বলা হয়। সে কেবল বলার জন্য বলে দেয়। ইনি তো সকলেরই বাপু জী। প্রাণেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের ঈশ্বর হলেন বাবা। বাবা বললে উত্তরাধিকারের খুশী হৃদয়ে এসে যায়। এমন খুশীর অনুভব তোমাদের আসে। বাচ্চারা তোমাদের এই অনুভূতিও পুরুষার্থের নান্দার অনুসারেই আসে। বরাবর অসীম জগতের পিতা এসে রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর তো আর রাজযোগ শেখাতে পারেন না। এ হলো ভগবান উবাচঃ। তাই বুদ্ধি উপরে চলে যায়, কেননা জানে যে -- ফাদার উপরেই থাকেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে -- আমরাও ওখানকারই অধিবাসী। এখন আমরা সেই প্রাণেশ্বরের সম্মুখে বসে আছি। বাবা যখন সম্মুখে বসে স্মরণ করিয়ে দেন, তখন তোমরা নিশ্চিত করো -- বরাবর ইনি কোনো সাধু - মহাত্মা নন, আমরা মাতা - পিতার সম্মুখে বসে আছি। তোমরা কেন তাঁর হয়েছো? মাতা - পিতার থেকে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। নিশ্চয়তা যদি না থাকে তাহলে কেন বসে আছো? কারণ জানা চাই। না জেনে কেউ কারোর সম্মুখে বসে থাকতে পারে না। দুনিয়াতে তো একেকজনের পরিচিতি হয় -- ইনি সন্ন্যাসী, ইনি গভর্নর.....। এখানে এই বাবা তো হলেন গুপ্ত। এখন বুঝতে পারে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে সর্বব্যাপীর কথা উঠতেই পারে না। আত্মা স্মরণ করে -- ও গড ফাদার! নিজেই যদি পরমাত্মা হতো, তাহলে

কিসের জন্য ডাকতো? খুব অল্পই বোঝার মতো কথা কিন্তু মায়া এমনই বানিয়ে দেয় যে, বুঝতেই পারে না। যে কথা মুখ দিয়ে বলে দেয়, তার উপরই বিশ্বাস করে না। মায়া সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। মানুষ ডেকেও থাকে -- ও গড ফাদার, আর তারপর বলে, আমিই ফাদার, তাহলে ডাকে কেন? ফাদার অক্ষর তো বাচ্চারাই বলবে। স্মরণ তোমাদের একজনকেই করতে হবে। তোমরা এখন সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার হয়ে গেছি। তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এখন তো ভুলে যাবে না, তাই না।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, অশরীরী হও, পবিত্র হও। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। দেবতাদের সামনে মানুষ গেয়েও থাকে -- আমি নিগুণ এবং হেরে যাওয়া মানুষের মধ্যে কোনো গুণ নেই। দেবতাদের মহিমা করে আর নিজেদের নীচ - পাপী মনে করে। অবশ্যই পূর্বে নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো। তাকে স্বর্গ - শিবালয় বলা হতো। শিব বাবার স্থাপন করা স্বর্গ। ভারতবাসী জানেও যে, স্বর্গ আছে, কিন্তু ভারতই স্বর্গ ছিলো, সেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারা রাজত্ব করতেন -- একথা ভুলে গেছে। কারোর মৃত্যু হলে বলে থাকে -- স্বর্গে গেছেন। স্বর্গ তো থাকে সত্যযুগে। কলিযুগে তো থাকেই না। খবরের কাগজে যখন লেখা হয় যে, স্বর্গে গেছেন, তখন তোমরা জিজ্ঞেস করো - স্বর্গ কোথায় আছে? মনে করে - পরমধামে পরমাত্মার কাছে গেলো, ওখানেই স্বর্গ। না হলে বলে, নির্বাণধামে গেছেন অথবা আবার বলে থাকে - জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। শব্দের কতো হেরফের। ওই জায়গাকে বলা হয় ব্রহ্ম মহাত্ম। এ হলো আকাশ তত্ত্ব। একে মহাতত্ত্ব বলা হবে না। মহাতত্ত্ব হলো -- ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ড, আমরা আত্মারা যেখানে ডিমের মতো থাকি। বাবাও সেখানেই থাকেন। তাকে পরমধাম বলা হয়। বাকি ব্রহ্মে কেউই লীন হতে পারে না। বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস বুঝিয়ে বলা হয়, যেহেতু তোমরা সম্মুখে বসে আছো। আর ভক্তরা তো ভগবানকে খুঁজতে থাকে।

তোমরা জানো যে, ভক্তিমার্গে সবথেকে বেশী ভক্তি কে করে? অবশ্যই যারা প্রথমে পূজ্য ছিলেন, তারাই আবার প্রথমে পূজারী ভক্ত হয়। একথা কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো। এমন গাওয়াও হয় -- তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী কিন্তু ওরা মনে করে পরমাত্মা বাবাই নিজে পূজ্য আর পূজারী হন। এ তো ভুল। বাবা এসে বাচ্চাদের উচ্চ মহিমা যোগ্য বানান, কিন্তু সকলেই স্বর্গের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করবে না। জীবনমুক্তি তখন প্রাপ্ত করবে যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। জীবনমুক্ত অর্থাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত। এমন নয় যে, সবাই সত্যযুগে চলে আসবে। সত্যযুগে তো তারাই যাবে, যারা রাজযোগ শেখে। জ্ঞানমার্গে তো কতো বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়। মীরার তো এতো বন্ধন ছিলো না। তিনি কেবল বলতেন -- শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তাই পবিত্র হবে। তোমাদের তো কৃষ্ণপূরী যেতে হবে। ওই মীরা ছিলো ভক্ত শিরোমণি। তোমরা হলে বিজয়মালা শিরোমণি, যেই বিজয়মালার পূজো করা হয়। ভক্তের মালার কোনো পূজো করা হয় না। যারা ভারতকে স্বর্গ বানায়, তাদের মালারই পূজা করা হয়। ভক্তরা, তোমরা এই বাচ্চাদের মালারই পূজা করে। প্রথমে হলো রুদ্র মালা, তারপর বিষ্ণুর মালা তৈরী হয়। একথা কেউই জানে না যে, কার মালা গ্রথিত হয়ে আছে। তারা কেবল মালা জপ করতে থাকে। তোমরা তো এখন ভক্তের মালা আর জপ করবে না। ভক্তরা, তোমরা বাচ্চাদের মালা জপ করো। তোমরা জানো যে - আমাদের বিজয়মালা তৈরী হচ্ছে। এরপর আমরাই নিজেরা আবার পূজারী হয়ে মালা জপ করবো। তোমরা রাজ্যও করো, তারপর আবার তোমরাই গিয়ে প্রথমে মালা জপ করবে। তোমাদের থেকেই আর সকলে ভক্তি করতে শিখবে। তোমরা এই বিশ্বকে স্বর্গ তৈরী করো।

বাবা রাজযোগ শেখান -- যার নাম গীতা রাখা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের নাম তো চাই, তাই না। যদিও এই জ্ঞান পপ্রায় লোপ পেয়ে যায় কিন্তু শাস্ত্র তো তৈরী হবে, তাই না। শাস্ত্র তৈরী করে তার নাম গীতা রাখা হয়েছে। ভক্তিমার্গের জন্য গীতা লেখা হয়। ওই গীতা কোনো জ্ঞানমার্গের জন্য লেখা হয় নি। মানুষ গীতা কতো শুনতে থাকে কিন্তু এমন কখনোই বলে না যে, তোমাদের রাজযোগ শেখাই। ওরা বলবে, ভগবান রাজযোগ শিখিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর শাস্ত্র বসে পড়াশোনা করি। এখন আমরা ভগবানের সম্মুখে তাঁর দ্বারা সেই গীতা শুনে স্বর্গের মালিক হই। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের একবারই রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাতে এসেছি। যতক্ষণ সন্নতি দাতা না আসবেন, ততক্ষণ ভক্তিমার্গের মহিমা অবশ্যই চলবে। যারা পূর্ব কল্পে এসেছিলো, তারা এসেই এই জ্ঞান শুনবে। অনেকেই এমন তৈরী হবে। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তাই কতো আসবে। তাই এই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। বিত্তবান প্রজা, সাধারণ প্রজা, পরিচারক - সেবক ইত্যাদিও তো চাই, তাই না। কতো বড় রাজধানী স্থাপন হয়। মানুষ তো জানতেই চায় না যে, কিভাবে সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন হয়, এই জ্ঞান যদি জানতে পারে, তবেই তো শোনাবে। মানুষ বাবাকেও ভুলে গেছে। নিরাকার শিব ভগবান উবাচঃ এই না লিখে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ লিখে দিয়েছে। শিব জয়ন্তীর পরে চট করে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী আসে। ওই শ্রীকৃষ্ণ হলেন বৈকুণ্ঠনাথ। ইনি বসে তোমাদের বৈকুণ্ঠনাথ তৈরী করেন। শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ দ্বাপর যুগে

নিয়ে গেছে । ভারতের এই জ্ঞানের সূত্রে কতো জট পাকিয়ে দিয়েছে । এখন তোমাদের খুব ভালোভাবে ধারণ করে নলেজফুল হতে হবে । দেখতে হবে -- আমি কতো নম্বরে পাস করবো? এখন যদি পাস করতে পারি তাহলে কল্প - কল্পান্তরও পাস করবো । আমাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । এমন তো কোথাও হয় না যে, বৃদ্ধ - বৃদ্ধারা, স্ত্রী - পুরুষ, বউ ইত্যাদি সবাই এসে পড়াশোনা করবে । শাস্ত্রও সবাই এমনভাবে পড়ে না । মাতাদের তো বলা হয় -- তোমরা শাস্ত্র পাঠ করবে না । পুরুষরাই শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত হতে পারে । এখানে দেখো, কারা পড়াশোনা করে । এখানে কতো বৃদ্ধারা আসে । এ তো আশ্চর্য, তাই না । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্র হয়ে রাজযোগ শিখতে হবে । তোমাদের গড ফাদারলী স্টুডেন্ট হতে হবে । এর নামই হলো -- ঈশ্বরীয় ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কলেজ। ঈশ্বর এখানে ব্রহ্মার দ্বারা পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মা কোনো বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হনই না । এ তো পরমপিতা পরমাত্মার নাভিই বলা হবে । বীজরূপ তো শিব বাবা, তাই না । তাঁর থেকে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর নির্গত হয়েছে । এই তিনের অর্থই আলাদা - আলাদা । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে - বরাবর বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীকে রাখা হয় । নরনারায়ণের যে মন্দির আছে সেখানেও তাঁকে চতুর্ভুজ তৈরী করা হয় । নারায়ণ থাকলে তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী অবশ্যই থাকবে । নর -- নারায়ণ, নারী -- লক্ষ্মী । নরনারায়ণকে চার ভুজা দেওয়া হয় । নারায়ণ আলাদা, আর লক্ষ্মীকে আলাদা তো দুই - দুই হাত দেওয়া চাই। এমন নিয়ম অনুসারে মন্দির বানানো উচিত, কিন্তু বেচারারা নরনারায়ণের মন্দির দেখে কিছুই বুঝতে পারে না । নর - নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীকেও দেওয়া হয় । মানুষ দীপমালার সময় মহালক্ষ্মীর পূজা করে । মাতাদের কতো মহিমা । জগদম্বার অনেক মহিমা । অম্বাকে খুব মিষ্টি লাগে কেননা তিনি কুমারী । ইনি হলেন অধর কুমারী । ভারতে কুমারীদের অনেক সম্মান কিন্তু তাদের মহত্ব সম্বন্ধে কেউ জানে না । জগদম্বার অনেক মান । বাবার এতো নয় । বাবা এসে মাতাদের অনেক উঁচুতে বসিয়েছেন। তাই তোমাদের বাহাদুর হওয়া উচিত। সিংহবাহিনী হওয়া প্রয়োজন। তোমাদের উপর অনেক অত্যাচার হবে কিন্তু বাবার যখন হয়েছে, তখন যাই ঘটে যাক না কেন তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় । পবিত্র হয়ে অবশ্যই উচ্চ পদের অধিকারী হতে হবে । মীরাও তো পবিত্র ছিলেন, তাই না । বাবা কুমারীদের বলেন -- তোমরা বলো, আমরা পবিত্র হয়ে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে চাই। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) প্রকৃত উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য চালাক হতে হবে, এই ঈশ্বরীয় পড়াকে খুব ভালোভাবে ধারণ করে নলেজফুল হতে হবে । বাবার সমান মহিমা যোগ্য হতে হবে ।

২) বিজয় মালার শিরোমণি হওয়ার জন্য মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে । খুব বাহাদুর হয়ে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে ।

বরদান:- ইচ্ছারূপী মৃগতৃষ্ণার পিছনে দৌড়ানোর পরিবর্তে প্রকৃত উপার্জন জমা করে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে যে, যদি আমরা কোনো লটারী পাই তাহলে যথেষ্ট দান করবো কিন্তু এই অর্থ যথেষ্ট লাগে না । কোনো কোনো সময় ইচ্ছা নিজের হয়, আর বলে যে, লটারী পেলে সেবা করবো কিন্তু এখন তো কোটিপতি হওয়ার অর্থ সদাকালের জন্য কোটিকে হারিয়ে ফেলা । ইচ্ছার পিছনে ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো মৃগতৃষ্ণার সমান, তাই প্রকৃত উপার্জন জমা করো, জাগতিক ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও।

স্লোগান:- বিদ্বকে বিদ্বের পরিবর্তে খেলা মনে করে চলো তাহলে খেলা হেসে-গেয়ে পাস করে যাবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো রকম বিকর্ম করে তা লুকিয়ে রেখে না, লুকিয়ে সভাতে বসলে অনেক কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। সেইজন্যই সাবধান - বিকারের কড়া ভুল কখনো করো না"

*প্রশ্নঃ - কোন্ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুরুষার্থে সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে?

*উত্তরঃ - লক্ষ্য হলো - আমাদেরকে সুসন্তান হয়ে, মাতা-পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে, তাঁদের সিংহাসনে বসতে হবে। প্রত্যেক পদক্ষেপে ফলো ফাদার করতে হবে। এমন কোনো আচার-আচরণ যেন না হয় যার দ্বারা এই বংশের কলঙ্কের কারণ হয়। এমন সুসন্তানেরা নিজেদেরকে যাত্রী জেনে, এই যাত্রাপথে সর্বদাই তৎপর হয়ে থাকে। যাত্রী কখনো যাত্রাপথে পতিত হওয়ার মতো কাজ করে না, যদি কেউ বিকারের বশীভূত হয়ে যায়, তাহলে সে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তার সকল সত্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, অতঃপর তার দুঃখের সীমা থাকে না।

*গীতঃ- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না.....

ওম্ শান্তি। এই গান তো বাচ্চাদের জন্যই। মাম্মা বাবা বলে ডেকে, পুনরায় যদি বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে জানবে যে সেটা তার মৃত্যুর সমান। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। বাচ্চারা বলে - আমি সেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান এবং বিচিত্র। প্রকৃতপক্ষে যখন আমি পরমধামে থাকি, তখন আমারও কোন চিত্র থাকে না। তারপর চিত্র সহকারে ৮৪ জন্ম ভোগ করে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় কোলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর সন্তান হয়েছি। নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বরের কোলের সন্তান নিশ্চয় করে, তারপর যদি বিকারগ্রস্ত হও - তাহলে তা মৃত্যুর সমান। তোমরা এই কথা নিশ্চয়ই জানো যে - বাবা যেমন একাধারে সুখ প্রদান করেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি ধর্মরাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ বুঝে নেন। বাবা কখনো দুঃখ দেন না। তিনি তো সুখদাতা। বাবা বুঝিয়েছেন - লৌকিক দুনিয়াতে গভরমেন্ট এর সাথে ধর্মরাজ অর্থাৎ চিফ জাস্টিস (প্রধান বিচারপতি) থাকে। একে অপরকে শপথবাক্য পাঠ করাতে থাকে। এখন ভগবান নিজেই বলছেন - যদি তোমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে পতিত হয়ে যাও, আর তা স্বীকার না করে থাকো, তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। বাবার সন্তান হয়ে যদি লুকিয়ে নরকের অভিমুখে গমন কর আর তারপর বাবাকে তা না জানিয়ে থাকো তাহলে একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর তারপর যতই পুরুষার্থ করো না কেন, বিজয়প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। এইরকম অনেক বাচ্চাই রয়েছে যারা এমন কাজ করেও তা বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। বিকারগ্রস্ত হওয়া - অনেক বড় পাপকর্ম। এই পাপকর্মের কথা বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেই মরবে। এর থেকে তো ভালো হতো যদি বাবার সন্তান না হতো। কোন কুপুত্র সন্তান যদি হয় তাহলে লৌকিক পিতা বলেন যে - এই বাচ্চা থাকার থেকে না থাকা ভালো। এইরকম ভেবোনা যে - বাবা জানতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ইনি (ব্রহ্মা) বাহ্যর্যামী, তাই ইনি জানতে পারেন না। কিন্তু শিববাবা তো খুব ভালোভাবেই জানতে পারেন। বাবা বলেন যে - আমি তো সকলকে সুখ দিতে এসেছি। প্রত্যেকে তার নিজের চালচলন অনুযায়ী সাজা ভোগ করে। বাবা তো সকলকেই শ্রীমতের কথা বলে থাকেন। এক্ষেত্রে নারীদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, কখনো কোনো বিষয়ে মিথ্যা কথা বোলো না। বাবা পুরুষদের থেকেও নারীদের প্রতি অধিক করুণাময় কারণ নারীকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। বাবা এসে মাতাদের হাতেই জ্ঞানের কলস দিয়েছেন। তাই মাতাদের ওপর অনেক রেম্পন্সিবিলাটি (দায়িত্ব) রয়েছে। বাবা ক্রোধমুক্ত হওয়ার জন্যও এত বলেন না, যতটা বিকার মুক্ত হওয়ার জন্য বলছেন। বাস্তবে এই সভাতে কোন পতিত বসতে পারে না। আবার অনেক সময় পতিতদের সাথে সাক্ষাৎ করতেও যেতে হয়। ধনী ব্যক্তির অধিকাংশই পতিত হয়ে থাকে, তার কারণ তাদের কাছে অত্যধিক ধনসম্পত্তি থাকে। মাতাগণ করুণ আর্তনাদ করে যে, বস্ত্রহীন (নগ্ন) হওয়া থেকে রক্ষা করো। সকলেই দুঃখী। মাতাদের করুণ আর্তনাদ শুনে বাবা আসেন। মাতাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকা উচিত। মাতাদের নাম রয়েছে পোখরাজ পরি, নীলম পরি.....।

বাবা সাবধান করে দেন - এখানে অসুর থেকে দেবতা তৈরি করা হচ্ছে। পতিতকে অসুর বলা হয়। এ সমস্ত দুনিয়াটাই এখন পতিত আসুরিক দুনিয়া। প্রতি দুনিয়াতে কোনো পবিত্র ব্যক্তি থাকতে পারে না। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, তারা দেবতাদের মতো পবিত্র নয়। তাঁরা এই পতিত দুনিয়াতেই তো বসবাস করেন। তাঁরা নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করেন। সত্যযুগে সকলেই পবিত্র, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। এখন তোমরা এখানে এসেছ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে উঠতে কারণ এ

হলো সম্পূর্ণরূপে পতিত দুনিয়া। এখানে একজনও পবিত্র নয়। ত্রেতাযুগেও ২ কলা কম হয়ে যায়। সত্যযুগে থাকে ১৬ কলা, ত্রেতাযুগে ২ কলা কম যায়। বাস্তবে ত্রেতাযুগকে স্বর্গ বলা হয় না। স্বর্গ তো শুধুমাত্র সত্য যুগেই থাকে। বাম্ভারা, এখন তোমাদেরকে তৈরি হয়ে উঠতে হবে, সত্য যুগে যাওয়ার জন্য। বিকারগ্রস্ত হয়ে অধঃপতন হলে স্বর্গে আসতে পারবে না। মূল কথা হলো যে - কখনো যেন পতিত হয়ো না। শিববাবা তো সব কথাই জানেন, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে এক এক করে কত জিজ্ঞাসা করবেন। অপবিত্র হয়ে, বাবার কাছ থেকে সে কথা লুকিয়ে রাখলে, অত্যন্ত কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। টাইবুনাল (বিচার সভা) বসবে, তাতে বাবাও থাকবেন আর ধর্মরাজও থাকবেন। তারপর ধর্মরাজ বলেন যে তোমরা কোন সময়ে বিকারগ্রস্ত হয়েছিলে আর তারপর সভাতে এসে বসেছিলে। আগে বলনি এখন সাজা ভোগ করো। তাই বাবা বলে দেন যে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। বিকারগ্রস্ত হয়ে গেলে, তারপর এখানে এসে বসতে পারবে না। এইরকম বহুজনই আছেন যারা সেন্টারে এসে বসে। বাবা এটাও জানেন যে - কাউকে যদি বসতে মানা করা হয় তাহলে একসময় তারা অসুর হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। ট্রেটার (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়, হইচই হাঙ্গামা করতে থাকে। একে বলা হয় পতিত রাজ্য, কাঁটার দুনিয়া। এখানে রাজা রানী তো নেই। যেমন বড় বড় মিনিস্টার রয়েছেন, সেরকমই প্রজারাও রয়েছে। ওরা এসব কথা বুঝবে না। সত্য পিতার প্রতি, তোমাদের সততাকে ধারণ করে থাকতে হবে। সত্য হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজি হয়ে যান। বুদ্ধির তালা তিনি খুলে দেন। সত্যিকারের হৃদয় যদি না থাকে, তাহলে বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দেন না। ফলে আনন্দের অনুভূতি হবে না, শুকিয়ে যাবে, বিঘ্ন আসতেই থাকবে। সেই কারণেই বাবা বোঝাতে থাকেন। শাস্ত্র ইত্যাদিতেও লেখা রয়েছে - ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো শয়তান অসুর লুকিয়ে বসে যেত। এখানে অথবা সেন্টারেও এভাবেই এসে বসে যায়। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে থাকে অথবা কুমারীদেরকে দেখতে থাকে, তাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে থাকে।

এখন অসীম জগতের বাবা এসে বাম্ভাদেরকে বোঝাতে থাকেন, এসব কথা দুনিয়ার বাকি লোকেরা জানে না। ভগবান তো নিজেই জ্ঞানের সাগর তিনি বসে সকলকে বোঝাতে থাকেন। এই বাবাকেই শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে, তার কারণ এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা স্মরণের যাত্রা পথে রয়েছে। যাত্রায় চলতে চলতে বিকারগ্রস্ত হয়ে অধঃপতন হলে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে - আমরা সকলে যাত্রাপথে চলছি, কখনোই বিকারগ্রস্ত হওয়া চলবে না। আজকালের দুনিয়া অত্যন্ত পঙ্কিল। লৌকিক তীর্থযাত্রাতেও পান্ডারা অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী হয়। এই বিষয়ে বাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাবা এসে সবচেয়ে বেশি কুমারী এবং মাতাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। জগৎ অশ্বা শক্তিসেনার মহিমা রয়েছে। বাবা বোঝাতে থাকেন যে, সর্বদা এ কথা মনে রাখা উচিত যে - যেমন কর্ম আমরা করব আমাদেরকে দেখে অন্যেরা করবে। যদি বি. কে. দের মধ্যে কোনো প্রকারের বিকার, দেহ-অভিমান অথবা লোভ ইত্যাদি থাকে, তাহলে তারা সার্ভিস (সেবা) করতে পারবে না। তখন কোনো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিতে পারে না, ফেল হয়ে যায়, জিজ্ঞাসুরা বিরক্ত হয়ে যায়। একজন ব্রহ্মকুমারী যদি ভালোভাবে তৈরি হয়, তাহলে সে এই দোকানও ভালোভাবে চালাতে পারবে। যে ভালোভাবে সার্ভিস করে সে মহারাজা মহারানী হয়ে থাকে। সার্ভিস কম করলে মহারাজা মহারানীর দাস-দাসী হয়ে যাবে। লক্ষ্মীনারায়ণেরও তো দাস-দাসী থাকবে। তারা তো কিং কুইনদের সাথেই থাকে। এখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার যাত্রাপথে রয়েছে। যদি যাত্রাকে ভুলে যাও, শিববাবা অথবা নিজেদের সুইট হোমকে ভুলে যাও, তাহলে মায়া সজোরে এক থাপ্পড় কমিয়ে দেবে। তোমাদেরকে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বিকার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। এখানে কোন কথাই লুকিয়ে থাকে না, শিববাবার কাছ থেকে কেউ কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না, অন্তিমে তাকে সাজা তো দিতেই হবে।

বলা হয়ে থাকে - ফলো ফাদার মাদার...। বাবা এইরকম কোনো কিছু করেন না। বাবার কাছে তো অনেকেই আসেন, তাদের কথাবার্তা-ধরনধারণ থেকেই বোঝা যায় যে সেই ব্যক্তি পতিত, পবিত্রতা ধারণ হয় না। বাবা বুঝতে পারেন, তখন তিনি মুরলীতে সে কথা বুঝিয়ে দেন। এইরকম অনেকেই রয়েছে যারা এ কথা লুকিয়ে যায়। এই যাত্রা পথে চলতে চলতে বিকারগ্রস্ত হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত হানিকারক। এর ফলে বিজয় মালাতে তোমাদের স্থান হবে না। যদি তোমরা চাও যে তোমরা সূর্যবংশী হবে, তাহলে এই যাত্রা পথে চলতে চলতে কখনোই অপবিত্র হয়ো না। তারা যে যাত্রাপথে যাত্রী হয়ে চলেছে - বাম্ভারা একথা ভুলে যায়। কেউ কেউ সারাদিনে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টাও বাবাকে স্মরণ করেনা। বাবার স্মরণে থাকা তাদের কাছে বড়ই কঠিন। তখন তারা রাজকীয় পরিবারে দাস-দাসীর পদপ্রাপ্ত করে। তোমরা পুরুষার্থ করে মাতা পিতার সিংহাসনের যোগ্য হয়ে দেখাও। তা না হলে বাবা বলবেন যে - কুসন্তান, তাই সঠিকভাবে শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে না। ব্রাহ্মণেরা, তোমরা সকলেই যাত্রা পথে রয়েছে। যদি তোমাদের কোন চালচলন এই ব্রাহ্মণ বংশের কলঙ্কের কারণ হয়, তাহলে তার অত্যন্ত কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। তোমরা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে গর্ভ জেল বার্ডস্ হয়ে থেকেছো। এখন সকল মানুষই জেল বার্ডস্ (জেলে আসছে আর যাচ্ছে)। মুহূর্মুহু তাদেরকে সাজা ভোগ করতে হয়। এখন

তোমাদেরকে গর্ভমহলে যেতে হবে। সুতরাং এর জন্য কত মেহনত করতে হবে! তোমরা যখন যেখানেই থাকো না কেন, ট্রেনে রয়েছে অথবা তোমরা অন্য কোথাও যাত্রা পথে ভ্রমণে যাচ্ছ, সর্বদা বাবার স্মৃতিতে থাকতে হবে। বলার সময় তো সকলেই বলেন যে - আমরা নারায়ণ অথবা লক্ষ্মীকে বরণ করবো। তাহলে তাদের মত নিজেকে তৈরি করে দেখাও। যদি পদপ্রাপ্ত না করতে পারলে, তাহলে আর কি করলে। বাবা সাবধান করে দেন। বাবার কাছে এলে, বাবা হাসির কথা, মজার কথা ইত্যাদির মাধ্যমে ভুলিয়ে রাখেন। কারো কারোর তো মোহের পোকা এমন ভাবে গ্রাস করেছে, যেমন বানর বানরী হয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে বুদ্ধিযোগ কিছুতেই ছিন্ন হয় না। যারা অপবিত্র হয়ে যায় তারা বাবাকে পত্র লেখে - বাবা আমরা হেরে গেছি, কাম বিকারের নর্দমায় পড়ে গেছি। ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাবা বারে বারে সাবধান করতে থাকেন যে - তোমরা তো যাত্রা পথে চলছো। এখানে কাম বিকারে ফেসে যাওয়া উচিত নয়। ফেসে গেলে অত্যন্ত দুঃখী হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকার নিতে হলে, এইরকম ভুল করে নিজের সর্বনাশ কখনো ক'রোনা। কাম বিকার হলো মহাশত্রু। আদি মধ্য অন্ত শুধু দুঃখই দেয়। মৃত্যুলোকে সবাই আদি মধ্য অন্ত শুধু দুঃখই ভোগ করে। সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। অমরনাথ শিববাবার কাছ থেকে তাঁর এই জ্ঞান অমৃতের কথা শুনলে, তবে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধা এবং কুমারী কন্যারা বিকারের জাল থেকে মুক্ত হয়ে রয়েছে, বিধবারাও অত্যন্ত ভাগ্যশালী। শিববাবা তো হলেন পতিদেরও পতি। ঈশ্বরীয় পাঠশালাতে এসে মুরলী শুনলে, নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারবে। অসীমের পিতা এসে, তোমাদেরকে স্বর্গের মতো পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে তোলেন, তাহলে চট করে তাঁর কথা শুনে পবিত্র হয়ে ওঠা উচিত, তাই না। যদি তোমরা হোঁচট খেতে থাকো, বিষ পান করতে থাকো, তাহলে জ্ঞানের ধারণা হবে না। এই জ্ঞান রত্ন ধারণের জন্য সোনার বাসন চাই। বাবা নিরহংকারী হয়ে এই পতীত দুনিয়াতে আসেন, তাঁকে শুধুমাত্র বাচ্চরাই জানতে পারে। তাদের মধ্যেও কাউকে কাউকে, মায়া একেবারে নাকানি চোবানি খাইয়ে অধঃপতন করিয়ে দেয়। তখন তাদের মনে এই জ্ঞানের প্রতি, বাবার প্রতি রিগার্ড থাকে না। আহা, ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন! আমরা কত সৌভাগ্যশালী! বাবা কত সাধারণ দেহে প্রবেশ করে এসেছেন! বাচ্চরা, তোমাদেরকেও তো নিরহংকারী হয়ে উঠতে হবে। তিনি তো নিরাকার, তাঁর কখনোই দেহের অহংকার হয় না। তোমরাও নিরহংকারী হয়ে ওঠো। যখন তোমরা মরে যাবে, তোমাদের কাছে সমগ্র দুনিয়াটাই মরে যাবে। এখন তোমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, এই কবরখানাকে স্মরণ করে কি পাবে। নিজের সাথে নিজে এমননি করে কথা বলতে থাকবে, তবেই খুশির পারদ উর্ধ্বগামী হবে আর সর্বদা প্রফুল্লিত হয়ে থাকবে।

তোমরা বাবার সাথে এই যাত্রায় চলছ, বাবা তোমাদেরকে নিতে এসেছেন। এমন যেন না হয় যে, মায়া এসে নাক কান কেটে দিল। তখন বাবার কাছ থেকে জ্ঞান শুনেও, তা ধারণ করতে পারবে না, খুশির পারদ উর্ধ্বগামী হবে না। বহু জনকে এই জ্ঞান দান করলে তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। জ্ঞান মার্গে সকলের প্রতি অত্যন্ত মধুর স্বভাবের হয়ে থাকতে হবে। নোনা জলের মতো কখনো হয়োনা। বিকারী সম্বন্ধের প্রতিও এবং দৈবী সম্বন্ধের প্রতিও সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। উভয় পক্ষের প্রতিই স্নেহ রাখবে। বাবাও তাঁর সুসন্তানদের দেখে আনন্দিত হন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন আমরা যাত্রাতে রয়েছি। সেইজন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে।

২) বাবার মতো নিরহংকারী হতে হবে। আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে, সেইজন্য সকলের থেকে মোহ মুক্ত হয়ে যেতে হবে। নিজের সাথে নিজে কথা বলে প্রফুল্লিত থাকতে হবে।

বরদানঃ:- "যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন", এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম করে বেপরোয়া বাদশা ভব যিনি চালানোর তিনি চালাচ্ছেন, যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন - এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম করতে থাকো তাহলে, বেপরোয়া বাদশা হয়ে থাকবে। "আমি করছি" - এই বোধ এলে, বেপরোয়া হয়ে থাকতে পারবে না। বরং বাবার দ্বারা আমি নিমিত্ত হয়ে আছি - এই স্মৃতি তোমাদেরকে চিন্তামুক্ত বা নিশ্চিন্ত জীবনের অনুভব করায়, কাল কি হবে - তার কোনো চিন্তা থাকবে না। তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে, আর যা হতে চলেছে তা আরো ভালো হবে, কারণ যিনি করাচ্ছেন তিনি

সর্বোত্তম।

স্লোগান:-

নিজের শান্তি এবং সুখের ভাইব্রেশন এর দ্বারা প্রত্যেককে সুখ শান্তির অনুভূতি করাও, তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার জন্য নিজের স্বধর্মতে থাকো আর অশরীরী হয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিধিতে নতুন স্টুডেন্টদের উপরে জ্ঞানের রঙ লাগতে পারে?

*উত্তরঃ - তাদেরকে সবার প্রথমে সাতদিনের ভাড়িতে বসাও। নিয়ম হলো - যখন কেউ আসে তখন তাকে দিয়ে ফর্ম ভরাও। আগে সাত দিনের ভাড়িতে থাকবে, তবেই সম্পূর্ণ রঙ লাগবে। তোমরা ভ্রমরীরা জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করে নিজের সমান তৈরী করছো। তোমরা জানো যে - এখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগছে। যারা এই পরিবারের আত্মা হবে, তারা মহা-রোগী থেকে নিরোগী হওয়ার পুরুষার্থে লেগে পড়বে।

*গীতঃ- জলসা ঘরে স্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, বহিঃশিখার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে তো ওম্ শান্তির অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ অর্থঃ অহম্। অহম্ কে? আত্মা আর আমার শরীর কর্মেন্দ্রিয়। আত্মার স্বধর্ম হলই শান্তি। আত্মা কার সন্তান? বলবে পরমপিতা পরমাত্মার। তিনিও হলেন সাইলেন্স। আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড শান্তিধামে থাকে। পুনরায় পার্ট প্লে করার জন্য টকি ওয়ার্ল্ডে আসতে হয়। এখন অসীম জগতের বাবা বলছেন - হে বাচ্চারা, নিজের স্বধর্মতে থাকো। অশরীরী হয়ে বসো। বাবাকে স্মরণ করো। এই বাবাকে বহিঃশিখাও বলা হয়। এখন এটা হলো পতিত মানুষের জলসাঘর। এইসময় এই দুনিয়া হলো পতিত। সকল মানুষ মাত্রই পতিত। বোঝানো হয়েছে - সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। গৃহস্থ ধর্ম বলা হয়, যাকে সুখধাম বলা হয়। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। এটা হলো দুঃখ ধাম। এই চক্র পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এখন এটা হল কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, এখনই এই পতিত মনুষ্য-সৃষ্টিতে বাবাকে আসতে হয় - পতিত মনুষ্য সৃষ্টিকে পবিত্র বানাতে। বাবা রচয়িতাই পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়াতে পরিণত করেন, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। সকল ভক্তের ভগবান হলেন এক। তো বাবা বলছেন - আমাকেও পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয়। পরমধাম থেকে একবারই আসি - ভারতকে পাবন দৈবীরাজ্য বানাতে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে কেউ জানে না, কেননা সবাই হল নাস্তিক। একজনও আস্তিক পূণ্য মানুষ নেই। বাবাকে না জানার কারণে অনাথ হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। ঘরে-ঘরে কতোইনা অশান্তি! সত্যযুগ আদিতে ওয়ান অলমাইটি অথোরিটি দেবী-দেবতা রাজ্য ছিল, সুখধাম ছিল, পুনরায় দুঃখধাম কিকরে হয়েছে - এটা কেউ জানে না।

জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন। ভক্তি হলো ব্রহ্মার রাত। সন্ন্যাসীরা বলে - জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। বাস্তবে তারা তো বাড়ি-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। বৈরাগ্য এসে যায়। তাদের হলো রজোগুণী সন্ন্যাস, এটা হলো তোমাদের সতোপ্রধান সন্ন্যাস। এই পাপ আত্মাদের দুনিয়াতে একজনও পূণ্যাত্মা নেই। তো এই সম্পূর্ণ খেলাটি ভারতেই হয়। ভারতে সোনার পাখি ছিল। ভারতে সোনা আর হীরে বিপুল পরিমাণে ছিল। হীরে-জহরত খচিত সোনার মহল ছিল। এখন তো ভারত কড়ি-র মতো হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা-ই এই ভারতকে হীরের মতো বানিয়ে তোলেন। তোমরা জানো - আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। এখন এই বাবা পতিতদের জলসাঘরে এসেছেন। সাধারণ মানুষ মনে করে - পতিত-পাবনী হলো গঙ্গা, সেখানে স্নান করতে যায়। তথাপি কেউ পাপ আত্মা থেকে পূণ্যাত্মা হয় না। তবুও প্রতি বছর গিয়ে গঙ্গাস্নান করে। এই সময় কেউ পাবন নেই। যতক্ষণ পাবন বানানোর জন্য বাবা না আসেন ততক্ষণ কেউ পাবন হতে পারে না। পাবন বানান গীতার ভগবান। সকল আত্মাদের বাবা এই ভগবান তো হলেন এক। এমন নয় যে সকল ভক্তই হল ভগবান বা ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। এই কথাতে ভগবানের গ্লানি করেছে, এইজন্য যদা যদাহি... এটা ভারতের জন্যই গাওয়া হয়ে থাকে। যে বাবা এসে ভারতকে হীরের মতো তৈরী করছেন তাঁর কতোইনা নিন্দা করে।

ঋষি-মুণির আবার বলেন যে - রচয়িতা আর রচনা হল অনন্ত অথবা ন ইতি-ন ইতি, আমরা জানি না। আজকালকার মানুষ আবার বলে দেয় যে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। বাবা বলছেন - এইরকম যখন হবে তখন আমি এসে পাপ আত্মা থেকে পূণ্যাত্মা, দেবতা বানাই। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক। তিনিই এসে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরী করেন। বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। লৌকিক বাবার থেকে প্রাপ্ত হয় অল্পদিনের উত্তরাধিকার। অসীম জগতের বাবা বলছেন - আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য পবিত্রতা, শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করছি, যেটা লৌকিক বাবা দিতে পারবেন না। তিনি হলেন বাবাও, শিক্ষকও, আবার জ্ঞানের

সাগরও। বাবার মহিমা হল অত্যন্ত উঁচু, তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হলো সত্যযুগের। তার থেকে আবার অন্যান্য ধর্ম ইমার্জ হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের হয়েছে। এর আগে তোমরা শূদ্র ধর্মের ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় দেবতা তথা ঋত্রিয় হবে। এই ৮৪র চক্র লাগাতেই হয়। সত্যযুগেও সবার প্রথমে তোমরা আসবে। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল। গীতেও শুনেছো - চারিদিকে তীর্থযাত্রা করেছে তথাপি দূরেই থেকে গেছো অর্থাৎ বাবার সাথে মিলিত হতে পারোনি।

এখন হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য হল ডিটি (দৈবী) রাজ্য। সাধারণ মানুষ তো মনে করে - স্বর্গ-নরক এখানেই আছে। কিন্তু এইরকম হতে পারে না। মানুষ মারা গেলে তো বলে যে স্বর্গবাসী হয়েছে, তাহলে অবশ্যই নরকে ছিল। তাহলে অবশ্যই পুনর্জন্ম নরকেই নিতে হবে। মানুষের মং তো অনেক। প্রত্যেকেরই মত আলাদা-আলাদা। অনেক প্রকারে দ্বৈত মং আছে। অর্ধেক কল্প ভারতে দৈবী মং থাকে। এখন হল আসুরিক মং। ভারতবাসী যে ভগবানকে স্মরণ করে, সেই পারলৌকিক বাবাকে তো জানতে হবে তাই না। এখন ভারত কড়ির মতো হয়ে গেছে। এই ভারতকে হিরের মতো বানাতে হবে। গান্ধী অথবা নেহেরুও চেয়েছিলেন - ভারতে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি রামরাজ্য হবে। মনে করে - কোনও সময় ভারতে ছিল, এখন নেই এইজন্য রামরাজ্যের কামনা করে। কিন্তু এটা কোনও মানুষের হাতে নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। নিরাকার আত্মারা হল পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। ব্রহ্মাও শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন। ইনিও ভাই হয়ে গেলেন। বাচ্চারা সবাই হল ভাই-ভাই তো অবশ্যই সকল আত্মাদের পিতা হলেন এক। এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়েছে। ঠাকুরদার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ঠাকুরদার উত্তরাধিকারের উপর সকল আত্মাদের অধিকার থাকে। তা সেই আত্মা স্ত্রীর বা পুরুষের, যেকোনও শরীরে থাকুক না কেন। লৌকিক ঠাকুরদার উত্তরাধিকার কেবল নাতিদেরই প্রাপ্ত হয়। ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা, তাই না। সত্যযুগ ত্রেতাতে ভারতবাসীরা ২১ জন্ম অনেক সুখ ভোগ করেছে। তোমরা ৮৪র চক্রে এখন বুঝে গেছো। বাবা বলছেন - আমি গাইড হয়ে এসেছি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে এসেছিলে। এখন লাস্টেও তোমরা আছো। পুনরায় তোমরাই সবার আগে মানুষ থেকে দেবতা হবে। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই ৮৪ জন্ম নেয়। তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে সকলের জন্ম কম হতে থাকে। অন্যান্য ধর্মের আত্মাদের অবশ্যই কম জন্ম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো যে ইব্রাহিম আবার কবে আসবে? যীশু খ্রীষ্ট কত সময় পর আসবে? ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি মানুষই তো জানবে তাই না! বাবা বোঝাচ্ছেন - যখন সবাই পাপ আত্মা হয়ে যায়, তখন আমি এসে সবাইকে পূণ্য আত্মা বানাই। যারা কল্প পূর্বে হয়েছিলে, তাদেরই স্যাপলিং লাগাচ্ছি। সত্যযুগে ছিল এক ধর্ম। এখন কলিযুগে হল অনেক ধর্ম। এটা হল পতিত আত্মাদের জলসাঘর। সবাইকে পাবন বানানোর জন্য বাবা আসেন। তিনিই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। মায়া রাবণ দুর্গতি করায়, এইজন্য দেবতাদের সামনে গিয়ে গাইতে থাকে - আমার নিগুণ শরীরে কোনও গুণ নেই। বাবা এসে পতিতদেরকে পাবন বানিয়ে দৈবীগুণসম্পন্ন বানাচ্ছেন। এখন তোমরা দৈবীগুণ ধারণ করছো। পুনরায় ভারতে দৈবী রাজ্য স্থাপন হবে। এখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে।

তোমরা হলে অসীম জগতের সন্তানসী। তাদের হল পার্থিব জগতের বৈরাগ্য। এটা হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। তোমরা সমগ্র পুরানো সৃষ্টিকে ভুলে নিজের বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে সেই স্মরণ বা যোগাঙ্গিতে বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর তোমরা বিকর্মজিৎ হতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - যখন ৪-৫জন একসাথে আসে তখন আলাদা আলাদা ফর্ম পূরণ করাও। তাহলে বোঝা যাবে যে কে কোন ধর্মের? অনেক ধর্ম, অনেক মং আছে তাই না। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদেরই তীর লাগবে। করাচিতে সর্বদাই আলাদা আলাদা করে বুঝিয়েছিলেন। ফর্ম পূরণের কায়াদাও জরুরী। ৭ দিন ভাঙিতে তপ্ত হতে হবে কারণ মহা-রোগী হয়ে গেছে। (ভ্রমরীর উদাহরণ) তোমরা বাচ্চারা হলে ভ্রমরী। ভোঁ-ভোঁ করে নিজের সমান বানাতে হবে। দেবতা ধর্মের আত্মাদেরই স্যাপলিং লাগবে। বাচ্চাদেরকে যুক্তিও শিখতে হবে। বলো - সাতদিন যখন জ্ঞান বুঝবে তারপর সাক্ষাৎকার হবে, আর তোমাদের উপর রঙও তখন লাগবে। তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মা কুমার-কুমারী। সাধারণ মানুষ এটাও জিজ্ঞেস করে না যে এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কারা? আরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তো অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীই বলবে তাই না। ক্রিমিনাল অ্যাসাল্ট হতে পারবে না। এটা হল রাজযোগ, গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিকর্মাজীং হওয়ার জন্যে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য করে, একে ভুলে গিয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) ভ্রমরীর মতো জ্ঞানের রঙ লাগানোর সেবা করতে হবে। যুক্তির সাহায্যে মহা-রোগীদেরকে নিরোগী, নাস্তিককে আস্তিক বানাতে হবে।

বরদানঃ:- সদা সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে নির্লেপ অবস্থাকে অনুভবকারী সহজযোগী ভব যারা দেহের সম্বন্ধ আর দেহ থেকে সাক্ষী অর্থাৎ পৃথক থাকে তারা এই পুরানো দুনিয়ার থেকেও সাক্ষী হয়ে যায়। তারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে, সবকিছু দেখেও সদা পৃথক এবং প্রিয় থাকে। এই স্টেজই সহজযোগীর অনুভব করায়। একেই বলা হয় সাথে থেকেও নির্লেপ। আত্মা নির্লেপ নয়, কিন্তু আত্ম-অভিমানী স্টেজ হলো নির্লেপ অর্থাৎ মায়ার লেপ বা আকর্ষণ থেকে উদ্ধে। এইরকম স্থিতিতে যারা থাকে, তারা মায়ার আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়।

স্লোগানঃ:- শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার দ্বারা যারা সূক্ষ্ম সেবা করে, তারাই হল মহান আত্মা।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

“পরমাত্মা হলেন এক, বাদবাকি সবাই হলো মনুষ্য আত্মা”

এখন এটা তো সমগ্র দুনিয়ার মানুষ জানে যে পরমাত্মা হলেন এক, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, জানীজাননহার (অর্থাৎ তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা), এইভাবে তো সমগ্র দুনিয়ার মানুষ বলে যে আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন এক, যদি কোনও ধর্মাত্মা থাকে তো সেও পরমাত্মাকে মান্য করে। সেও নিজেকে পরমাত্মার সন্দেশ বাহক (বার্তা বাহক) বলে পরিচয় দেয়, এইভাবেই পরমাত্মা সন্দেশ নিয়ে নিজের নিজের ধর্মের স্থাপনা করে। যেরকম গুরু নানক পরমাত্মার এত গুণগান করেছেন - এক ওঙ্কার সৎ নাম। এক ওঙ্কারের অর্থ হল - পরমাত্মা হলেন এক। সৎ নাম অর্থাৎ তাঁর নাম হল সত্য অর্থাৎ পরমাত্মার নাম রূপ দুই-ই আছে। তিনি হলেন অবিনাশী, অকালমূর্তিও আবার তিনি হলেন কর্তা পুরুষও, তার মানে তিনি নিজে অকর্তা হয়েও কিভাবে ব্রহ্মা তনের দ্বারা কর্তা পুরুষও হন। এখন এইসব মহিমা হল এক পরমাত্মার। এখন মানুষ এতকিছু বুঝেও পুনরায় বলে দেয় যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। অহম্ আত্মা তথা পরমাত্মা, যদি সবাই পরমাত্মা হয়ে যায় তাহলে এক ওঙ্কার... এই মহিমা কোন্ পরমাত্মার করে থাকে? এটাই প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা হলেন এক।

২ - “ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা সফলতা”

এই যে তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, এই জ্ঞান ডাইরেক্ট জ্ঞান সাগর পরমাত্মার দ্বারাই প্রাপ্ত হচ্ছে। এই জ্ঞানকে আমরা ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলে থাকি কেননা এই জ্ঞানের দ্বারাই মনুষ্য আদি মধ্য অন্ত সুখ পায় অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কর্মবন্ধনে আসে না এইজন্যই এই জ্ঞানকে অবিনাশী জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এখন এই জ্ঞান কেবল এক-ই অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত হয় কেননা তিনি নিজেই হলেন অবিনাশী। বাদবাকি তো সকল মনুষ্য আত্মারা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসে এইজন্য তাদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদেরকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এইজন্য তাদের জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান অথবা বিনাশী জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এই দেবতারা হলেন অমর, কেননা এনারা অবিনাশী পরমাত্মার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন, তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা হলেন এক, তো তাঁর জ্ঞানও হল এক। এই জ্ঞান থেকে দুটি মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এক তো এই বিকারী কলিমুগী সম্প্রদোষ থেকে দূর হতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হলো শ্লেচ্ছ খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। এসবের থেকে সতর্ক থাকলে তবেই জীবনে সফলতা আসবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিটি পদক্ষেপে (কদমে) শিববাবার শ্রীমং নিতে হবে, নিজের সমস্ত সমাচার ব্রহ্মার মাধ্যমে বাবাকে দিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এক বাবার সন্তান হয়েও কারো প্রীত বুদ্ধি, কারো বিপরীত বুদ্ধি - কেন?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা নিজের সম্পূর্ণ কানেকশন বাপদাদার সাথে রাখে, কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি আসে না, সত্যি-সত্যিই পোতামেল ব্রহ্মার হ্রু দিয়ে শিববাবাকে শোনায় তারা হলো প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা। যদি কোনো বিষয় নিয়ে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণীর প্রতি রুগ্ন হয়, চিঠি লেখে না আর ভাবে যে - ব্রহ্মার সাথে আমার কোনো কানেকশন নেই, শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে তো তাদের বুদ্ধিকে মায়া গ্রাস করে। ওরা হলো বিপরীত বুদ্ধির।

*গীতঃ- আমাকে সাহারা দিয়েছেন যিনি হৃদয় তাকে ধন্যবাদ জানাতে চায়.....

ওম্ শান্তি । বাবাও বাচ্চাদের ধন্যবাদ দেন। যে বাচ্চারা সহযোগী হয় বাবা তাদের ধন্যবাদ জানান এবং বাচ্চাদের মহিমা করেন। এখন তো বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের বাবা এসেছেন। বাবা আসেন-ই পতিত দুনিয়াতে। গেয়েও থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। পতিত-পাবন আসবেন, অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া স্বর্গ স্থাপনা করবেন, যেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। পাবন দুনিয়ার মহিমা গায়ন আছে। পবিত্র দুনিয়াতে আত্মান করার কেউ থাকে না। আত্মান করা হয় এই পতিত দুনিয়াতে। ভক্ত নিজেকে পতিত মনে করে। বরাবরই এক ভারত ছিল যেখানে পবিত্র দেবতাদের রাজত্ব ছিল। ভারতে পবিত্রতা ছিল। বড় সাহকার ছিল, খুব সুখী ছিল, এখন তো দুঃখী হয়ে পড়েছে। শিববাবাই ব্রহ্মা শরীরে বসে বোঝান। সুতরাং ব্রহ্মার শরীরকেও স্মরণ করতে হবে না ! যদি বাচ্চারা দূরে কোথাও যায়, মনে করো তোমরা নিজেদের শহরে যাবে তো তোমাদের অসীম জগতের পিতা, সাজনও তিনি, ওঁনাকে চিঠি তো লেখা উচিত তাইনা। শিববাবাকে লিখতে হবে হ্রু ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ছাড়া শিববাবা তো শুনতে পাবে না। শিববাবা হ্রু ব্রহ্মা স্মরণ করতে হবে না! কিছু এমন বাচ্চাও আছে যারা মনে করে আমরা তো শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকি। সাকারের সাথে কোনো কানেকশন নেই কিন্তু যখন শিববাবা এখানে আছেন তাহলে অবশ্যই বাবাকে পত্র লিখতে হবে। সমাচার দিতে হবে - শিববাবা হ্রু ব্রহ্মা। গাওয়াও হয় বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি আর বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি - কার সাথে? শিববাবার সাথে ব্রহ্মা দ্বারা। এমনই মন্দ বুদ্ধির আছে যে বলে - আমি তো শিববাবাকেই স্মরণ করি। শিববাবা বলেন না, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই এই শরীরে আছেন, এর মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। নিরাকারকে তোমরা কিভাবে চিঠি লিখবে? সাজন সজনীকে, সজনীরা সাজনকে চিঠি তো লেখে না! সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত মানুষ, মানুষকে পত্র ইত্যাদি লিখে এসেছে। এখন আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, ওঁনাকে পত্র লিখতে হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কথা বলতে হবে। সুতরাং হ্রু ব্রহ্মা ওঁনার সাথে কানেকশন রাখতে হবে। হ্রু ব্রহ্মা চিঠি লিখলে তবেই শিববাবা বুঝবেন বরাবরই স্মরণ করে আসছে। কারো বুদ্ধিকে মায়া এমনই ধরে ফেলে বা দেহ-অভিমান (দেহ বোধ) আসে যে পত্রও লেখে না, ভুলে যায়। এখন বিনাশ কালে সবার বিপরীত বুদ্ধি। পান্ডবদের হলো প্রীত বুদ্ধি। লোকেরা মনে করে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিল। আচ্ছা, মনে কর শ্রীকৃষ্ণ আছে তাহলেও তাঁকে চিঠি লিখতে হবে। শিববাবাকেও লিখতে হবে। শ্রীমত অবশ্যই নিতে হবে। বাচ্চারা বলে শিববাবাকে স্মরণ করি। কিন্তু সাকার ব্রহ্মা ছাড়া তো পরামর্শ পাবে না। ভালো-ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা লেখে আমার যোগ শিববাবার সাথে, আমি তাঁকে সাহায্য করতে থাকব। তবুও হ্রু ব্রহ্মা বাবা ছাড়া দাদার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার নিতে পারবে না। কদম-কদম পরামর্শ নিতে হবে। এমনই সব খবর বাবার কাছে আসে। রুগ্ন হয়ে পড়ে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণীর প্রতি। তারপর মায়া সম্পূর্ণ রূপে মুখ ফিরিয়ে দেয়। বোঝা উচিত যে প্রতিটি পদক্ষেপে শিববাবার কাছ থেকে শ্রীমং নিতে হবে - বাবা, এই অবস্থায় কি করা উচিত।

বাবা সবসময়ই জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, খুশি বা সন্তুষ্ট আছো তো? এক হয় শারীরিক অসুস্থতা, দ্বিতীয় হলো আত্মিক অসুস্থতা (আত্মার অসুস্থতা) । কখনও পত্র লেখে না যে বাবা আমরা আনন্দে আছি, আমাদের উপরে মায়া আক্রমণ করে না। আচ্ছা, তিনি সব কিছুই জানেন তবুও ওঁনার কাছে মত তো নেওয়া উচিত না যে - এই ব্যাপারে আমি ঠিক না ভুল? যোগ সম্পূর্ণ না হলে উল্টে পড়ে যায়। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি। বাচ্চাদের তো বাবার কাছে আসতে হবে। বাবা এখানেই

বসে আছেন তাই না ! অনেকে আছে যাদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায় তখন উল্টো-পাল্টা কাজ করতে লেগে পড়ে, বিমর্ষ হয়ে পড়ে। শ্রীমৎ ছাড়া কাজ চলতে পারে না। গাইড ছাড়া একলা কেউ পৌঁছাতে পারে না। কেউ রাস্তাই জানে না তো কিভাবে যাবে? গাইডের হাত অবশ্যই প্রয়োজন। সাঁতার কাটার জন্য আধার অবশ্যই প্রয়োজন। বাবা বাচ্চাদের সাবধান করতেই থাকেন কোনো বিষয়ে যদি সংশয় আসে তাহলেও অন্তত এনার সাথে (ব্রহ্মা) কানেকশন থাকতে হবে। শিববার শ্রীমতও তো এনার কাছ থেকেই পাওয়া যায় তাই না! বাবা বুঝিয়েছেন - অকালমূর্তির এই রথ বা সিংহাসন বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাবা বলেন - আমি এনার রথ বা সিংহাসনের আধার নিই। এরপর আমি যে কোনো সময় কারো মধ্যে প্রবেশ করে নিজের সার্ভিস করে নিই। বাবা বুঝিয়েছেন কেউ হনুমানের ভক্তি করে সুতরাং তাকে সেটারই সাক্ষাৎকার করাই। তার ভাবনার মূল্য দিই। যদি হনুমানের সাক্ষাৎকার করাই তবে তার ভাব (ভক্তি) সম্পূর্ণ রূপে তার প্রতিই হবে। সে শুধু তাকেই ধরে থাকবে। বাবা খুব অভিজ্ঞ রথ বেছে নিয়েছেন। ইনি ছিলেন একজন রত্ন ব্যবসায়ী। এটাও হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা। কল্পে-কল্পে এই রথে আসবো তবেই করেই কাজ করবো। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করবেন তাই না! যেমন ক্রাইস্টের দ্বারা খ্রীস্টান রচিত হয়। রাশিরও মিল রয়েছে। সুতরাং আমাকে ব্রহ্মার রথে আসতে হয়। এনার জন্মের কাহিনীও বসে বোঝাই। এনার প্রথম জন্ম শ্রীকৃষ্ণের। এই জন্মেরও অনেক জন্মের শেষে আসি। এনাকে অ্যাকুরেট করে তুলি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে - প্রথমে তো ব্রহ্মা অবশ্যই প্রয়োজন তবেই তো তার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ রচনা হবে। ব্যক্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে চাই। সূক্ষ্মলোকে তো প্রজাপিতা থাকে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই প্রয়োজন এবং আমিও এই ভারতেই আসি। যখন ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। অর্ধেক কল্পের ভক্তি সম্পূর্ণ হয়।

গেয়েও থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। যদি প্রলয় হয় তবে তো দুনিয়া পবিত্র হতে পারবে না। প্রলয় শব্দটা ভুল। যখন সবাই অতি দুঃখী পতিত হয়ে পড়ে তখন আমি আসি। পবিত্র দুনিয়া হলো সত্যযুগ-ত্রৈতা, দ্বাপর-কলিযুগ পতিত দুনিয়া। এখানে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, সত্যযুগে তো এতো প্রয়োজন নেই। দেখানো হয়েছে পেট থেকে মুসল বেরিয়েছে, যা দিয়ে নিজেদের কুলকেই নাশ করেছে.... এ'সব কাহিনী বসে তৈরি করেছে। পেট থেকে কোনো জিনিস বের হয়না। এতো বুদ্ধির কাজ। সায়েন্সের মাধ্যমেও দেখো এখন মানুষ কত সুখে আছে। আগে গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। বাবা তো অনুভবী। বাবা বলেন আমি বৃদ্ধ শরীরে আসি, শ্রীকৃষ্ণের শরীর তো বৃদ্ধ নয়। শ্রীকৃষ্ণ খোড়াই পতিত। আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং এই পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয়। পতিত দুনিয়াতে পবিত্র শরীর থাকেই না। এখানে আত্মারাও তমোপ্রধান তো শরীরও তমোপ্রধান। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ বলা হয় না! প্রথমে হলো গোল্ডেন এজ। সেখানে আত্মা আর শরীর দুইই হলো পবিত্র। এরপর আত্মা পতিত হয়ে যায়। তাদেরকে আমি এসে ভাইসলেস (পবিত্র) বানাই। মায়া তো এমন যে কিনা ভালো ভালো ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চাদেরও কান টেনে ধরে। ব্রাহ্মণীর প্রতি বা ব্রহ্মার প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হলো বা সংশয় এলো, তো গেলো। মায়া বিমুখ করিয়ে দেয়। প্রীত বুদ্ধির থেকে বিপরীত বুদ্ধির হয়ে পড়ে। তারপর শিববার কাছ পাঠ নেওয়া ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ পড়লেও পুরোপুরি ধারণা হয় না, তবুও বাবা বলেন কোনো ব্যাপার নয়। কেবল দুটি কথাকে মজবুত করে নাও। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি এখানে আর ওখানে (পরমধাম গৃহে) থাকতে হবে। একটা জিন এর উদাহরণ আছে না? জিন বললো আমাকে কাজ দাও নাহলে আমি তোমাকেই খেয়ে ফেলবো। বাবাও বলেন যে, আমি তোমাকে এই স্মরণ করবার কাজ দিচ্ছি। যদি স্মরণ না করো তবে মায়া কাঁচা খেয়ে ফেলবে। স্মরণের জন্য কিছুটা সময় তো বের করা উচিত তাই না? প্রথমে অল্প অল্প সময়, তারপর প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। বাবা বলেন চুপ থাকো, কেবল আমাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা জানো যে, বাবা উপরেও রয়েছেন, এখানেও আছেন। আমাকে বাবার কাছ যেতে হবে। এখন বুঝতে পেরেছো যে বাবা এই শরীরে এসেছেন। স্মরণ না করলে তো মায়া কাঁচা খেয়ে ফেলবে। কাহিনী তো অনেক বানিয়ে দিয়েছে।

আগে তোমরা অবুঝ ছিলে এখন বাবা বোঝান যে, আমি চলে যাই, তখন তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলি। আত্মাই পরীক্ষা পাশ করে থাকে - শরীরের দ্বারা। এখন বাবা বলেন যে, দেহী-অভিমানী হও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই লাভ। এরই নাম রেখে দিয়েছে যোগ বলে। নইলে এ হলো স্মরণ, আত্মাদের হলো বাবার সাথে প্রীতি। বাবাকে স্মরণ করে। আশিক-মাশুকেরও পরস্পরের শরীরের প্রতিই ভালোবাসা হয়ে থাকে। আশিক-মাশুক উভয়েই হলো দেহধারী। আশিকের সামনে যেন মাশুক অর্থাৎ প্রিয়তম দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাশুক যেন আশিককে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। এখন তোমরা হলে আশিক, পরমপিতা পরমাত্মার। মাশুক অর্থাৎ প্রিয়তম হলেন একজন, বাকি সব আত্মারা হলো আশিক। সেই নিরাকার বাবা তোমাদেরকে এই সাকারের দ্বারা বসে মত প্রদান করছেন। তোমরা তো না আত্মাকে না পরমাত্মাকে দেখতে পাও। কখনো কখনো কারো কারো আত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। মানুষ তো কিছু বুঝতে পারে না। বাবা

লাইটের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন, কারণ মনে প্রগাঢ় ভাবনা রয়েছে। বলেছে না যে, অনেক লাইট তেজোময়, বন্ধ করো, বন্ধ করো, আর সহ্য করতে পারছি না। চোখ লাল লাল হয়ে যায়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি তো হলাম স্টার। জোনাকির মতো, ফায়ারফ্লাই। জোনাকির লাইট যেমন চিকমিক করে, সেই রকমই স্টারের মতো আল্লা বেরিয়ে যায়। (বিবেকানন্দের যে অনুভব হয়েছিল বাবা সেই উদাহরণ দিলেন) তো যার মনে ভাবনা স্থান পেয়েছে সেই রকমই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, তোমাদের মনে যেমন ভাবনা স্থান পায় আমি সেই রূপের সাক্ষাৎকার করাই। আল্লা যেমন তেমনই হলো পরমাত্মা। কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। আল্লাও হলো চৈতন্য। সব সংস্কার আল্লার মধ্যেই থাকে। বাবার মধ্যেও সংস্কার রয়েছে - স্থাপনা, বিনাশ আর পালনের কর্তব্য করবার। তিনি ত্রিমূর্তি যে। শিব বাবাকেও কেউ জানে না। তো ত্রিমূর্তির উপরে যে শিব, রচয়িতা যিনি, তাকেই ভুলে গেছে। বাস্তবে গীতার ভগবান হলো ত্রিমূর্তি শিব, কিন্তু তারা বলে দেয় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। আরে ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরেরও তো কেউ রচয়িতা থাকবে। কারোরই বুদ্ধিতে সেটা আসে না।

বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। তোমাদের হলো প্রীত বুদ্ধি। কারো যদি বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায়, তো যেন কৌরব হয়ে যায়। এখানে আসে ঠিকই কিন্তু পদ কম হয়ে যায়। যা কিছু জমা করে সব 'না' হয় যায়। তারপর প্রজাতে গিয়ে কম পদ পাবে। এই সময় দেখো - পড়াশোনা করে কত কিছুই না হয়ে উঠতে পারে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেবতা হতে চাইলে এই খারাপ জিনিসটাকে (বিষ-কে) ত্যাগ করতে হবে। একমাত্র বাবাই হলেন সদ্গুরু, যিনি মুক্তি-জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন। যেতে তো সবাইকেই একই সময়ে হবে। এমন নয় যে মাঝখান থেকে চলে যাবে। প্রত্যেককে নিজের নিজের পাট প্লে করতে হবে। অস্ত্রিমে অবশ্যই সকলকে মশার ঝাঁকের মতো ফিরে যেতে হবে। গীতাতেও লেখা আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দেওয়ার ফলে গীতার মহত্বকেই খর্ব করে দিয়েছে। বাবা যদি না আসেন তবে মুক্তিধামে কীভাবে যাবে? তারপর নিজের নিজের সময় অনুযায়ী এসে নিজের পাট প্লে করতে থাকে। এ'সব হলো বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর বিষয়। নাটশেলে (সংক্ষেপে) বলেন, আমাকে স্মরণ করো। ব্যস, গড ইজ ওয়ান। বাকি সবাই হলো বাচ্চারা। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সব সময় খুশী এবং সন্তুষ্ট থাকার জন্য প্রতিটি কদমে বাবার থেকে রায় নিতে হবে। শিববাবাকে ব্রহ্মার ৩ স্মরণ করতে হবে। নিজের সমাচার দিয়ে যেতে হবে।

২) কখনোই কোনো কথায় সংশয় যেন না জন্মায়। ব্রাহ্মণীর প্রতি বা ব্রহ্মা বাবার প্রতি মনঃস্কুল হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেবে না। সদা প্রীত বুদ্ধি থাকতে হবে।

বরদান:- সুখ স্বরূপ হয়ে সমগ্র বিশ্বে সুখের কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব যেমন বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, সেই রকম তুমিও জ্ঞান স্বরূপ, সুখ স্বরূপ হও, প্রতিটি গুণের কেবল বর্ণনা করা নয়, বরং অনুভব করো। যখন সুখ স্বরূপের অনুভবী হবে, তখন তুমি সুখ স্বরূপ আল্লার মাধ্যমে সুখের কিরণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। সূর্যের কিরণ যেমন সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে যায়, তেমনই তোমার জ্ঞান, সুখ, আনন্দের কিরণ যখন সকল আল্লাদের কাছে পৌঁছে যাবে, তখন তোমাকে বলা হবে মাস্টার জ্ঞান সূর্য।

স্নোগান:- দিব্য জন্ম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ সে, যে তার মুখের কথা, সংকল্প আর কর্মের দ্বারা দিব্যতাকে অনুভব করাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাজানা - সংকল্পের খাজানা"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের খাজানার খাতাকে দেখছিলেন। প্রতিটি বাচ্চা অনেক অনেক খাজানা প্রাপ্ত করেছে আর অবিনাশী অগণিত খাজানা পেয়েছে। শুধুমাত্র এই জন্মের জন্য নয় বরং অনেক জন্মের গ্যারান্টি। এখনও সাথে রয়েছে, পরেও সাথে থাকবে। তো আজ সবচেয়ে বিশেষ শ্রেষ্ঠ যে খাজানা এবং সকল খাজানা গুলির বিশেষ আধার, সেটাকেই বিশেষ ভাবে দেখছিলেন যে সকলের খাতায় সেই খাজানা কতখানি জমা হয়েছে? প্রাপ্ত তো হয়েছে অগণিত, কিন্তু জমা কতটা হয়েছে? তো সবথেকে শ্রেষ্ঠ খাজানা হলো সংকল্পের খাজানা। আর তোমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ সংকল্পই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের আধার। সংকল্পের খাজানা হলো অত্যন্ত শক্তিশালী। সংকল্পের দ্বারা সেকেন্ডেরও কম সময়ে পরমধাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারো। সংকল্প শক্তি হলো অটোমেটিক রকেটের থেকেও তীব্রগতির রকেট। যেখানে চাও পৌঁছে যেতে পারো। বসে আছো, কিম্বা কোনো কাজকর্ম করছো, সংকল্পের খাজানার দ্বারা শক্তির সাহায্যে যে আত্মার কাছে পৌঁছাতে চাও তার সমীপে নিজেকে অনুভব করতে পারবে। যে স্থানে পৌঁছাতে চাও সেখানে পৌঁছাতে পারবে। যে স্থিতিতে গ্রহণ করতে চাও, শ্রেষ্ঠ স্থিতি হোক, খুশীর হোক, কিম্বা ব্যর্থ হোক, দুর্বলতার হোক, সেকেন্ডের সংকল্পের দ্বারা গ্রহণ করতে পারো। সংকল্প করলে - আমি হলাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা, তো শ্রেষ্ঠ স্থিতি আর শ্রেষ্ঠ অনুভূতি হবে আবার সংকল্প করলে যে, আমি তো দুর্বল আত্মা, আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই, তো সেকেন্ডে সংকল্পের মধ্যে খুশী উধাও হয়ে যাবে। উদ্বিগ্ন অবস্থার লক্ষণ স্থিতিতে অনুভব হবে। কিন্তু দুটো স্থিতিরই আধার হলো সংকল্প। বাবাকে স্মরণ করতে বসার সময় সংকল্পের আধারেই স্থিতি তৈরী হয়। আমি হলাম বিন্দু, আমি হলাম ফুরিস্তা... এই স্থিতি সংকল্পের দ্বারাই তৈরী হয়। তাহলে সংকল্প কতখানি শক্তিশালী!

জ্ঞানের আধারও হলো সংকল্পই। আমি হলাম আত্মা, আমি শরীর নই - এই সংকল্প তোমরা করে থাকো। সারাদিন মন-বুদ্ধিকে শুদ্ধ সংকল্প দিয়ে থাকো অথবা মননে শুদ্ধ সংকল্প করে থাকো, তো মনন শক্তির আধারও হলো সংকল্প শক্তি। ধারণা করে থাকো, মন-বুদ্ধিকে সংকল্প দিয়ে থাকো যে আজ আমাকে সহনশক্তি ধারণ করতে হবে, তো ধারণারও আধার হলো সংকল্প। তোমরা সেবা করে থাকো, প্ল্যান বানিয়ে থাকো, সেও তো শুদ্ধ সংকল্পের দ্বারাই হয়ে থাকে তাই না! শুদ্ধ সংকল্পের দ্বারাই প্ল্যান তৈরী হয়। তোমাদের তো অনুভব রয়েছে। তো ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ শ্রেষ্ঠ খাজানা হলো সংকল্পের খাজানা। যদি তোমরা সংকল্পের খাজানাকে সফল করতে পারো তবে তোমাদের স্থিতি, কর্মের দ্বারা সারাটা দিন খুব ভালো কাটবে আর সংকল্পের খাজানাকে যদি ব্যর্থ যেতে দাও তাহলে তার রেজাল্ট কি হতে পারে? যে স্থিতি তৈরী করতে চাও তা হবে না। আর তোমরা সবাই জানো যে, ব্যর্থ সংকল্প বুদ্ধিকেও দুর্বল করে দেয় আর স্থিতিতেও দুর্বল করে তোলে। যাদের মনে ব্যর্থ চলতে থাকে তাদের বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যায়, কনফিউজড হয়ে থাকে। নির্ণয় ঠিক হবে না। সদা বিষাদগ্রস্ত থাকবে। কোনটা করব, কোনটা করব না, স্পষ্ট ভাবে নির্ণয় করতে পারবে না। আর ব্যর্থের গতি অত্যন্ত ফাস্ট হয়ে থাকে। ব্যর্থ সংকল্পের অনুভব তো সকলেরই হয়ে থাকবে। বিকল্প নয়, ব্যর্থের অনুভব সকলের রয়েছে। তো ফাস্ট গতি হওয়ার কারণে সেটাকে তারা কন্ট্রোল করতে পারে না। কন্ট্রোল চলে যায়। ডিস্টার্বড বা খুশী উধাও হয়ে যাবে বা মন উদাস থাকবে, জীবনের থেকে আনন্দ হারিয়ে যায় - এগুলি হলো ব্যর্থ সংকল্পের লক্ষণ। অনেকে তো বুঝতেই পারে না যে আমার স্থিতি কেন এই রকম হলো? তারা বড় বড় বিষয় গুলিকে দেখতে থাকে যে, কোনো বিকর্ম তো করিনি, কোনো খারাপ কাজ তো করিনি, তাহলে জীবনে খুশী নেই কেন, উদাস লাগে কেন, আজকাল কিছুই ভালো লাগে না কেন, কোনো কিছুতে মনই বসে না। কারণ কী? বিকর্মে দেখে, বিকল্পকে দেখে, বড় বড় ভুল গুলোকে চেক করতে থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম ভুল হলো ব্যর্থ খাজানা গুলিকে নষ্ট করা। নিশ্চয়ই ওয়েস্ট এর, ব্যর্থ নষ্ট করার খাতা বড় হয়ে গেছে। এইরকম শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে প্রথমে বড় আকারে হয় না, ছোট আকারে হয়, কিন্তু ছোট থেকে বাড়তে বাড়তে বড় আকার ধারণ করে ফেলে আর বড় রূপটাই তখন দেখতে পাওয়া যায়। ছোট রূপকে দেখতে পাওয়া যায় না। ঠিক সেইরকম ব্যর্থের খাতা, নষ্ট করে ফেলার খাতা বড় হয়ে যেতে থাকে, বেড়ে যেতে থাকে। পাপের খাতা হলো আলাদা, এ হলো খাজানাকে নষ্ট করবার খাতা। পাপকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তখন বুঝতে পেরে যাও যে, আজকে এটা করে ফেলেছি, সেইজন্য খুশী উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যর্থ নষ্ট করবার খাতা, সেটার চেকিং কম হয়ে থাকে। আর তোমরা ভাবতে থাকো যে, চলো আজকের দিনটাও তো অতিবাহিত হয়ে গেলো, ভালোই গেলো, এমন কোনও ভুল কাজও করিনি। কিন্তু এটা চেক করেছে যে নিজের সংকল্পের শ্রেষ্ঠ খাজানাকে জমা করেছে নাকি ব্যর্থ নষ্ট করেছে? যদি জমা না হয়ে থাকে তবে নষ্ট

করবার খাতা হবে তো না? মনে মনে ভাবছো যে অনেক কিছু করছি, কিন্তু খাতা তো চেক করো যে আজকে আমি কোন্ কোন্ খাজানাকে জমা করেছি? চেক করতে জানো তো? নিজের চেকার নিজে হতে পেরেছো নাকি অন্যের চেকার হয়েছো? কেননা নিজেকে ভিতর থেকে দেখতে হয়, অন্যদেরকে বাইরে থেকে দেখতে হয়, সেটা তো সহজেই হয়ে যায়। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, বিশেষ যে শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানা, সেটা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন না যে ব্যর্থ নষ্ট করে ফেলছে নাকি সমর্থ হচ্ছে?

ব্রহ্মা বাবাকে ইকোনমির অবতার বলা হয়। তোমরা সবাই কারা? তোমরাও তো মাস্টার নাকি নও? ইকোনমি করতে জানো তো? নাকি খরচ করতেই জানো? এমনিতে ডবল ফরেনাররা লৌকিক জীবনের হিসাবে জমার খাতা কম বানাতে জানে। খেলো আর খরচ করে ফেললো, শেষ। চেক এর ব্যালেন্স কম রাখো। কিন্তু এই ব্যাপারে তো ইকোনমির অবতার হতে হয়। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, যত পরিমাণ প্রাপ্ত হয়েছে, যতখানি সংকল্পের শ্রেষ্ঠ খাজানা জমা হওয়া উচিত ততখানি হয়নি, ব্যর্থের হিসাব বেশী দেখতে পেলেন। সংকল্পই যদি ব্যর্থ হলো তবে অন্য সব খাজানা স্বভাবতই ব্যর্থ হয়ে যায়। সংকল্প ব্যর্থ হলে কর্ম আর বোল তবে কী হবে? ব্যর্থই তো হবে না? ফাউন্ডেশন হলো সংকল্প। অতএব সংকল্পকে তো চেক করো। হাফা ছেড়ে দিও না। ঠিক আছে, কেবল দু মিনিটই তো হয়েছে, বেশী হয়নি... কিন্তু দুই মিনিটে চেক করে দেখো কতগুলো সংকল্প চলেছে? ব্যর্থ সংকল্পের গতি তো খুব তীব্র হয় তাই না? এক সেকেন্ডে আবু থেকে আমেরিকা পৌঁছে যাবে। এমনিতে পৌঁছাতে তো কয়েক ঘণ্টা লাগে। তো এতখানি ফাস্ট গতি, সেই গতি অনুসারে চেক করো, নিজের সংকল্প শক্তির সাশ্রয় করো আর তারপর ফের রাতে চেক করো। অ্যাটেনশন দিয়ে যে কোনো জিনিসের যদি সাশ্রয় করো, তবে সাশ্রয় যদি অল্পও হয়, কিন্তু সাশ্রয় করার একটা এক্সট্রা আনন্দ আছে। যদি ১০ পাউন্ড বা ডলার খরচ হয় আর তার মধ্যে থেকে তুমি যদি ১ পাউন্ড বা ডলার বাঁচাতে পারলে, তখন সেই ১ পাউন্ডের জন্য খুব আনন্দ হতে থাকে যে ১ পাউন্ড/ডলার তো বাঁচাতে পারলাম! তো নিজের সংকল্প গুলির উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার রাখো। এই রকম বলবে না যে - আমি তো চাইছিলাম না, বুঝতে তো পারছি কিন্তু কী করবো হয়ে যায়...। কে বলে যে হয়ে যায়? মালিক নাকি গোলাম? মালিকের তো কন্ট্রোলে থাকে তাই তো? মালিককে কেউ যদি ধোঁকা দিয়ে দেয়, তবে কি সে মালিক? তাহলে এটা চেক করো যে - কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে তো? এক তো সাশ্রয় করো, ওয়েস্ট এর বদলে বেস্ট এর খাতাতে জমা করো আর দ্বিতীয়তঃ যদি সাশ্রয় না করতে পারো তবে ব্যর্থকে সমর্থ সংকল্পে পরিবর্তন করো। যদি কন্ট্রোল করতে না পারো তবে অন্তত পরিবর্তন তো করতে পারো? তার গতিবেগকে সাথে সাথে চেক করো। নাহলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। ১ ঘণ্টাকে যদি চেক করে দেখো, তবে দেখবে এক ঘণ্টার মধ্যেও ৫ - ১০ মিনিটও যে ওয়েস্ট সংকল্প যাচ্ছিল, সেই ৫ মিনিটও ওয়েস্ট থেকে বেস্টে জমা হয়ে গেছে। তাহলে ভাবো ১২ ঘণ্টার মধ্যে ৫ - ৫ মিনিট করেও কতো জমা হয়ে যাবে? তার ফলে আনন্দও কতো হবে? আর যত যত শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাতা জমা হবে, সময়কালে সেই জমার খাতাই কাজে আসবে। নাহলে তো স্থূল ধন যেমন জমা না হলে সময় কালে ধোঁকা খেয়ে যেতে হয়, সেই রকমই এখানেও যখন কোনো বড় পরীক্ষা চলে আসবে, তখন মন আর বুদ্ধি খালি - খালি লাগবে, শক্তির অনুভব হবে না। পরের বছর দেখবো যে, সকলের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাতা যেন ভরপুর থাকে। খালি খালি না থাকে। এই শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানা শ্রেষ্ঠ প্রালন্ধের আধার হবে। তাহলে জমা করতে জানো তো? রাজযোগী অর্থাৎ চেক করতেও জানে আবার জমা করতেও জানে। যার জমার খাতা থাকবে, তার আচার-আচরণ আর চেহারা সব সময়ই ভরপুর দেখতে পাওয়া যাবে। এইরকম নয় যে, আজকে দেখলে চেহারা খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আবার কালকেই দেখা যাবে উদাসীনতার ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে - এই রকম নয়। সারাদিনে চেক করে দেখো তোমার পোজ কতবার বদলে যাচ্ছে? কখনো চেক করেছো? পোজ অনেকবার বদলে বদলে যাচ্ছে। বাপদাদা তো সকলের পোজ দেখেন তাই না? কখনো কখনো দেখেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা কর্ম করবার সময় এত সময় লাগায় না কিন্তু তার সেই কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে করতেই অনেক টাইম নষ্ট করে ফেলে। তারপরে বলে, তিনদিন ধরে মনে খুশীই উধাও হয়ে গেছে। খুশী কেন উধাও হয়ে গেলো? কোথায় গেলো? কে নিয়ে গেলো? খাজানা তো তোমার, তাহলে নিয়ে গেলো কে? অনুশোচনা আসা ভালো, কেননা অনুশোচনা নিজের ভিতরের পরিবর্তন করায়, কিন্তু তাতে বেশী সময় নষ্ট করে না। অনুশোচনার ফ্রন্দন করবে তো সারা সপ্তাহ ধরেই কাঁদতে থাকবে। অনুশোচনা করলে, খুব ভালো, কিন্তু সেটা এমন হবে - অনুশোচনা করা আর খুশী নিয়ে আসা। এখন থেকে সেকেন্ডে নির্ণয় করো যে, এটা করবে কিম্বা করবে না। আগেও বলেছিলাম যে - নট অর ডট এই দুটো শব্দকে মনে রাখো। নট ভাবলে আর ডট লাগালে। চার ঘণ্টা ধরে কাঁদতে থাকলে, চলো চোখের জল এলো না, মনে মনে কাঁদলে। আধ ঘণ্টা চোখের জল ফেললে আর চার ঘণ্টা মনে মনে কাঁদলে এতখানি অনুশোচনা করে না। এটা অনেক বেশী হয়ে যায়। অনুশোচনারও তো একটা সীমা রাখো।

বাপদাদার ডবল বিদেশীদের একটা জিনিস খুব ভালো লাগে। কান্না দেখতে ভালো লাগে না, কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস

ভালো লাগে। কোনটি? সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী। সত্যি কথা বলতে তারা ভয় পায় না, লুকায় না তারা। তো সত্য হৃদয় বলেই বাবার ডবল ভালোবাসার পাত্রও তোমরা। তো সত্য হৃদয় রেখেছো, সাহেবকে তো সন্তুষ্ট করে ফেলেছো, কিন্তু পরিবর্তনও ঠিক এত তাড়াতাড়ি করা চাই। তাকে বারে বারে ভিতরে ভিতরে বর্ণনা করবে না যে - এটা হয়ে গেলো, এই রকমটা হয়ে গেলো...। হয়ে গেছে, ফিনিশ। এর পরের জন্য অ্যাটেনশন। কিন্তু কখনো কখনো অ্যাটেনশনের পরিবর্তে টেনশন করে ফেলো তোমরা, সেটা ক'রো না। সবচেয়ে বড় জাস্টিস হও। এখানেও তো চিফ জাস্টিস থাকে না? তোমরা তো হলে চিফ জাস্টিসেরও চিফ। নিজের বিষয়ে অতি দ্রুত জাস্টিস করো - রং, রাইট। রং যদি হয় তবে নট আর ডট। এই রকম না হলে এই রকম হতো, এই রকম না হলে ওই রকম হতো... এইভাবে নষ্ট করে ফেলার খাতা জমা করতে থাকো তোমরা। উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, জমার খাতা শেষ হয়ে যায়। ভাবো কিন্তু ব্যর্থ কথা নয়। আর সাশ্রয় করে দেখাও - এক ঘন্টা ধরে এতটা বাঁচিয়েছি, এই রেজাল্ট দেখাও যে ব্যর্থ চালু হলো কিন্তু আমি সাথে সাথে চেঞ্জ করলাম আর জমা করলাম। ওয়েস্ট হওয়া থেকে বাঁচাও। এই সাশ্রয়ের খাতা খুব আনন্দ দেবে।

এই বছর বাপদাদা সকলের সাশ্রয়ের খাতাকে ভরপুর দেখতে চান। করতে পারবে তাই না? তো এখন ফাস্ট গতিতে করতে হবে। কারণ টাইমও তো ফাস্ট গতিতে যাচ্ছে না? তারপর দেখবো - এতে নম্বর ওয়ান কে যাচ্ছে? সাশ্রয়ের খাতা কার সবচেয়ে বেশী হতে পারে? সাশ্রয়ের খাতায় কারা কারা নম্বরক্রমানুসারে হয়ে থাকে? সেই লিস্ট বের করো। আর যদি নিজের সংকল্পকে কন্ট্রোল করতে পারো, তবে অন্যদেরকে কন্ট্রোল করবার পরিশ্রম করতে হবে না। অনেকে বলে, বলতে চাইনি কেন জানিনা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু যখন মুখ থেকে কোনও কথা বের হয় অথবা কর্মও করা হয়, প্রথমে তো সেটা সংকল্পে আসে। কারো উপরে রাগ করার সময়ও প্রথমে সংকল্পে প্ল্যান তৈরী হয় যে - এইভাবে করবো, এই এই কথা গুলো বলবো, সে কি মনে করেছে... এই সব প্ল্যান চলতে থাকে। তাছাড়া তার মধ্যে তার সময়কেও ইউজ করছে। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যে কখন মোক্ষম সময়টা আসবে। তো সংকল্পের খাজানার পিছনে সময়ের খাজানাও ওয়েস্ট হয়ে যায়। এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। তো সংকল্পের সাশ্রয় করলে সময়কে, বোলকে স্বভাবতঃই বাঁচানো হয়ে যায়।

তো বছর চলে যাচ্ছে। এখন সংকল্পে সাধারণ সংকল্প ক'রো না, প্রতিজ্ঞা করো। শরীর যায় যাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে। যত সহ্যই করতে হোক না কেন, নিজেকে পরিবর্তনও যদি হয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রো না। একে বলা হয় দৃঢ় সংকল্প। তোমরা ভাবো তো ভালোই, বাপদাদাও খুশী হয়ে যান। এই করবো, সেই করবো, এই রকম কাজ করবো না - বাবাকে তো খুশী করে দাও, কিন্তু এতে দৃঢ়তার সাথে সদা শব্দটিকে অ্যাড করো। তোমরা অল্প সময়ের জন্য প্রভাবে থাকো। এর জন্য আগেও যেমন বলেছিলাম যে, নিজেকে সদা ইকোনমির অবতার ভাবো। একসাথে ইকোনমি, একনামি আর একান্তবাসী। বেশী কথার মধ্যে এসো না। একান্তবাসী হও। দেখা গেছে যে যারা সারাদিন বেশী কথা বলে তাদের সংকল্প, সময় সব খাজানা খুব বেশী পরিমাণে ওয়েস্ট হয়ে যায়। একান্তবাসীর ডবল অর্থ রয়েছে। কেবল বাইরের একান্ত নয়, বরং এক এর অন্তে হারিয়ে যাও, একান্ত। নাহলে তো কেবল বাইরের একান্ত হলে বোর হয়ে যাবে, বলবে - কি জানি দিনটা কাটবে কীভাবে? কিন্তু এক বাবার অন্তে হারিয়ে যাও। সাগরের তলদেশে চলে গেলে যেমন কতো কতো খাজানা পাওয়া যায়, এক এর অন্তে চলে যাও অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তাতে ডুবে যাও। কেবল উপরে উপরের ঢেউয়ে সাঁতার কেটো না। অন্তে চলে যাও, হারিয়ে যাও। তারপর দেখো কতোই না মজা। তো সকল খাজানাতে ইকোনমি করো আর এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, একে বলা হয় ইকোনমি। এই রকম স্থিতিতে যারা থাকবে তারা সকল খাজানাকে জমা করতে পারবে। নাহলে তো জমা হবে না। তো ইকোনমি করতে জানো তো না? আচ্ছা!

চতুর্দিকের আত্মিক প্রকৃত ডায়মন্ড আত্মাদেরকে, সদা ইকোনমির অবতার বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা একনামি, একান্তপ্রিয় আত্মাদেরকে নিজের ভাইব্রেশন বৃত্তির উজ্জ্বলতার দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করা ঝলমলে উজ্জ্বল আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের প্রতি : - সকল কাজে আপনারা সফল হয়েই রয়েছেন। সফলতা স্বরূপ নিমিত্ত আত্মা আপনারা। আপনারা নিমিত্ত আত্মারা কেমন নক্ষত্র? সফলতার নক্ষত্র আপনারা, তাই না? এই সম্পূর্ণ সংগঠন হলো সফলতার নক্ষত্র। এই সমগ্র সংগঠন ব্রাহ্মণ পরিবারের তারা মন্ডলের মধ্যে আপনারা সফলতার নক্ষত্রেরা ঝলমল করছেন। আচ্ছা।

বরদানঃ- খুশীর খাজানার দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে সমৃদ্ধ করে সদা সৌভাগ্যবান ভব
সৌভাগ্যবান তাদেরকেই বলা যায় যারা নিজেরা সব সময় খুশীতে থাকে আর খুশীর খাজানার দ্বারা

অনেক আত্মাদেরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আজকাল প্রত্যেকেরই বিশেষ করে খুশীর খাজানার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য সব কিছুই রয়েছে কিন্তু নিজেরা হ্যাপী নয়। তোমরা সকলে তো খুশীর খনি পেয়ে গেছো। খুশীর ভ্যারাইটি খাজানা তোমাদের কাছে রয়েছে, কেবল এই খাজানার মালিক হয়ে যা পেয়েছো সেগুলিকে নিজের প্রতি আর সকলের প্রতি ইউজ করো, তবে সমৃদ্ধ অনুভব করবে।

স্লোগান:- অন্য আত্মাদের ব্যর্থ ভাব-কে শ্রেষ্ঠ ভাব-এ পরিবর্তন করে দেওয়াই হলো সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, এই স্মরণই হলো বিশ্বের উদ্দেশ্যে যোগদান, এর দ্বারাই বিশ্ব পবিত্র হবে, তরী পার হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- অন্তিম সময় পর্যন্ত কোন্ বাচ্চাদের দেখাশোনা বাপদাদা স্বয়ং করে থাকেন?

*উত্তর:- যে বাচ্চারা বহু সময় ধরে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সার্ভিসে তৎপর থাকে। পুরোপুরি বাবার সহযোগী হয়, এইরকম বাচ্চাদের অন্তিম সময়ে বাবা স্বয়ং দেখাশোনা করেন। বাবা বলেন - আমি আমার সহযোগী বাচ্চাদেরকে ওয়ান্ডারফুল দৃশ্য (সীন-সীনারি) দেখিয়ে অনেক আনন্দ দেবো। তারা শেষপর্যন্ত অত্যন্ত সুখ দেখবে। সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। যাদের "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" -- এই পাঠ পাক্সা হয়ে রয়েছে, এরকম বাচ্চাদেরই বাবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়।

*গীত:- প্রিয়তম এসে মিলিত হও.....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তম আর প্রিয়তমারা। প্রিয়তম হলেন এক আর প্রিয়তমা হলো অসংখ্য। প্রিয়তমারা আহবান করছে এক ভগবানকে। অসংখ্য ভক্তরা আহবান করছে, কিসের জন্য ? সুখের জন্য। কন্যা আহবান করে - "প্রিয়তম এসে মিলিত হও"। কিসের জন্য ? সুখের জন্য। বাগদান হয় সুখের জন্য। কিন্তু এখন বাচ্চারা জেনে গেছে যখন রাবণ রাজ্য রয়েছে তখন প্রিয়তমের থেকে কোনো সুখ প্রাপ্ত হতে পারে না। রাবণ রাজ্যে সুখ থাকতে পারে না। প্রিয়তমারা সকলেই শোকবাটিকায় রয়েছে তবেই তো ডাকে। অশোক বাটিকায় কেউ ডাকে না। কোনো দুঃখ বা শোক নেই তাহলে ডাকবে কেন ? দুঃখেই প্রিয়তমকে স্মরণ করে, তারপর প্রিয়তমকে পেয়ে গেলে তখন অর্ধেককল্প প্রিয়তমারা স্মরণ করা থেকে বিরত থাকে। এখন তোমরা জানো -- সবথেকে মিষ্টি, সবথেকে প্রেমময় প্রিয়তম হলেনই একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা, সবথেকে উঁচু, সবথেকে শ্রেষ্ঠ। এখানে কোনো মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতে পারেনা। অবশ্যই বলে থাকে -- ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, শিবোহম্ কিন্তু একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ তো হয়েই থাকে, তাই না! সাধুদের মধ্যেও যারা উঁচু হয় তাদেরকে অন্যান্য সাধুরা দণ্ডবৎ প্রণাম করে। কিন্তু গায়ন রয়েছে -- সবচেয়ে উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন একজনই প্রিয়তম পরমপিতা পরমাত্মা। সকলেই ঊঁনাকে স্মরণ করে -- অবশ্যই সুখের জন্য। যখন অতি দুঃখ হয় তখন প্রিয়তমারা প্রচুর স্মরণ করে। এখন বাচ্চাদের এত দুঃখের অনুভব নেই। অবশ্যই প্রচুর দুঃখ আসবে। যাঁকে আহবান করা হয় তিনি অবশ্যই আসবেন, তাই না ! সেইজন্য বাবাও আসেন। বাবার হয়ে গেলে এক সেকেন্ডে সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চাদের নিশ্চয় থাকা উচিত -- আমরা বাবার কোলে এসেছি তখন সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চা জন্ম নেয় তখন কোলে আসে, তখন নিশ্চয় হয়ে যায় যে এ হলো উত্তরাধিকারী। ইনিও হলেন অসীম জগতের পিতা। এখন ভালোভাবে ঊঁনাকে চিনে নেয়। চিনে নিতে কোনো অসুবিধে নেই। বাচ্চারা হলো অনেক, গাওয়া হয়ে থাকে, 'সন শো'জ ফাদার'। তাই কাউকে বলার দরকার নেই। অগণিত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। এত অগণিত সন্তান ঈশ্বর ব্যতীত আর কারও থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন দৈবী-গুণসম্পন্ন মানুষ। মানুষের এত সন্তান থাকতে পারে না। তোমরা জানো, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তোমরা বলতে পারো যে কোনো মানুষের এত সন্তান হয় না। কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। গায়ন তো রয়েছে, তাই না ! -- প্রজাপিতা ব্রহ্মার। স্মরণ করে থাকে ত্রিকালদর্শী পরমাত্মাকে। ভগবানেরই এত সন্তান থাকতে পারে। তাহলে সেই নিরাকার যখন সাকারে আসবেন তবেই তো অ্যাডপ্ট করবেন। শরীর না থাকলে তখন দত্তক কিভাবে নেবেন ? তোমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছো। তোমরা জানো যে, তিনিই হলেন প্রিয়তম। সবথেকে মিষ্টি, সবথেকে প্রিয়। যাকে ভালবাসে তাকেই প্রিয়তম বলা হয়ে থাকে। তোমরা জানো -- আমাদের উচ্চ থেকে উচ্চ প্রিয়তম হলেন তিনি যার মাধ্যমে আমাদের প্রিয়তমাদের স্বর্গের গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়। ঊঁনার সম্মুখে বসে রয়েছি। ভক্তিমার্গে গাওয়াও হয়ে থাকে -- রামের নাম নিলে মানুষ পার হয়ে যায় সেইজন্য খুব রাম-রাম করতে থাকে। যেমন পতিত-পাবনী মনে করে। মানুষ সেখানে গিয়ে পাতার উপর প্রদীপ জ্বালায়। যেমনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সাগরে পাতার উপর আঙ্গুল চুষতে দেখানো হয়। এরা আবার প্রদীপ জ্বালিয়ে পাতার উপর রাখে। আত্মাও হলো প্রদীপ। মানুষের তো সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। তাদের জন্য তো যেন একটি রীতি-রেওয়াজ হয়ে গেছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে বলে -- আত্মা পরপারে চলে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। বিষয়সাগর পার করে দেন। তারা অক্ষর শুনে একটি নিয়ম তৈরী করে দিয়েছে। বাবা আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। এ'সব হলো নিদর্শন। আত্মাকেই এই শরীর ত্যাগ করে চলে যেতে হয় -- পরপারে ওই পরমধামে। তোমরা জানো -- আত্মা অজ্ঞানতার সাগর থেকে ওই পারে যাচ্ছে। মাঝি তো হলেনই

বাবা। গঙ্গাজীর ক্ষেত্রে মাঝি শব্দটি উল্লেখ করা যেতে পারে না। মাঝি অথবা প্রিয়তমকে তো সাথে চাই। কতজনকে সঙ্গে করে ওই পারে নিয়ে যান, বিভিন্ন নাম রেখে দিয়েছে। তবে বোটে বা স্টিমারে বসিয়ে কেউ নিয়ে যায় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে কিভাবে স্মরণের যাত্রায় থাকে। এখানে মুখে কোনো রাম-রাম বলার দরকার নেই। মানুষ তো বলে রাম-রাম বলে। মনে করে আমরা এই নাম দান করি। বাবা পুনরায় দান দেন -- অবিনাশী জ্ঞানরত্নের। তিনি বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি আদরের আত্মারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবার এই স্মরণই হলো বিশ্বের উদ্দেশ্যে যোগদান (সহযোগ)। শিববাবাকে স্মরণ করো। বাস্তবে রামও পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় কিন্তু তারপর রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বলে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন ড্রামাকে জেনেছো। স্বর্গ থেকে ধরে সবকিছু তোমাদের জানা রয়েছে -- কে কে এসেছে ? কিভাবে পুনরায় আসবে ? যাকিছু হয়ে আসছে সে'সব ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই ভোগ ইত্যাদি যে দেওয়া হয় -- এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নতুন কোনো কথা নয়। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো। প্রত্যেকেই হলো অ্যাক্টর। তারা জানে যে নিজের ভূমিকা পালন করে আনন্দ করে ফিরে যাবে।

মানুষ বলে -- মারা গেলে স্বর্গবাসী হয়ে যায়। তোমরা জানো, আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে থাকি। মানুষ কাশীতে বাস করে, তাই না! গঙ্গাজীর কিনারায় গিয়ে বসে। শিবের তো মন্দির রয়েছে। সর্বদা শিবের স্মরণে থাকে। গঙ্গারও মহিমা করে। শিবেরও মহিমা করে। গঙ্গায় কেউ কাশি কলবট (শলাকা লাগানো কুঁয়োয় ঝাঁপিয়ে শাস্তি ভোগ করা) খায় না। অবশ্যই পতিত-পাবন তো হলেন শিবই। এটাই হলো পার্থক্য। শিবের মন্দির রয়েছে। পূর্বে একটি কুঁয়োয় গিয়ে শিবের উপর বলি প্রদত্ত হয়ে যেতো। তোমরা বেনারসবাসীদের ভালোভাবে জ্ঞান প্রদান করতে পারো। তাদের বলো -- তোমরা এখানে বসে রয়েছে, গঙ্গার উপকণ্ঠও রয়েছে। শিবের মন্দিরও রয়েছে। তাহলে তোমরা শিবের উপর কেন বলিপ্রদত্ত হও কেন ? শিব পতিত-পাবন নাকি গঙ্গা ? বাস্তবে পতিত-পাবন তো হলেন শিবই। ভগবানের কাছেই বলিপ্রদত্ত হয়। ভগবান ভগবানের কাছে থোড়াই বলিপ্রদত্ত হবে। এ তো হতে পারে না। এমন নয় যে আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান। ভগবান থোড়াই অপবিত্র হতে পারে যে গঙ্গায় স্নান করতে যাও। সর্বব্যপীর জ্ঞান তোমরা তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিতে পারো। পতিত-পাবন হলেন শিব -- এ'কথা প্রমাণ সহকারে বলতে হবে। বাচ্চাদের পয়েন্টস্ দিয়ে দেওয়া হয় বোঝানোর জন্য। কাশীতে বোঝানো সবথেকে সহজ এবং সঠিক। শিবের মন্দির রয়েছে তাহলে অবশ্যই কখনো এসেছিলেন। শিবকে সর্বদা বাবা বলা হয়। ওঁনার কখনো নিজের শরীর প্রাপ্ত হয় না। এরকম তো শিবের নাম অনেক বাচ্চারই রয়েছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণও লক্ষ-লক্ষ জনের নাম হবে। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিল, তাই না ! শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে পূজা করবে। মানুষের তো করবে না ! তাহলে প্রমাণ হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সত্য যুগে ছিল। মানুষের জানা নেই -- রাধা-কৃষ্ণ কে ? তারা কবে রাজস্ব করেছিল ? এ'কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন।

তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। বিষ্ণুর এই স্বদর্শন চক্রধারী নাম কিভাবে হয়েছে, কি করেছেন -- এ কথা তো কেউ বোঝাতে পারেনা। বাবা তো হলেন নিরাকার। বিষ্ণুর কাছে এত হাতিয়ার কোথা থেকে এসেছে -- কেউই জানে না। আমরা বুঝি যে এসব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। ভক্তিমার্গেও যারা চিত্র বানিয়েছিল তারাই বানাবে। সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত খেলা। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি, অর্ধেক কল্প জ্ঞানমার্গ চলতে থাকে। এই কথাগুলিকে (বিষয়) তোমরাই জানো। তোমাদেরই মজা আসে, যারা হলো সত্যিকারের প্রিয়তমা। ওই প্রিয়তম তো হলো মিথ্যা, মিথ্যা আর সত্যের মধ্যে পার্থক্য তো রয়েছে, তাই না! মিথ্যে প্রিয়তম আর সত্য প্রিয়তম। পত্নী, পতিকে ভালোবাসে, তাই না! এখন তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ প্রিয়তমাদের কেমন মিষ্টি প্রিয়তম প্রাপ্ত হয়েছে। ওঁনাকে প্রিয়তম বলা হয় তো বাবাও বলা হয়। বাবারও ভালোবাসা থাকে। বাবার থেকে আবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। প্রিয়তমের থেকে প্রিয়তমাদের কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। নিজেকে প্রিয়তমা মনে করলেও, বাচ্চা মনে করলে উত্তরাধিকারের টেস্ট পাওয়া যায়। শিবকে সর্বদাই বাবা বলা হয়ে থাকে। শিববাবাকে কখনোই শিবপতি বলা হবে না। এখন তোমাদের কোনো শিবের নাম জপ করতে হবে না। কেবল বাবাকে স্মরণ কর। বাচ্চারা আসে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় -- কবে ঈশ্বরের হয়েছে ? যতক্ষণ না বাচ্চা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। মাতা-পিতা হলে সম্মুখে মিলিত হতে হবে। নিশ্চয় রয়েছে, প্রাপ্ত হয়নি আর মারা গেছে তখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। এমন অনেকেই রয়েছে যারা উত্তরাধিকার পায় না। প্রজায় চলে যায়। বাবা বলেন -- নিশ্চয়ই হয়ে গেছে যে এ হলো সেই মাতা-পিতা, তখন সম্মুখে আসতে হয়। তারপর সার্ভিস করে নিজের সমান বানাতে হবে। প্রজাও তৈরী করতে হবে আর তারপর নিজের উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে। ঘরে বসে তো হবে না, পরিশ্রম করতে হবে। এই বিষয়ের উপর বাচ্চারা বিচারসাগর মন্থন করেনা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা হলো প্রসিদ্ধ। লীলা তো সত্যযুগে হয়। এখানে থোড়াই হতে পারে। এরা তো কপি করতে থাকে। স্বর্গে কি কি হবে, কেমন মহল হবে -- এ তো বাচ্চারা অনুভব করতে পারে। ওখানকার কথা তো জিজ্ঞাসাই করো না। মুখে জল চলে আসে। বাবা সুখই দিয়ে থাকেন।

দুঃখের জন্য বাবাকে খোড়াই আহ্বান করতে হয়। দুনিয়ায় অনেক দুঃখ রয়েছে। একটি ঘরে যদি বুটঝামেলা করা পুত্রবধূ আসে তখন ঘরকে তছনছ করে দেয়।

এরকম অনেক ঘর বাবার দেখা রয়েছে। এখন সময় অতি অল্প রয়েছে। এখন বাবার হয়ে যাও তবেই বাবা সহায়তা করবেন। উত্তরাধিকারীই হয় না তাহলে উত্তরাধিকার প্রদানকারীর সহযোগিতা কিভাবে প্রাপ্ত হবে? বাবা বলেন ভয় পেয়ো না। বিত্তশালীরা তো ভয় পায়। এই বাবা তো হলেন দাতা। ভক্তিমাগেও তোমরা আমার কাছে গরিবদের জন্য দান করতে। সেই অনুসারে জন্ম হতো। এখন ডাইরেক্ট বলছি -- আমার হয়ে যাও তাহলে তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য দেব। শিববাবাকে তো কোনো ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে না। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি -- যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই ঘরবাড়ি ইত্যাদি কেন তৈরি করো? আরে তাহলে কোথায় থাকবে? ভবিষ্যতেও এসে বাচ্চাদেরকে থাকতে হবে। তোমরা ভবিষ্যতেও অনেক সীন-সীনারি দেখবে। অত্যন্ত খুশিতে থাকবে। যত সময় নিকটে আসতে থাকবে বাবার দ্বারা অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। যারা সহযোগী হয়ে যাবে তারা ভবিষ্যতে অনেক সুখ দেখবে। দুঃখের সময়ও অনেক সুখ দেখবে। সেটা হলো ওয়ান্ডারফুল সুখ। পাকিস্তানেও তোমরা আনন্দে বসেছিলে। বৈকুণ্ঠে কিভাবে স্বয়ংস্বর হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করে -- সব বাবার সাক্ষাৎকার করাতে। তোমরাও অনেককিছু দেখবে, যদি শিববাবার মতানুসারে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করায় সহায়তা করতে থাকো। তখন বলা হয়ে থাকে -- "হিস্মত তোমার সহায়তা খুদার (ঈশ্বর)"। এমন প্রিয়তমকে প্রচুর স্মরণ করা উচিত। দুনিয়া খোড়াই জানে। এত অগণিত সন্তান রয়েছে তাহলে অবশ্যই তাদের মাতা পিতা থাকবে, তাই না! যার মাধ্যমে গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই মহিমা কোনো লৌকিক মা-বাবার খোড়াই রয়েছে। তোমরা প্রত্যেকটিক্যালি দেখো যে কত অগণিত সন্তান রয়েছে। ক্রিয়েটর হলেন গডফাদার। ক্রিয়েট(তৈরী) করবেন তাহলে অ্যাডপ্টও করবেন, তাই না! কিসের দ্বারা? এ হলো মুখ বংশজাত। বোঝানো অতি সহজ। এখন ঈশ্বরের কোলে আসে তারপর দৈবী কোল প্রাপ্ত হবে। তারপর আসুরীয়। এই ঈশ্বরীয় কোল থেকে আমরা শান্তিধাম, সুখধামে যাই। আসুরীয় কোল থেকে দুঃখধামে যাই। এই মন্ত্র স্মরণে রাখো। বন্ধনে আবদ্ধ নারীরা-গোপিকারা ডাকতে থাকে। তাদের জন্য কোনো না কোনো প্রচেষ্টা করতে হয়। বাবা ছোট ছোট গ্রামে তো যেতে পারবেন না। বড় গ্রামে এসে মিলিত হন। যেতে তো হয়ই। বোঝানো হয়ে থাকে যে বলিপ্রদত্ত কিভাবে হতে হবে? রাজা জনক বলিপ্রদত্ত হয়েছিলেন তারপর বলা হয়েছিল এখন ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো। রচনাকে দেখভাল তো তোমাদের অবশ্যই করতে হবে। তোমরা নিজেদেরকে আত্মা ট্রাস্টি মনে করো। মায়া রাবণ দুঃখ দেয় সেইজন্য রাবণের কোনো মন্দির নেই। কেবল পুতুল বানিয়ে রেখে দিয়েছে। রাবণ অনেক দুঃখ দিয়েছে। যতই দুঃখ দেয় ততই বছর-বছর তাকে জ্বালাতে থাকে। শিববাবা সুখ দিয়েছেন, তাই ওঁনার মন্দির অতি জাঁকজমকপূর্ণ হয়। রাবণ যে দুঃখ দেয়, তার মন্দির তো হতেই পারে না। তাকে তো শেষ করে দেওয়া হয়, যে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শিববাবার মন্দির তো দেখতে পাওয়া যায়। কত পূজা হয়। বাস্তবে চিরপূজ্য হলেনই একমাত্র শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। তোমরা আবার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর সকলকে স্মরণ করাতে হবে, এই দানই করতে থাকতে হবে। বাবার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে তারপর ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করতে হবে।

২) সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট দেখতে হবে। আমরা পার্ট সম্পূর্ণ করে খুশির সাথে ফিরে যাবছি -- এই স্মৃতিতে সর্বদা থাকতে হবে।

বরদান:- সদা বাবার সমান হয়ে নিজের সম্পন্ন স্বরূপের দ্বারা সকলকে বরদান দেওয়া বরদানী-মূর্তি ভব ভারতে বিশেষভাবে দেবীদের বরদানীরূপে স্মরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এরকম বরদানী-মূর্তি তারাই হতে পারে, যারা বাবার সমান এবং সমীপে থাকে। যদি কখনও বাবার সমান আর কখনও বাবার সমান নয় কিন্তু নিজের জন্য পুরুষার্থী হয় তাহলে বরদানী হতে পারে না কারণ বাবা পুরুষার্থ করেন না, তিনি তো সদা সম্পূর্ণ স্বরূপে রয়েছেন। সেইজন্য যখন সমান অর্থাৎ সম্পন্ন স্বরূপে থাকবে তখন বলা হবে বরদানী-মূর্তি।

স্লোগান:- স্মরণের তীব্র দৌড় লাগাও তবেই বাবার গলার হার, বিজয়ের মণি হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;